This Book is Collected, Re-Edited & Resized

দায়বন্ধন

সমরেশ মজুমদার

www.MurchOna.com

ISBN 81-7215-794-0

www.MurchOna.com

রাত নটায় কফিহাউসের দরজা বন্ধ হয়। তাড়া খেয়ে প্রেসিডেন্সির সামনে দাঁড়িয়ে আরও পনেরো মিনিট আড্ডা চলে ওদের। বেশিরভাগ ফিরবে উত্তরে, দুজন হাওড়ায়। কাল আবার দেখা হবে বলে হাঁটতে শুরু করে জয়দীপ। বউবাজারের মোড়ে পৌঁছবার আগেই দোকানগুলোর আলো নিবতে শুরু করে। মোড়ে দাঁড়িয়ে চারপাশে নজর বোলায় সে প্রতি রাতে। রাস্তাঘাট ফাঁকা। বাঁদিকের বাড়িগুলোর দিকে তাকালেই মনে হয় ইতিহাস ওখানে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। এইসব বাড়িগুলোর কোনও কোনওটায় বাইজিরা গান করে, বাবুরা এখনও সেই গান শুনতে যায়। জয়দীপের মনে হয় রাত আরও বাড়লে এই পথে ফিটন গাড়ি চলতে পারে। বই-এ পড়া ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলতে বাকি নেই। আর একটু এগোতেই বাঁদিকের গলিতে মতিলালরা থাকে। জগন্নাথ মতিলাল, তাদের সহপাঠী ছিল কলেজে। বেশ কয়েকবার ওদের বাড়িতে গিয়েছে সে কিন্তু বাইরের ঘরেই বসে থাকতে হয়েছে। মতিলালের মা বোন বা কোনও মহিলাকে কোনওদিন দেখতে পায়নি। শুধু উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ি বলেই নয়, ভেতর এবং বাইরের মধ্যে পাঁচিল তুলে রাখতে ওদের পিতামহ প্রপিতামহ যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তাই অনুসরণ করে চলেছে এখনও। জগন্নাথের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি।

কলেজ স্ট্রিটের আড্ডা থেকে বেরিয়ে ধর্মতলায় পৌঁছতে বাস বা ট্রামের ভাড়াটা বেঁচে যায় হেঁটে এলে। রাত বলে ফুটপাতে মানুষ কম, স্বচ্ছন্দে হাঁটাও যায়। অবশ্য এই অঞ্চলে ফুটপাত বলে কিছুই নেই অনেক জায়গায়। গাড়ি বাঁচিয়ে রাস্তায় হাঁটার কায়দা কলকাতার মানুষদের মতো জয়দীপও শিখে নিয়েছে। ধর্মতলার মোড়ে পৌঁছে মেট্রোর গলিতে ঢুকে পড়ল সে। গলির মুখে টি-স্টল এখন জমজমাট। কলকাতার আড্ডাবাজ মাতালদের জন্যে আশপাশের অস্থায়ী দোকান থেকে মেটের চচ্চড়ি আর মশলাবাদামের চাট যাচ্ছে ভেতরে। রোজ এই বারের সামনে দিয়ে হাঁটার সময় জয়দীপের মনে আগ্রহ আসে। একদিন ভেতরে ঢুকে পড়ে দেখলে হয়। প্রচুর মানুষ মাতাল অথবা আধামাতাল হয়ে কীরকম আচরণ করে তা সে কোনওদিন দ্যাখেনি।

গলির শেষে দোকানটা। এত সস্তায় খাবার একমাত্র শ্মশান ছাড়া কলকাতায় কোথাও পাওয়া যাবে না এই রাত্রে। চার টাকায় রুটি আর তড়কা। রুটি অবশ্য তিনটের বেশি পাওয়া যাবে না। সঙ্গে দুটো সলিড

পেঁয়াজ। পেটের জন্যে সারাদিনে দশ টাকার বেশি বরাদ্দ নেই তার। দু গ্লাস জল খেয়ে ঢেঁকুর তুলল জয়দীপ। তারপর পকেট থেকে চার্মসের প্যাকেট বের করে দেখল দুটো পড়ে আছে। প্রতিদিন পাঁচটা সিগারেট কিনবে সে। তিনটে খাওয়া হয়ে গিয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে সিগারেট খেলে মৌত হয় না। মেট্রো সিনেমার নীচে দাঁড়িয়ে সে আরাম করে ধোঁয়া টানছিল। এখন নাইট শো শুরু হয়ে গেলেও কিছু লোক এখনও এখানে ঘুরঘুর করছে। জয়দীপ জানে ওদের বেশিরভাগ ধান্দাবাজ এবং দালাল। দালালরা তাকে জরিপ করে নিয়েছে নিশ্চয়ই কারণ কেউ এগিয়ে আসছে না। সিগারেট শেষ করে আবার হাঁটতে শুরু করল সে। বিকেলের চৌরঙ্গির যৌবন এখন অস্তমিত। দু-একটা নিওনলাইট জ্বললেও বেশিরভাগ আলো নিবে গিয়েছে ইতিমধ্যে। হকাররাও তাদের পশরা গুটিয়ে নিচ্ছে। বিজয়া দশমীর রাত্রে ঠাকুর চলে যাওয়ার পর মণ্ডপের যে অবস্থা তার সঙ্গে বহুৎ মিল। কোয়ালিটি ইনের সামনে পৌঁছতেই ছোটখাটো একটা জটলা দেখতে পেল। একটি ছেলের কলার চেপে ধরেছে একজন স্বাস্থ্যবান লোক। একটু দূরে এক সুন্দরী দাঁড়িয়ে। স্বাস্থ্যবান বলছে, 'তুই কী ভেবেছিস হারামি ? ফোকটের মাল ? বড় হোটেলে নিয়ে এসে ডিনার খাওয়ালেই হয়ে যাবে ? মাল ছাড় ?'

ছেলেটি প্রতিবাদ করছে, 'তুমি কে ? তোমাকে আমি চিনি না। ছেড়ে দাও বলছি।'

'আমি কে ? দাঁড়া তোকে চেনাচ্ছি!' লোকটা দ্বিতীয় হাত তুলল মারার জন্যে। জনতা খুব আগ্রহ নিয়ে দৃশ্যটি দেখছিল। সঙ্গে মহিলা থাকায় তারা বোধহয় সিনেমার স্বাদ পাচ্ছিল। দ্রুত ছুটে গিয়ে লোকটার হাত ধরল জয়দীপ, 'এই কী হচ্ছে ? ও যদি অন্যায় করে থাকে পুলিশ ডাকুন। আপনি ওকে মারতে পারেন না।'

লোকটা হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল, 'কেটে পড়ুন তো ! থার্ড পার্টি আমাদের ব্যাপারে নাক গলাক তা আমি পছন্দ করি না। কেটে পড়ুন।'

'পাবলিকের রাস্তায় যদি মারপিট করেন তা হলে পাবলিকের কথা শুনতে হবে।'

লোকটা ছেলেটির কলার ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জয়দীপের দিকে, 'তাই নাকি ?'

সঙ্গে সঙ্গে খুব অসহায়বোধ করল জয়দীপ। লোকটা নির্ঘাত তাকে মারবে। শক্তিতে ওর সঙ্গে সে কিছুতেই পারবে না। কেন যে হঠাৎ সে অন্যের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। দুর্বল হয়ে হাত ছেড়ে দিতেই লোকটা রাগীমুখ করে তার দিকে এগিয়ে এল। কোনও উপায় না পেয়ে জয়দীপ দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখুন ভাই, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি বলে আমার ওপর মাস্তানি করছে।'

হয়তো মাস্তানি শব্দটা কাজ করল। কেউ মাস্তানি করে পার পেয়ে যাবে

www.MurchOna.com

জনতা তা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। হঠাৎই কিছু দর্শক ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। প্রতিরোধ করতে করতে লোকটা মাটিতে পড়ে গেল। আরও লোক ছুটে এল। তারা যে কেন মারছে তা তারাই জানে না।

জয়দীপ দেখল ছেলেটি এই সুযোগে উধাও হয়ে গিয়েছে। মেয়েটি কী করবে বুঝতে না পেরে হোটেলের ভেতর ঢুকে গেল। এইসময় একজন সার্জেন্ট মোটরসাইকেলে চেপে এগিয়ে আসতেই জয়দীপ হাঁটা শুরু করল। ওখানে থাকলে পুলিশ নিশ্চয়ই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে থানায় নিয়ে যাবে। অথচ এদের কাউকেই সে চেনে না এটা বিশ্বাস করানো কষ্টকর হবে।

বাটার দোকান ছাড়িয়ে গ্র্যান্ড হোটেলের নীচে চলে আসতেই সে দেখতে পেল একটা থামের আড়াল ছেড়ে ছেলেটি এগিয়ে আসছে, 'আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ। খুব বড় বেইজ্জতি থেকে আপনি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।'

জয়দীপের খুব রাগ হল। এই লোকটা নিশ্চয়ই অন্যায় করেছিল। ওই মেয়েটির সঙ্গে বিনা পয়সায় ফূর্তি করতে এসেছিল। এটা তো আরও বাজে মাল।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কোনও ট্যাক্সি পাচ্ছি না। আপনি কোনদিকে যাচ্ছেন ?'

'সোজা। কেন ?'

'আমি একলা যেতে সাহস পাচ্ছি না। আপনার সঙ্গে যেতে পারি ?'

'হোটেলে মহিলা নিয়ে আসতে তো ভয় পাননি !'

'আমি কোনও মহিলাকে নিয়ে হোটেলে যাইনি।'

'কেন মিথ্যে কথা বলছেন ? লোকটা তো ওই বলে আপনাকে শাসাচ্ছিল।'

'ও যে সত্যি বলছিল তা ভাবছেন কেন ? আমাকে ওরা ট্র্যাপে ফেলেছে। আমি বোকার মতো— !' ছেলেটা দেখল জয়দীপ হাঁটতে শুরু করেছে। সে দ্রুত পাশে চলে এল, 'দেখুন আপনি ভাবছেন আমি খুব খারাপ লোক। তা হলে লোকটার হাত থেকে আমাকে বাঁচালেন কেন ?'

জয়দীপ জবাব দিল না কারণ সেটা ওর নিজেরও জানা নেই। ছেলেটা বলল, 'আপনাকে এত কৈফিয়ত দেবার তো কোনও দরকার ছিল না। আপনি আমার উপকার করেছেন বলে আমি গ্রেটফুল। আচ্ছা, নমস্কার।' ছেলেটা দৌড়ে রাস্তায় নেমে একটা খালি ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়ল। ট্যাক্সিটা চলে গেলে নিজেকে কীরকম বোকা বোকা বলে মনে হচ্ছিল জয়দীপের। ছেলেটা যখন বলল ওকে ওরা ট্র্যাপে ফেলেছিল তখন সে বিশ্বাস করতে পারল না কেন ? স্বাস্থ্যবান লোকটার আচরণে তো সেইরকমই মনে হওয়ার কথা।

পার্ক স্ট্রিট পেরিয়ে আসার সময় জয়দীপ বুঝতে পারল, এখন বসতেই পারে, অনেক হাঁটা হয়ে গিয়েছে। কিংবা এমনও হতে পারে, প্রথমদিনের অভিজ্ঞতা রোজ তাকে এইসময় বসবার কথা মনে করিয়ে দেয়। কলেজ স্ট্রিট থেকে পার্ক

www.MurchOna.com

স্ট্রিটের দূরত্বও কম নয়। পাতাল রেল বন্ধ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। ফুটপাতে লোকজন নেই। আই. সি. আই. অফিস পার হতেই সে বেঞ্চিটাকে দেখতে পেল। প্রতি রাতের মতো প্রৌঢ় লোকটি বসে আছে বেঞ্চিতে। জয়দীপ ধপ করে বেঞ্চিতে বসে পড়তেই লোকটা হাসল, 'সব ঠিক হ্যায় বাবু ?'

'ঠিক হ্যায়। আপনি কেমন আছেন ?'

'আমি ভাল নেই।'

'কেন ? আজও কোন চিঠি পাননি ?'

'নাহ্। ছেলে লিখেছিল তার মায়ের অসুখ। দু দুটো চিঠি পাঠালাম কোনও জবাব নেই।'

কথাটা গত রাতেও লোকটা বলেছিল। এই প্রৌঢ় পেছনের অফিসের দারোয়ানদের একজন। গত ত্রিশ বছর চাকরিতে আছে। বছরে এক মাসের জন্যে দেশে যায়। ত্রিশ বছরে বউয়ের সঙ্গে ঘর করেছে বড়জোর ত্রিশ মাস। অর্থাৎ আড়াই বছর। মাইনে যা পায় তার নামমাত্র নিজের খরচের জন্যে রেখে সবটাই দেশে পাঠিয়ে দেয়। পরপর দুটো মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। ছোটটা ছেলে। এক জামাই ক্ষেতি দেখাশোনা করে সমস্তিপুরে, অন্য জামাই পি.ডব্লু.ডি. অফিসে কাজ করে।

জয়দীপ বলল, 'অনেক সময় পোস্ট অফিসের গোলমাল হয়। আপনাদের বাড়ি কি গ্রামে ?'

'হ্যাঁ বাবু। বাস থেকে নেমে পাঁচ কিলোমিটার হাঁটতে হয়। গ্রামে ডাক্তার নেই, সেটাই চিন্তা।'

'চিন্তা করবেন না। দেখবেন কালপরশু চিঠি পেয়ে যাবেন।'

'রামজি যা করবেন তাই হবে।' খইনির কৌটো বের করে হাতে ঢালল লোকটা। তারপর ইশারা করল জয়দীপকে। প্রথমদিনে ওই খইনির মাধ্যমেই আলাপ হয়েছিল লোকটার সঙ্গে। ক্লান্ত হয়ে এই বেঞ্চিতে বসেছিল সে। লোকটাও ছিল। পকেট থেকে খইনি বের করে আঙুলের ডগায় যখন মালটা তৈরি করছে তখন জয়দীপ সেটা লক্ষ করছিল। দেখতে পেয়ে লোকটা ইশারা করেছিল, খাবে কিনা ? জয়দীপ মাথা নাড়তেই পরিচয় হয়ে গিয়েছিল।

এর আগে কখনও খইনি খায়নি সে। ঠোঁটের নীচে পদার্থটি এক জ্বালাময় অনুভূতি তৈরি করলেও শেষপর্যন্ত সয়ে গিয়েছিল। শরীর-মাথা ঝিমঝিম করেছিল অনেকক্ষণ। লোকটির দেখাদেখি পিক ফেলে স্বস্তি পেয়েছিল। এই কদিনে কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে জয়দীপ। পিক না ফেলে নেশাটাকে জোরদার করার কায়দাটা রপ্ত করতে চাইছে। কফিহাউসের আড্ডায় এই খইনি খাওয়ার গল্প শোনাতেই অহনা চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'সেকি রে ? তুই খইনি খাচ্ছিস ?'

'সো হোয়াট ?'

'তামাকের সবচেয়ে খারাপ নেশা ওটা। যারা পানের সঙ্গে জরদা খায় তারা

অনেকটা রিফাইন করা তামাক পেটে চালান দেয়। খইনি একেবারে 'র'। মুখের ক্যানসার অবধারিত।'

'দূর ! তা হলে তো বিহার-ইউ পির নাইনটি পারসেন্ট গ্রামের লোকের মুখে ক্যানসার হত।' জয়দীপ উড়িয়ে দিয়েছিল।

'হচ্ছে কিনা তুই জানিস ?'

'হয়তো হচ্ছে। সিগারেট খেলে মানুষের যেমন ক্যানসার হয় তেমনই, তাই বলে সিগারেট খাওয়া কি বন্ধ হয়েছে। জ্ঞান দিস না।'

রজত সিগারেট খায় না। ঠাণ্ডা মেজাজের ছেলে। বলল, 'আমেরিকায় সিগারেট বিক্রি দারুণ কমে গিয়েছে। সিগারেট কোম্পানিগুলো তাই থার্ড ওয়ার্ল্ডের বাজার ধরার চেষ্টা করছে নিজেদের অস্তিত্ব রাখতে। ইংল্যান্ডেও একই অবস্থা। ধর, একটা স্টেট এক্সপ্রেস সিগারেটের প্যাকেট তুই কলকাতায় পঞ্চাশ টাকার নীচে পেয়ে যাবি। লন্ডনে তার দাম অন্তত দেড়শো টাকা, আমেরিকায় আশি টাকা। তাই থার্ড ওয়ার্ল্ডের লোকজন বেশি সিগারেট খাচ্ছে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া জরদা তামাক খইনির ব্যবহার ওসব দেশে প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে। ক্যানসারে মৃত্যুর হার থার্ড ওয়ার্ল্ডে যেহেতু বেশি তাই এগুলোকেই কারণ হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে এই সব গরিব দেশের মানুষ অভাবের সঙ্গে, প্রতিকূল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে সত্তর আশি বছর বেঁচে থাকছে। তামাক যতটা ক্ষতি করছে বিষাক্ত বাতাস তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করে যাচ্ছে। ক্যানসার ঠিক কোন কারণে হচ্ছে তা ধরা মুশকিল। আমেরিকায় বা ইংল্যান্ডে আশি বছরের বৃদ্ধা নিয়মিত ধূমপান করে দিব্যি বেঁচে আছেন এমন ঘটনা আকছার।'

অহনা বলল, 'তুই একবার জ্ঞান দেওয়া শুরু করলে থামতে চাস না। তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে তুই জয়ের খইনি খাওয়াকে সমর্থন করছিস।'

'একদম না। খইনি খাওয়া হল সবচেয়ে ব্রুটাল ওয়ে অফ কনজিউমিং টোবাকো।'

ঠোঁটের তলায় এক চিমটি খইনি পুরে হেসে ফেলল জয়দীপ। প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল বাবু ? আপনি হাসছেন ?'

'কিছু না। আচ্ছা, আপনি খইনি খাচ্ছেন কবে থেকে ?'

'আমার যখন পঁচিশ বছর বয়স তখন থেকে।'

'মুখে কোনও অসুখ হয়নি ?'

'হয় আবার ঠিকও হয়ে যায়। চুন বেশি হয়ে গেলে পুড়ে যায় তো।'

জয়দীপের মনে হল লোকটার উচিত কোনও ই.এন.টিকে দিয়ে দেখিয়ে নেওয়া। কিন্তু একথা ওকে বুঝিয়ে কোনও লাভ হবে না। সে সামনে তাকাল। বিশাল চৌরঙ্গি রোডে গাড়ির ভিড় বেশ কমে গিয়েছে। হেডলাইট জ্বালিয়ে ছুটে যাচ্ছে গাড়িগুলো রাস্তা অনেকটা ফাঁকা বলে। রাস্তার ওপাশে ময়দানে এখন বেশ অন্ধকার। এইসময় দুটো মেয়েকে সে দেখতে পেল

www.MurchOna.com

হেলতে দুলতে রাস্তা পেরিয়ে এদিকে আসতে। এই কদিনে রোজ রাত্রে দেখে দেখে মেয়েগুলোকে চিনে গিয়েছে জয়দীপ। লম্বাটার নাম যমুনা, বেঁটেটা গঙ্গা। ওরা খুব বন্ধু। থাকে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটে। সেখানে ভাল খদ্দের হয় না বলে এখানে বাণিজ্য করতে আসে।

বেঞ্চির পাশে লাইটপোস্টের নীচে চলে এসে যমুনা বলল, 'একটা বিড়ি দে।'

'না। খাস না।'

'কেন ?'

'বউনি না হলে আজ বিড়ি খাব না। মনে জোর রাখলে বউনি হবেই।'

যমুনা কাঁধ নাচাল। তারপর বেঞ্চির দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'এ চাচা, একটু খইনি দাও না গো। শরীরের ভেতরটা কীরকম আনচান করছে।'

প্রৌঢ় বলল, 'ভাগ্, বিরক্ত করিস না।'

যমুনা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল, 'তুমি ভাগ্ বললেই কি আমি যেতে পারি চাচা ? চাচি দেশে পড়ে আছে, আমরা না দেখলে তোমাকে কে দেখবে বল ? দাও, খইনি দাও।'

প্রৌঢ় বেশ বিরক্ত হয়েই কৌটো খুলে খানিকটা খইনি দিল মেয়েটির হাতে, 'বাঙালি মেয়েছেলে খইনি খায়, বাপের জন্মে শুনিনি।'

পোক্ত ভঙ্গিতে ঠোঁটের নীচে চালান করে চোখ বন্ধ করেছিল যমুনা। সেই অবস্থায় কথা বলতে গিয়ে শব্দ জড়িয়ে গেল, স্পষ্ট বোঝা গেল না। তাই শুনে গঙ্গা হেসে গড়িয়ে গেল। পিক ফেলে যমুনা তাকে ধমকাল, 'অ্যাই, অত হাসির কী আছে ?' তারপর প্রৌঢ়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেসা করল, 'বাঙালি মেয়েছেলের আর কী কী শোনেনি তোমার বাপ ?'

এই সময় পেছনের অফিসবাড়িগুলোর একটা থেকে গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে বেরিয়ে এল দশাসই চেহারার যে লোকটি তার নাম লছমন। লছমন চিৎকার করে বলল, 'শালা সবকটাকে পুলিশ তুলবে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে হাসি হচ্ছে ?'

যমুনা বলল, 'এই দ্যাখোনা, গঙ্গাটা হাসতে পারলে আর কিছু চায় না।'

'বাজার ভাল মনে হচ্ছে !' কথাগুলো হিন্দিতে বলতে বলতে লছমন বেঞ্চির কাছে পৌঁছে গেল, 'আরে, নমস্তে বাবু। সব ঠিক আছে তো ?'

জয়দীপ মাথা নাড়ল। এই লোকটা বেশি কথা বলে, মাতব্বর মাতব্বর ভাব। প্রৌঢ়ের মতো এরও চাকরি অফিসবাড়ি পাহারা দেওয়ার। বোধহয় মাইনে বেশি পায়।

গঙ্গা বলল, 'তোমার তো সবসময় মনে হয় আমাদের বাজার ভাল। সন্ধে থেকে পাক খাচ্ছি তো খাচ্ছি। ময়দানে হাঁটতে হাঁটতে পা বোম্বা হয়ে গেল।'

লছমন মাথা নাড়ল, 'দিনকাল বহুৎ খারাপ হয়ে গিয়েছে। এই দ্যাখনা, আমাদের কোম্পানি একশ বত্রিশ জনকে ছুটি করিয়ে দিল। ক্লার্ক, পিওন সব ভিত্তর। তাই বলে তোরা হাল ছেড়ে দিবি কেন ? এই যে ময়দান দেখছিস, এ

অনেকটা সমুদ্দুরের মতো। রাত্রে অন্ধকার নামলে কিছুই দেখা যায় না। সমুদ্রের নীচে যেমন হিরা মানিক মুক্তা আছে তেমনি ওই অন্ধকারে তোদের ধনসম্পত্তি আছে। যাবি আর তুলে নিয়ে আসবি।'

গঙ্গা বলল, 'যাও না। তুমি গিয়ে আমাদের হয়ে ওইসব তুলে আনো।'

লছমন তার বুকে হাত বোলাল, 'আমি কী করে যাব ! হে হে। ভগবান তো আমাকে তোদের শরীর দিয়ে পাঠায়নি ! কী বল চাচা ?'

গঙ্গা বলল, 'ব্যাটাছেলের মতো হারামি জাত তো পৃথিবীতে নেই। গিয়ে দ্যাখো তোমারও হিল্লে হয়ে যাবে।'

যমুনা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমার না আজকাল ওখানে যেতে খুব ভয় লাগে।'

গঙ্গা বলল, 'ফোট্, আমাদের কে কী করবে ?'

যমুনা বলল, 'নারে। কী রকম মনে হয়। শালা গলিতে দাঁড়ালে খদ্দের পাওয়া যায় না আর এখানে এলে জানের ভয় লাগে।'

গঙ্গা হাসল, 'দূর ! সেদিন দুটো হিজড়ে তোকে গালাগাল দিয়েছিল বলে তুই ভয় পেয়ে গেলি ? চল, আবার ঘুরে আসি। নইলে লাস্ট ট্রাম পাব না, হেঁটে যেতে হবে।'

যমুনা এগিয়ে আসতে আসতে বলল, 'নাঃ। তুই আজ একা যা। আমার ভাল লাগছে না।' বলে সে বেঞ্চিতে বসে পড়ল। সস্তা পাউডার-স্নোর গন্ধ টের পেল জয়দীপ। এইসব চরিত্র নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক গল্প পড়েছে সে। কিন্তু এই কদিন এদের চাক্ষুষ করছে। এদের সমস্যা এদের কাছে এত সিরিয়াস তা না দেখার আগে জানতে পারেনি।

পাশে বসে যমুনা তার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'কী ? রোজ রোজ কী দ্যাখো ওরকম করে ?'

জয়দীপ মুখ ফেরাল, 'আমি কিছুই দেখি না।'

'ঢং ! আমি কিছুই খাই না, সব খাই !'

লছমন একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাসছিল, 'এ শালা, তুই রং নাম্বার করছিস। এ বাবুকে দেখে বুঝতে পারছিস না যে লাইনের লোক না। একেবারে ভদ্দরলোক !'

গঙ্গা অদ্ভুত চিৎকার করল, 'পুরুষমানুষ আবার ভদ্রলোক হয় নাকি ? তা হলে কোনও মেয়েছেলের বাচ্চাকাচ্চা হত না। পেটে খিদে মুখে লাজ। পকেটে বোধহয় কিছু নেই নইলে রোজ হেঁটে হেঁটে এখান দিয়ে যায়। তবে দেখতে অনেকটা সলমন খাঁয়ের মতো।'

এবার প্রৌঢ় সোজা হয়ে বলল, 'অ্যাই, কেউ যদি একে বিরক্ত করিস তা হলে— !'

যমুনা দ্রুত মাথা নাড়ল, 'না বাবা না। তোমার বাবুকে বিরক্ত করতে আমার বয়ে গিয়েছে।' তারপর জয়দীপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, কাল

থেকে তোমার সঙ্গে ভাল ভাল কথা বলব। আমরা তো রাণ্ডি, কেউ ভদ্র মেয়েছেলে বলে না। পুলিশ টাকা খায়, গুণ্ডা টাকা খায়। টাকার গায়ে তো নোংরা নেই, আমরা নোংরা।'

হঠাৎ গঙ্গা চিৎকার করল, 'যমুনা! পালা!'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল যমুনা। ওর ছাইমাখা মাগুর মাছের মতো মুখেও ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। লছমন ধমকাল, 'খবরদার বলছি, অফিসের দিকে ঢুকবি না। এর আগেরবার পুলিশ আমাদের বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।'

মেয়েদুটো হঠাৎ দৌড়াতে শুরু করল। নির্জন চৌরঙ্গি রোড তিরের মতো পেরিয়ে ওরা যেই অন্ধকারে মিশে গেল ঠিক তখনই একটা পুলিশের ভ্যান সশব্দে ব্রেক কষে থামল। ঝটপট কয়েকজন সেপাই নেমে পড়ল রাস্তায়। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে একজন বলল, 'শালি! ভাগ গিয়া।'

এইসময় ড্রাইভারের পাশের আসন থেকে যিনি নেমে এলেন তাঁকে অফিসার বলে ভাবতে অসুবিধে হয়। এত রোগা কোনও পুলিশ হতে পারে? মুখ তুবড়ে গিয়েছে, কাঁধ হ্যাঙারের মতো। লোকটার পেটভর্তি আমাশার জীবাণু থিকথিক করছে বলে মনে হল। দেবানন্দের ভঙ্গিতে দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে অফিসার সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'তোমরা কারা বাবাসকল? বেশ্যাগুলোর দালাল?'

সঙ্গে সঙ্গে লছমন হাতজোড় করল, 'নেহি সাব। আমি ওই অফিসের দারোয়ান। রাত্রের খাওয়া খেয়ে একটু বাইরে এসেছি। আমার সঙ্গে ওদের কোনও সম্পর্ক নেই।'

'তুমি?' প্রৌঢ়ের দিকে তাকালেন অফিসার।

প্রৌঢ় কোনও জবাব দিল না। তার বদলে লছমন বলল, 'ও একই কাজ করে। পাশের অফিসের দারোয়ান।'

'তোমার হাতে কী? খইনি?' অফিসার এগিয়ে এসে হাত বাড়াল।

প্রৌঢ় কৌটোটা নিঃশব্দে তুলে দিল। ওই চেহারার লোককে খইনি খেতে দেখে অবাক হয়ে গেল জয়দীপ। তার মনে হল এসব ঝামেলায় না থেকে এবার হাঁটা শুরু করা উচিত। সে উঠে দাঁড়াল।

শব্দ করে পিক ফেলে অফিসার বললেন, 'এইসব অফিসগুলো মাঝরাতে খালিকুঠি হয়ে যায়। হাতেনাতে ধরতে পারলে পেছনে মগরার বালি ঢুকিয়ে দেব সোনারা। এটি কে?'

প্রশ্নটা যে তাকেই করা হয়েছে বুঝতে একটু অসুবিধে হওয়ার কথা কারণ অফিসার মুখ ফেরাননি। তবু জয়দীপ পরিষ্কার গলায় বলল, 'আমি জয়দীপ।'

অফিসার আকাশের দিকে তাকালেন, 'আকাশ থেকে পড়েছ নাকি মাটি ফুঁড়ে উঠেছ?' এবার প্রাণের কায়দায় ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, 'ফুটপাতে থাক

www.MurchOna.com

নাকি?'

'না। রাজা বসন্ত রায় রোডে থাকি।'

'এখানে কোন মোচ্ছবে এসেছ?'

'হাঁটতে হাঁটতে টায়ার্ড লাগছিল—।'

'তাই ফিরিতে মেয়েছেলে দেখছিলে? ভ্যানে ওঠো।'

'কেন?'

'কেন? তোমাকে জামাই করব। শ্বশুরবাড়ি চলো।'

'আশ্চর্য! আমি কোনও অন্যায় করিনি তবু আমাকে ভ্যানে তুলবেন?'

অফিসার একটা সেপাইকে ইঙ্গিত করে প্রৌঢ়কে বললেন, 'কৌটোটা আমি রেখে দিলাম।' একজন সেপাই এগিয়ে এসে জয়দীপের হাত ধরে টানতে লাগল। প্রৌঢ় এবার কথা বলল, 'সাহাব, আপনি ভুল করছেন। ইনি খুব ভাল মানুষ।'

'তুমি কী করে জানলে? আগে কখনও দেখেছ?'

'হ্যাঁ। ইনি রোজ এইসময় আমার কাছে এসে বসেন। গল্প করেন। তারপর চলে যান।'

'কোথা থেকে আসেন কোথায় যান তা জানো?' গালে খইনি নিয়ে কথা বলছিলেন। উত্তর না পেয়ে বললেন, 'এরকম অনেক কেস হয়েছে। দেখে মনে হয়েছে ভাজা মাছ উল্টে খেতে পারে না, ভুল করে ধরে নিয়ে গিয়ে জানা গেছে ব্যাডলি ওয়ান্টেড আসামি। ভ্যানে নিজে থেকে উঠবে না—!'

'আপনার খুব ভুল হচ্ছে। আমি সদ্য এম-এ পরীক্ষা দিয়েছি। এতদিন ইউনিভার্সিটি হোস্টেলে ছিলাম। পকেটে পয়সা থাকে না বলে এই পথটা রোজ রাত্রে হেঁটে যাই।' জয়দীপ প্রায় আবেদনের ভঙ্গিতে বলল।

অফিসার চোখ পিটপিট করলেন, 'ছাত্রের গন্ধ মিশিয়ে দিলে বাছাধন। এরপর বলবে পার্টি করি। ওসব গল্পে বিশ্বাস করার পাত্র আমি নই। ঠিক আছে, তুমি সামনে ওঠো, আমার পাশে বোসো। তোমাকে একটু নেড়েচেড়ে দেখি।'

অগত্যা ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল জয়দীপ। খানিকটা থুতু পচ করে রাস্তায় ফেলে অফিসার উঠে দরজা বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করা হয়?'

বেকার বলতে গিয়ে সামলে নিল জয়দীপ, 'একটা পত্রিকায় কাজ করি।'

অফিসার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বসলেন, 'পত্রিকা?'

জয়দীপ নীরবে মাথা নাড়ল।

'অ। ওই মেয়েমানুষগুলোর ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছিল বুঝি? আজকাল ভদ্দরলোকের মেয়েরা পত্রিকায় খারাপ মেয়েমানুষের গপ্পো পড়তে খুব ভালবাসে। তা ব্রাদার, এতক্ষণ বলনি কেন?'

'আমি তো বলছিলাম।'

'কোনদিকে যাওয়া হচ্ছে?'

'আজ্ঞে এলগিন রোডের মোড় পর্যন্ত যাব।'
'ওখানেই থাকা হয় ?'
'আজ্ঞে না, ওখান থেকে বাস ধরলে ভাড়া কম লাগে।'
'গেল রাতটা। বউনি যদি ভেস্তে যায় তা হলে—! উঃ।'
অফিসারের গলার স্বর পালটে যাওয়ায় জয়দীপ ভরসা পেল। লোকটাকে দেখে এখন মনে হচ্ছে খুব ভেঙে পড়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'বউনি মানে ?'
'আমি সারারাত পাবলিকের থোমা দেখব বলে পাক খাব ? আমি স্কুলমাস্টারি করতে পারতাম। তা না করে পুলিশে ঢুকেছি কারণ দুটো পয়সা রোজগার করব। আজকাল মাইনের টাকায় কোনও শালার চলে না। চলে ? আমার তিন মেয়ে। তাদের পড়াশুনার খরচ মাসে তিন হাজার। বাংলা বাজারে নাম লেখালেও কেউ আমাকে ওই টাকা দেবে না। তারপর তাদের বিয়ে আছে। সেই টাকা আসবে কোত্থেকে ? অবশ্য আমার ওয়াইফ খুব টাইট। মাইনের টাকা ব্যাঙ্কে আর এই টাকায় ওইসব।'
জয়দীপ হাঁ হয়ে শুনছিল। এবার না বলে পারল না, 'এসব কথা আপনি বলছেন ?'
'কেন ? অন্যায় করেছি। আমি দুনম্বরি নই। যা করি বুক বাজিয়ে করি। কোন শালা টাকা নেয় না ? আমরা তবু দু-চারশো কি পাঁচ-দশ হাজার। সেটা কালেভদ্রে। খবরের কাগজ পড় না ? প্রধানমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে ঘুষ খাওয়ার অপরাধে। কে ঘুষ খায় না ভারতবর্ষে ? মন্ত্রী আমলা থেকে সাধারণ পাবলিক, সবাই দুহাতে লুঠছে। আর এরা ঘুষ খেলে পুলিশকে খেতে হয় ভাই। পুলিশ তো পাবলিকের চাকর। যে দেশের হাইকোর্টের বিচারপতিকে ফেরা আইনে গ্রেফতার করা হয় সে দেশের একজন এস. আই. ঘুষ খাবে না তো কি তুলসীপাতা চিবোবে ?' লোকটিকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। এবং ওইরকম কথা বলতে বলতে চিৎকার করল, 'ওই ট্যাক্সিটাকে ধরো। চেপে দাও বাঁদিকে।'
জয়দীপ দেখল অদ্ভুত তৎপরতায় ড্রাইভার ট্যাক্সিটিকে ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে দিল। অফিসার দরজা খুলে নীচে নামলেন। তারপর চিৎকার করলেন, 'নেমে আসুন।'
একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কেন ? কী হয়েছে ?'
'কী হয়েছে ? ট্যাক্সির ভেতর বসে বৃন্দাবনলীলা হচ্ছে। ঘাড়ে মুখ ঘষা ? পেঁদিয়ে সম্পত্তি ভোগে পাঠিয়ে দেব। নামুন।' অফিসার বীরবিক্রমে চেঁচাল।
এবার ভদ্রলোক নেমে এলেন, 'দেখুন, আমরা স্বামী-স্ত্রী। ওর শরীর খারাপ বলে হেলান দিয়ে শুয়েছিল। আপনি অনর্থক এসব কথা বলছেন।'
'স্বামী-স্ত্রী ? স্বামী-স্ত্রী বলে সাতখুন মাপ ? আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া

www.MurchOna.com

সহজ নয়। তা ছাড়া প্রমাণ দিন আপনারা স্বামী-স্ত্রী। দিন !' হাত বাড়ালেন অফিসার।
'আমাদের বাড়িতে চলুন। প্রমাণ নিয়ে কেউ রাস্তায় ঘোরে ?'
'তাই নাকি ? উঠুন ভ্যানে। অ্যাই—।' শেষের হাঁকটা সেপাইদের উদ্দেশ্যে।
ভদ্রলোক এবার খুব ঘাবড়ে গেলেন, 'আমরা কিন্তু কিছুই করিনি।'
'সেটা কোর্টে গিয়ে বলবেন। পাবলিক প্লেসে অশালীন আচরণ করার জন্যে আমি আপনাদের গ্রেফতার করছি।'
এইসময় ভদ্রমহিলা কেঁদে উঠলেন। ভদ্রলোক ট্যাক্সির ভেতরে একবার মুখ ঢুকিয়ে কিছু বলে আবার সোজা হলেন, 'অফিসার, আমার স্ত্রী সত্যি অসুস্থ। প্লিজ হেল্প আস।'
'বলছেন যখন, আমি আপনাদের হেল্প করব আপনারাও কিছু করা দরকার।'
ভদ্রলোক পকেট থেকে পার্স বার করতেই অফিসার বললেন, 'হাজার।'
'এত টাকা সঙ্গে নেই। ছশো—!'
'ধ্যাৎ তেরি কা। আজকের রাতটাই শালা—! দিন দিন। আর ট্যাক্সিতে এক হাত ফাঁক রেখে বসবেন। যান।' টাকাগুলো থেকে দুটো একশো টাকার নোট দুই আঙুলে ধরে পেছনে চলে গেলেন অফিসার। তারপর ফিরে এসে জয়দীপের পাশে বসে, 'দিয়ে থুয়ে খেতে হয় বুঝলে। আমিই সব খাব কাউকে দেব না করলে দুখরাম হয়ে যেতে হবে। তা হলে তুমি পত্রিকায় কাজ কর। এসব গপ্পো লিখবে নাকি ?'
'আপনার কী মনে হয় ?'
'কিছুই না। তুমি লিখলেও যা হবে, না লিখলেও তাই। প্রমাণ করতে পারবে না। ওই লোকটা কখনওই কোর্টে দাঁড়িয়ে বলবে না আমাকে ঘুষ দিয়েছে। শালাকে আমি মেয়েছেলেটার ঘাড়ে চুমু খেতে দেখেছি। নিজের বউকে বিয়ের দশ বছর বাদে কেউ বিছানায় চুমু খায় না তো ট্যাক্সিতে খাবে। হুঁ। নামো।'
'এখানেই।'
'হ্যাঁ। আমি এখন ভিক্টোরিয়ার চারপাশে পাক মারব।' অফিসার গুটিয়ে গেলেন। তাঁর সামনে দিয়ে কোনওমতে শরীরটাকে রাস্তায় নামাতে পারল জয়দীপ। ভ্যানটা বেরিয়ে গেল।
ট্যাক্সিটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। জয়দীপ এগিয়ে গিয়ে দেখল ভদ্রমহিলা তখনও ফুঁপিয়ে যাচ্ছেন, ভদ্রলোক বোঝাতে চেষ্টা করছেন। সে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনারা যখন কোনও অন্যায় করেননি তখন খামোখা টাকা দিতে গেলেন কেন ?'
ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন, 'আপনি ?'
'আমি পুলিশ নই। পাবলিকের একজন।'

ভদ্রলোক এবার ড্রাইভারকে বললেন, 'দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? চলুন। পুলিশ গেছে এবার গুণ্ডারা আসবে। তুমি এবার কান্না থামাও তো। আর ভাল লাগছে না।'

ট্যাক্সিটা বেরিয়ে গেল।

গাঁজা পার্কের সামনে থেকে যে বাসটা জয়দীপ ধরল সেইটে রাতের শেষ বাস। বাসে উঠতেই কন্ডাক্টর হাসল, 'আজ বাস ফাঁকা।'

'হ্যাঁ তাই দেখছি। কী ব্যাপার ?'

'আগের বাসটা পাঁচ মিনিট আগে গেল। লেট ছিল।'

জয়দীপ পকেটে হাত দিতেই লোকটা বলল, 'রাখুন তো।'

জয়দীপ খুশি হয়ে সিটে বসে দেখল বড়জোর জনাদশেক মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। জগুবাবুর বাজারেও যখন প্যাসেঞ্জার হল না তখন কন্ডাক্টর জয়দীপের পাশে বসে একটা সিগারেট সামনে ধরল, 'নিন। আজ বৃহস্পতিবার তো। আজ আমি মাল খাই না বলে শরীরটা কীরকম ঢিলে লাগছে।'

জয়দীপ বলল, 'বাসের মধ্যে সিগারেট খাব ?'

'ধুস। এখন সব চলে।' লোকটা নিজেরটা ধরাল।

জয়দীপ বলল, 'না, থাক।'

লোকটা উদাস মুখে সিগারেট খেতে লাগল।

ট্রাঙ্গুলার পার্কের সামনে বাস থেকে নেমে পড়ল জয়দীপ। সামনেই রাজা বসন্ত রায় রোড। রাস্তা পেরিয়ে সেদিকে এগোতে আজ তার হঠাৎ খিদে খিদে বোধ হল। যতটা না হাঁটার জন্যে তার চেয়ে বেশি পুলিশ ভ্যানটাকে কেন্দ্র করে টেনশন হওয়াতে কী তড়কা-রুটি হজম হয়ে গেল ? কিন্তু এখন খিদে লাগলেও এ পাড়ায় খাবারের দোকান খোলা পাওয়া যাবে না। সেটা একদিকে শাপে বর কারণ আজকের বরাদ্দ টাকায় আর বিলাসিতা করার উপায় নেই।

এখন রাত প্রায় বারোটা। পাড়াটা বড়লোকের বলে রাস্তায় লোক নেই কিন্তু কুকুর আছে। বাড়ির পোষা কুকুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাস্তার নেড়িগুলো সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে তাকে দেখে। রোজ রোজ দেখেও এরা যে কেন তাকে চিনতে পারে না কে জানে ! তবে তেড়ে আসা কুকুরগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেই ওরা পিছু হটে চিৎকার করে। জয়দীপ জানে সে ভয় পেয়ে গেছে না বুঝলে ওরা তাকে আক্রমণ করবে না।

কুকুরগুলোকে পেরিয়ে সে গেটওয়ালা বাড়িটির সামনে এসে দাঁড়াল। পুরো দোতলা বাড়ি এখন নিঝুম, কোথাও আলো জ্বলছে না। ঠিক দশটায় গেট বন্ধ হয়। সুনীলদা বলেছিলেন, 'নটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে ঢুকে যাবে। তোমাকে যে চাবিটা দিয়েছি সেটা সাবধানে রাখবে। একতলার দরজা খুলে এমনভাবে বন্ধ করবে যাতে শব্দ না হয়। আলো জ্বালাবে না। টেবিলের ওপর বিছানা পেতে শোবে। আমার অফিসের টয়লেট বাথরুম ব্যবহার

www.MurchOna.com

করবে। আর হ্যাঁ, সকাল নটা বাজলেই বেরিয়ে পড়বে। সাড়ে নটায় বেয়ারা আসে, আমি চাই না সে তোমাকে দেখুক।'

'আলো জ্বালাব না ?'

'না। বাড়িওয়ালা ভাড়া দিয়েছে অফিস করার জন্যে। রাত্রে থাকার জন্যে নয়। কলকাতায় তোমার থাকার জায়গা নেই বলে আমি ওখানে থাকতে বলে এই ঝুঁকিটা নিচ্ছি। আশা করি তুমি যে ওখানে থাক তা বাড়িওয়ালা জানতে পারবে না।' সুনীলদা বলেছিলেন।

কিন্তু সাড়ে নটার মধ্যে দক্ষিণে ফিরে আসা সম্ভব হয়েছিল প্রথম রাতে। শেষপর্যন্ত জয়দীপ নিজস্ব পথ বেছে নিয়েছে যা সুনীলদা জানেন না। চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে সে দ্রুত লোহার গেটের ওপরে উঠে যায়। ঠিক তখনই বাড়িওয়ালার কুকুর তারস্বরে চিৎকার শুরু করে। বাড়িওয়ালার গলা পাওয়া যায় দোতলায়, 'আঃ। এইসময় ব্যাটা চেঁচায় কেন ? এই কী হয়েছে ?' ততক্ষণে জয়দীপ ভেতরে নেমে দ্রুত কার্নিশের তলায় চলে আসে। ব্যালকনিতে আলো জ্বলে ওঠে। বাড়িওয়ালার গলা শোনা যায়।

জয়দীপ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সম্ভবত নীচের বাগানটা দেখে নিয়ে আবার ধমক দিলেন, 'শাট আপ। মিছিমিছি চিৎকার করছিস। চল, ভেতরে চল।' কুকুরটা তবু শান্ত হচ্ছিল না কিন্তু ওপরের দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ হল। জয়দীপ ধীরে ধীরে বারান্দায় উঠে দরজা খুলল প্রায় নিঃশব্দে। বন্ধ করার সময় ল্যাচ কী যে আওয়াজ করে তা যেন বুকের ভেতর বোমের মতো বাজে। অন্ধকার অফিসঘরে মিনিট দুয়েক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর চোখ একটু একটু করে অন্ধকারের সঙ্গে সমঝোতা করে নেয়। এই ঘরে দু পাশে ছটা টেবিল এবং তাদের পেছনে চেয়ার, মাঝখান দিয়ে প্যাসেজ। একটু অন্যমনস্ক হলেই হোঁচট খেতে হবে। প্রথম প্রথম অন্ধকারে হাঁটতে খুব অসুবিধে হত। এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে জয়দীপ।

ডানদিকের দরজা সুনীলদার চেম্বারের। সুন্দর সাজানো। ওপাশের ঘরটা কম্পিউটারের। জয়দীপ সুনীলদার ঘরে এল। টেবিলে আঙুল ছুঁইয়ে চেয়ারটায় এসে বসল। দারুণ আরামদায়ক রিভলভিং চেয়ার। বসে মনে হল এত আরাম জীবনে পায়নি। এটা রোজই মনে হয়।

বাঁদিকের আলমারির নীচের তাকে তার বেডিং ভাঁজ করা আছে। পাশে স্যুটকেস। জয়দীপ স্যুটকেস থেকে পাজামা তোয়ালে বেডিং বের করে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর জামাপ্যান্ট ছাড়তে লাগল। এই নির্জন অন্ধকার ফ্ল্যাটে সম্পূর্ণ নগ্ন হলেও কেউ দেখার নেই তবু সে তোয়ালেটা জড়িয়ে নিয়ে অন্তর্বাসগুলো তুলে চেম্বার থেকে বেরিয়ে বাথরুমে চলে এল। সুনীলদার অফিসের এই বাথরুমে শাওয়ার আছে। কিন্তু তার আগে অন্তর্বাসগুলো কাচা দরকার। কী করে শব্দ না তুলে কাচা যায় সেই কায়দা তার রপ্ত হয়ে গেছে। রোজই ভুলে যায়, আজও ভুলে গেছে কাপড় কাচার

সাবান আনতে। তাই সুনীলদার দামি সাবানে কাচাকাচি শেষ করতে হল। তারপর স্নান সেরে পাজামা পরে ভেজা অন্তর্বাসগুলো অফিসের চেয়ারগুলোতে মেলে ফ্যান খুলে দিল। তারপর কিচেনে ঢুকে মিল্কমেডের টিন তুলে কয়েক চুমুকে সলিড দুধ পেটে চালান করে দিল। এই কিচেনে চা খাবার হয় অফিসের সময়। কিন্তু রাত্রে কখনও খাবার পায়নি সে। মিল্কমেইড তো আগের থেকে তাড়াতাড়ি খালি হয়ে যাচ্ছে। সুনীলদা অবশ্য এখনও জানতে পারেননি। পারলে বলতেন।

সুনীলদা লোকটা ভাল না মন্দ তা এখনও ঠাওর করতে পারেনি জয়দীপ। বছরখানেক আগে ওর সহপাঠী তৃপ্তিকুমার সুনীলদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। লেখালেখির শখ আছে, পত্রিকা সম্পর্কে আগ্রহও, সুনীলদা তখনই সুযোগ দিয়েছিলেন। এ. টি. দেবের অভিধানের পেছন থেকে প্রুফ দেখা শিখে প্রথম শখের প্রুফ দেখত সে। পত্রিকাটি মাসিক। কলকাতার চেয়ে মফস্বলে গ্রাহক বেশি। তবে কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা ভারি ভারি প্রবন্ধ লেখেন কিন্তু পাঁচশোর বেশি ছাপা হয় না। কিন্তু সুনীলদা বিজ্ঞাপন পান ভালই।

তাই যখন এম-এ পরীক্ষা শেষ হল এবং জামশেদপুর থেকে মামা লিখলেন সেখানে ফিরে যেতে তখন সুনীলদার দ্বারস্থ হয়েছিল জয়দীপ। সে কলকাতা ছাড়তে চায় না। মামা জামশেদপুরের এক স্কুলে চাকরির ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু সেটা মেনে নিলে জীবনে আর কিছু করা হবে না। মামাকে সেটা লিখতে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন বিধবা দিদির দিকে তাকিয়ে এতদিন সব খরচ চালিয়ে এসেছেন, পরের মাস থেকে তাঁর পক্ষে টাকা পাঠানো সম্ভব নয়। জয়দীপ তার উত্তরে লিখেছিল, 'আমি জানতাম বাবার রেখে যাওয়া টাকাই আপনি পাঠান। আপনি নিশ্চয়ই মিথ্যে বলছেন না। সেক্ষেত্রে আর টাকা পাঠাতে হবে না।' তার মনে হয়েছিল কলকাতা শহরে কেউ না খেয়ে মারা যায় না। যে করেই হোক সে নিজের খরচ চালিয়ে নিতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে আট তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হয়। ফল বের হওয়া পর্যন্ত সুপার চলে যেতে বলেন না। সুনীলদা সব শুনে বলেছিলেন, 'আমার কাগজ তো দেখছ। তোমার সমস্যা কীভাবে মিটবে জানি না। আমি ভাই মাসে পাঁচশো টাকার বেশি দিতে পারব না। তবে তোমাকে আসতে হবে ঠিক দশটায়। প্রেস খুলতেই বসে যাবে প্রুফ নিয়ে। সন্ধে ছটা পর্যন্ত থাকতে হবে। এর মধ্যে চা পাবে চারবার আর দুপুরবেলায় পাউরুটি এবং আলুর দম।

জয়দীপ সুনীলদার চেম্বারে ঢুকল। মিল্কমেড এবং জল খেয়ে পেট ভরে গেছে। সে আরাম করে সুনীলদার চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল। আঃ, এই তো জীবন কালীদা। সংলাপটা সে মাঝেমাঝেই আওড়ায়। কোথাও শুনে মনে গেঁথেছিল। এই কালীদা লোকটা কে? টেলিফোনটা টেনে নিয়ে সে ডায়াল করল। এখন অহনা নিশ্চয়ই ঘুমাচ্ছে। ওর বাবাটা তিন নম্বরের খচ্চর। ইনকামট্যাক্সের বড় অফিসার। রিং হচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ বাজার পর একটা

www.MurchOna.com

বিরক্ত গলা বলল, 'হ্যালো। বাগচি স্পিকিং।'

'আপনার বাবার নাম কী? বাগচি?'

'মানে? কে? কে বলছ?'

'আপনি ঘুষ খান? আর খাবেন না। সি বি আই-কে বলে দেব।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল জয়দীপ। অহনার বাবার মুখটা এখন কিরকম? সঙ্গে সঙ্গে রাত্রে দেখা পুলিশ অফিসারটিকে মনে পড়ল। অহনার বাবার সঙ্গে লোকটার মুখ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। জয়দীপ উঠল। ঘুম পাচ্ছে। টেবিলে বিছানা ছড়িয়ে শরীর মেলে দিতেই মায়ের কথা মনে পড়ল। মা বলত, 'তোর বাবা এযুগে একদম অচল ছিল। অন্যায়ের সঙ্গে একদম আপোস করতে পারত না।'

মায়ের ঘরে বাবার ছবি টাঙানো আছে। মানুষটাকে কখনও দ্যাখেনি সে। ভদ্রলোক তাঁর সব আদর্শ নিয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন যখন তার শরীর মায়ের পেটে নড়াচড়া করেনি।

চোখ মেলতেই মনে হল সুদর্শনচক্র বিদ্যুৎগতিতে তার দিকে ছুটে আসছে। ঘুম ভাঙার পর এরকম একটা অনুভূতি মাথার ওপর তীব্র বেগে ঘুরতে থাকা পাখার দিকে তাকালে রোজই হয়, আজও হল। প্রথমদিনের আঁতকে ওঠার চমক নেই কিন্তু আজও বুকের ভেতর দুরু দুরু অস্বস্তিটা ছড়াতেই উঠে বসল জয়দীপ। দেওয়ালঘড়িতে এখন সাড়ে সাতটা। বাইরে প্রচুর রোদ্দুর। আর দেড় ঘণ্টার মধ্যেই সুনীলদার পিওন এসে যাবে অফিস পরিষ্কার করতে এবং তাকে তার আগেই এখান থেকে পালাতে হবে। বাড়িওয়ালা যেমন জানছে না তার অস্তিত্ব তেমনই অফিসের লোকজনকেও জানানো চলবে না।

দ্রুত দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে চায়ের জল হিটারে চাপিয়ে দিল জয়দীপ। বন্ধ অফিসবাড়িতে এখন কীরকম দমবন্ধভাব, ভ্যাপসা গন্ধ। কিন্তু জানলা খোলার হুকুম নেই। অথচ সুনীলদা কী বাড়িওয়ালাকে বলতে পারতেন না আমার এক সহকারী কিছুদিন থাকবে। সে আপনাকে বিরক্ত করবে না। নিজের অফিসের লোকজনকেও জানিয়ে দিতে পারত। কিন্তু এ সব কিছু না করে তাকে চোরের মতো থাকতে বাধ্য করেছেন। এবং এ ভাবে না থেকে তার কোনও উপায় নেই। কলকাতা শহরে মাথা গোঁজার কোনও আস্তানা ভালবেসে দেবে আর এমন কোনও মানুষের খবর সে জানে না।

রাত্রে ঢোকার সময় যেমন, সকালে বের হওয়ার সময়ও সতর্ক থাকতে হয় যেন কেউ না দেখে ফেলে। নিঃশব্দে দরজাবন্ধ করে কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বাগান পেরিয়ে রাস্তায় নামার লোহার গেটটায় এখন তালা নেই। সেটা নিঃশব্দে খুলে বেরিয়ে পড়তে হবে। বাড়িওয়ালা যদি উপরের বারান্দায় বসে থাকেন তা হলে দফারফা। জয়দীপ দরজা বন্ধ করে চারপাশে তাকাতেই পাশের বাড়ির দোতলায় একজনকে দেখতে পেল। শরীর দেখা যাচ্ছে না। ফরসা মুখটা মহিলা না পুরুষের তাও বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু

যে-ই থাকুক তার চোখ সব লক্ষ করছে। অন্য দিন এই সময় পরিস্থিতি যাচাই করতে সে একটা কিছু কুড়িয়ে বাগানের গাছে ফেলে। যদি কেউ ওপরে থাকে তা হলে ওই শব্দে তার অস্তিত্ব জানা যায়। কিন্তু আজ দুটো চোখ তাকে যখন গিলছে তখন এই কর্মটি করার সাহস সে পেল না। দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে আড়াল থেকে নেমে সোজা গেটের দিকে এগিয়ে গেল। গেটটা খুলে বাইরে পা বাড়াতেই ওপর থেকে কুকুরের ডাক ভেসে এল এবং সেই সঙ্গে একটা বাজখাঁই গলা, 'কে ? কী চাই ?'

জয়দীপ মুখ তুলে বৃদ্ধকে দেখল। ডোরাকাটা রাতের পোশাকে শীর্ণ চেহারার মানুষটি যথেষ্ট সন্দেহ চোখ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। জয়দীপ বলল, 'এ বাড়ির নীচতলায় অফিস আছে না ?'

'আছে কিন্তু সেটা সাড়ে নটার আগে চালু হয় না। এখন এসেছেন কেন ?'

'আমি জানতাম না।'

এই সময় একটি কিশোরী এসে দাঁড়াল ব্যালকনিতে, 'কী হয়েছে দাদু ?'

'যত উটকো লোক ! নীচের তলাটা ভাড়া দিয়ে খুব অন্যায় করেছি।'

কিশোরি তাকে অপাঙ্গে দেখল। দেখে হাসল।

জয়দীপ আর দাঁড়াল না। কেসটা খারাপ হয়ে গেল। বাড়িওয়ালা তাকে বুঝতে পারেনি এটা ঠিক, কিন্তু পাশের বাড়ির দোতলার চোখ দুটো সব কিছুর সাক্ষী হয়ে গেল। ট্রাম রাস্তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে জয়দীপের মনে হচ্ছিল এ বাড়ি থেকে খুব শিগগির তাকে উৎখাত হতে হবে। তখন কোথায় যাবে সে ?

প্রেসের মালিক রবিবাবু মেদিনীপুরের মানুষ। সব সময় ধূর্ত ধূর্ত ভাব করলেও লোকটার বাস্তববুদ্ধি যে বেশি নেই তা দুদিন কাজ করেই বুঝে গিয়েছিল। তবে রবিবাবু সুনীলদাকে খুব মান্য করে। সেই সুবাদে জয়দীপের কপালেও খাতির জোটে। আজ সকালে চায়ের সঙ্গে মেরি বিস্কুট পেয়ে জয়দীপ মুখ তুলতেই রবিবাবু হাসলেন, 'আরে, খান না। আপনি একটা বিস্কুট খেলে আমি মরে যাব নাকি ! এই নিন কাগজ।'

কাজ শুরু হওয়ার আগে চা এবং খবরের কাগজ পড়া একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা যেখানে বসে তার এক পাশে লাইন দিয়ে পর পর কম্পোজিটাররা বসে টাইপ সাজায়। আজকের মুদ্রণশিল্প যে জায়গায় পৌঁছে গেছে তাতে রবিবাবুর এই প্রেস বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু অল্প পয়সার খদ্দেরদের নিয়ে ভদ্রলোক এখনও লড়ে যাচ্ছেন।

জ্যোতি বসুরা লন্ডন থেকে ফিরে এসেছেন। শরিকরা বলছেন সি পি এম তাঁদের পাত্তা না দিয়ে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যখন তখন বামফ্রন্টে থেকে কি লাভ। সি পি এম বলছে যদি কারও মনে হয় বামফ্রন্টে থেকে লাভ নেই তা হলে সে স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে যেতে পারে। গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে গলায় চাদর টেনে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েও না সফল হয়ে মমতা বিন্দুমাত্র

www.MurchOna.com

বিচলিত নয়। ভারতীয় টিমে সৌরভ গাঙ্গুলির জায়গা পাকা বলে সাংবাদিকরা মনে করছেন।

জয়দীপ চোখ বন্ধ করল। লোকে খবরের কাগজ পড়ে কেন ? খুব বড় কোনও ঘটনা ছাড়া এই সব খবরের কোনও মানে নেই। নামধাম বদলে দু বছরের আগের খবর এখন ছেপে দিলে পাঠক তাই মেনে নেবেন। কারণ এই একই সংবাদ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রতিদিন ছাপা হয়। এই যে ছয়ের পাতার খবর, গণধর্ষণে যুবতীর মৃত্যু অথবা ডাকাত সন্দেহে গণধোলাই, গত এক মাসে অন্তত পনেরোবার ছাপা হয়েছে। সুভাষ চক্রবর্তী বলেছেন কলকাতাকে সুন্দর করতে হকার ঠেলা এবং রিকশা তুলে দেওয়া হবে। অন্তত বেআইনি যারা তাদের রাখা হবে না। এ সব খবর পড়তে সাধারণ মানুষ খুব খুশি হত এক সময়। এখন হয় না। কারণ অভিজ্ঞতা অন্যরকম।

'দাদা ! একটা কথা আছে।'

রবিবাবু তাঁর টেবিলে বসেই কথাটা ছুড়ে দিলেন। এখন রবিবাবুর উলটোদিকে বেশ মোটাসোটা কালো চেহারার একজন বসে আছেন। সাধারণত পত্রিকার প্রুফ তার টেবিলেই দিয়ে যান কম্পোজিটাররা। রবিবাবু তাকে কখনই ডাকেন না। একটু অবাক হয়ে এগিয়ে গেল সে। রবিবাবু বললেন, 'বসুন বসুন। নিন চারমিনার খান।'

হলদে প্যাকেটটা এগিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও মাথা নেড়ে না বলল জয়দীপ। রবিবাবু বললেন, 'আরে বসুন না। হ্যাঁ। ইনি আমাদের জয়দীপবাবু। খুব ভাল প্রুফ দেখেন।'

'অ। তাই। তা হলে দেখে দেবেন।' ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করলেন।

রবিবাবু বললেন, 'মানে, উনি একটা কবিতার বই ছাপাচ্ছেন। আমিই ছাপছি। পাঁচ ফর্মার বই হবে। আপনি যদি প্রুফ দেখে দেন তা হলে বাইরের লোককে বলতে হয় না।'

'কিন্তু আমি তো শুধু পত্রিকার প্রুফ দেখি।' জয়দীপ রবিবাবুর উপর বিরক্ত হচ্ছিল।

'তা তো ঠিকই। কিন্তু আপনাকে তো সব সময় প্রুফ দিতে পারব না। বেশিরভাগ সময় চুপচাপ বসে থাকেন। সেই সময় টুক করে দেখে দিলেন। সামন্তবাবু আপনাকে পঞ্চাশটা টাকা দেবেন পারিশ্রমিক হিসেবে। প্রত্যেকটা ফর্মা তিনবার করে দেখতে হবে তো।' রবিবাবু বললেন।

সামন্তবাবু বললেন, 'আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না। আমার পাণ্ডুলিপিতে একটা বানানও ভুল নেই। আপনারা কম্পোজ করতে ভুল করবেন এটা আপনাদের দোষ। তার জন্যে আমি টাকা দিতে যাব কেন ? আপনাদের উচিত নিজে থেকেই সংশোধন করে দেওয়া।'

রবিবাবু হকচকিয়ে গেলেন, 'না স্যার। ওটাই নিয়ম। আমরা দেখে দিলে যদি ভুল থেকে যায় তা হলে কি আপনার ভাল লাগবে ? টাকা দিলেন কাজ

বুঝে নেবেন। হেঁ হেঁ।'

সামন্তবাবু নড়েচড়ে বসলেন, 'হুঁ। কবিতা লেখা যত সহজ এই সব কাজকর্ম বোঝা তার চেয়ে ঢের শক্ত কাজ। ঠিক আছে পঞ্চাশটা টাকা আমি দেব। কিন্তু ভুল থাকে না যেন।'

রবিবাবু বললেন, 'একটাও ভুল থাকবে না। তা ছাড়া জয়দীপবাবুকে সঙ্গে রাখলে আপনার লাভ।'

'কীরকম ?'

'উনি তো সবে ছাত্রজীবন শেষ করেছেন। কফি হাউসে যান। সেখানে যত লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক লেখকরাও আড্ডা মারতে যায়। জয়দীপবাবু ইচ্ছে হলে আপনার কবিতা ওদের কাগজে ছাপিয়েও দিতে পারেন।'

'তাই বুঝি, তাই বুঝি। কদ্দূর পড়া হল ?'

'এম-এ।'

'বাঃ। আলাপ হয়ে ভাল লাগল। তা একবার এসো না আমার বাড়িতে। এম বি সরকারের দোকান চেনো ? হ্যাঁ, তার উলটোদিকের গলি দিয়ে ঢুকে যাকে আমার নাম বলবে সে-ই দেখিয়ে দেবে। এসো, হ্যাঁ ?'

একটা শব্দও খরচ না করে জয়দীপ ফিরে গেল নিজের টেবিলে।

পাঁচ ফর্মার কবিতার বই-এর প্রুফ দেখতে বেশি সময় লাগবে না এবং তার বিনিময়ে পঞ্চাশ টাকা পেতে মন্দ লাগবে না। এখানে অনেকটা সময় তাকে চুপচাপ বসে থাকতে হয়। পঞ্চাশ টাকা তার অনেক উপকারে লাগবে। কিন্তু সামন্তবাবু লোকটার কথাবার্তা ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যায় টাকা রোজগার করার ব্যাপারে মাস্টার, এ ধরনের লোক কবিতা লিখতে পারে নাকি! লোকটাকে পছন্দ করার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। এমনভাবে কথা বলল যেন ওঁর সেরেস্তায় সে কাজ করে। অবশ্য সে প্রুফ দেখে টাকা নেবে, এর বাইরে কোনও সম্পর্ক নেই। জয়দীপ নিজের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিল। এবং তখনই তার সুনীলদার কথা মনে এল। সে এই প্রেসে বসে আছে সুনীলদার সৌজন্যে। ওঁর পত্রিকায় কাজ করার জন্যে সে যা হোক কিছু টাকা নিচ্ছে। অর্থাৎ তার এই সময়টা সুনীলদার অধিকারে। ওঁকে না জানিয়ে বাড়তি রোজগার করাটা কি ঠিক কাজ হবে ?

সামন্তবাবু বিদায় নেওয়ার সময় একগাল হাসি আর হাত নাড়া উপহার দিয়ে গেলেন। রবিবাবু হাসতে হাসতে জয়দীপের টেবিলে চলে এলেন, 'প্রচুর মালদার লোক। ছেলেমেয়ে নেই, টাকায় ছাতা পড়ছে। এদিকে কবিতা লেখার শখ হয়েছে। বুঝলেন ? হেঁ হেঁ। এ এমন গোপন শখ যে দুইয়ে নিতে পারলে আর দেখতে হবে না। মাসে দু তিনটে করে কবিতার বই বের হবে।'

জয়দীপ মাথা নাড়ল, 'আমি কিন্তু এখনও হ্যাঁ বলিনি।'

'মানে ?' রবিবাবুর চোয়াল ঝুলে গেল।

www.MurchOna.com

'সুনীলদার সঙ্গে কথা না বলে এই কাজ নেওয়া অন্যায় হবে।'

'যা বাব্বা! এর মধ্যে ন্যায় অন্যায় আসছে কোত্থেকে ? আপনি কি পত্রিকার কাজে ফাঁকি দিচ্ছেন ? দিচ্ছেন না। বসে আছেন, সেই সময়ে যদি টু পাইস আসে ক্ষতি কি ? সুনীলদা তো আপনাকে কিছুই দিতে পারেন না। আরে মশাই, আমার কাছে যে সব কাজ আসে তার অর্ধেক লোক বলে প্রুফটা আপনি দেখিয়ে নিন। বলরামবাবুকে দেখেছেন। ছাতি বগলে বুড়োমানুষ! ওই আমার প্রুফ দেখত। একটাকা পেলে চার আনা আমাকে দিয়ে যেত। পরশু লোকটার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তাই বলছি আপনি কাজ করুন, মাস গেলে শ' আড়াই-এর গ্যারান্টি দিচ্ছি। ঠিক আছে, আমি সুনীলদাকে বলে দেব।'

জয়দীপ মাথা নাড়ল, 'আপনাকে কিছুই বলতে হবে না।'

রবিবাবু গলা নামালেন, 'মনে হল আপনাকে ভারি পছন্দ হয়েছে সামন্তবাবুর। বারবার বলে গেলেন ওঁর বাড়িতে যেতে। আরে মশাই, ওপরে ওঠার সিঁড়ি হঠাৎ হঠাৎ সামনে এসে যায়। তখনই যদি পা না রাখেন তা হলে সারাজীবন পস্তাতে হবে। এম এ পাশ করে নিশ্চয়ই এখানে পচে মরতে আসেননি।'

জয়দীপ জবাব দিল না। রবিবাবু তাঁর কাজে সরে গেলে সে মুখ তুলে কম্পোজিটারদের দেখল। শীর্ণ মানুষগুলো পুতুলের মতো টাইপ সেট করে চলেছে। একদম কোণে তিনটে মেয়ে কাজ করে। পুরুষদের তুলনায় কিছু কম টাকা পায় ওরা। রবিবাবুর খেয়াল এটা। অথচ ওদের ভুল হয় কম এবং স্পিডও বেশি। সামনে বসা প্রবীণ মানুষটির নাম জনার্দন। মাঝে মাঝে জয়দীপের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। তিন সন্তানের পিতা জনার্দন থাকেন মানিকতলার এক বস্তিতে। ওঁর প্রিয় বই 'পৌরাণিক অভিধান'। পৌরাণিক যে কোনও চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিতে তিরিশ সেকেন্ড সময় নেন না। মজার কথা হল, সেই সব চরিত্রের আচরণের ব্যাখ্যা উনি নিজের মতো বলতে পারেন যা বেশ যুক্তিপূর্ণ মনে হয়। জনার্দন চোখ টিপলেন। তাঁর হাত টাইপ সেটিং-এর কাজে ব্যস্ত, চোখ পাণ্ডুলিপির ওপরে মাঝে মাঝে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে জয়দীপের দিকে তাকাচ্ছেন, 'টানা বই দু ফর্মা মানে কবিতার পাঁচ ফর্মা। দু ফর্মার খাটনিতে পাঁচ ফর্মার টাকা।'

জয়দীপ মাথা নাড়ল, 'দেখি। সুনীলদা আসুন।'

'বাঃ। খুব ভাল লাগল। চারপাশের কোনও মানুষের মধ্যে আজকাল এই ব্যাপারটা দেখি না। তবে এও বলে দিলাম, আপনি জীবনে খুব কষ্ট পাবেন।' জনার্দন গম্ভীর মুখে বলল।

জনার্দনের পাশে বসা রোগা লোকটি দাঁত বের করল। 'আজকাল এসব নিয়ে কেউ ভাবে না।'

সুনীলদা এলেন দুপুরের পরেই। বিশেষ সংখ্যার জন্যে ভাল বিজ্ঞাপন পাচ্ছেন। তার কিছু যাওয়ার পথে দিয়ে গেলেন রবিবাবুকে। ওঁর সঙ্গে কথা

শেষ করে চলে এলেন জয়দীপের টেবিলে, 'কীরে, লেখাটা কত দূর হল ?'

বিশেষ সংখ্যার জন্যে একটি নিবন্ধ লিখতে বলেছিলেন সুনীলদা। ছোট গল্প লেখার ইচ্ছে আছে জয়দীপের। কয়েকটা লিটল ম্যাগাজিন ছেপেছে সেগুলো। কিন্তু নিবন্ধ লিখতে গিয়ে মনে হয়েছে একদম হচ্ছে না। খুব হালকা শোনাচ্ছে কথাগুলো।

জয়দীপ বলল, 'কিছুই লেখা হচ্ছে না।'

'কেন ?'

'মনে হচ্ছে আমার অত পাণ্ডিত্য নেই।'

সুনীলদা হো হো করে হাসলেন। তারপর বললেন, 'আমি তোমার কাছে পাণ্ডিত্য চাইনি। তোমার বয়সের ছেলে কী চোখে জীবন দেখছে তাই লিখতে বলেছিলাম। সারাদিন এখানে বসে প্রচুর সময় তো পাও। এ সপ্তাহে শেষ করো। অফিসে কোনও সমস্যা হচ্ছে ?'

'না সমস্যা ঠিক বলা যাবে না। অস্বস্তি হচ্ছে। বাড়িওয়ালা যদি জানতে পেরে যায়— ।'

'তা হলে পরদিন তোমাকে চলে যেতে হবে। ও হ্যাঁ, রবি বলছিল ও তোমাকে বাড়তি প্রুফ দেখার কাজ দিতে চেয়েছিল তুমি রাজি হওনি ?'

'আপনার সঙ্গে কথা না বলে কী করে রাজি হই ?'

সুনীলদা তাকালেন, 'ভালই করেছ। প্রুফ দেখার জন্যে তুমি তো জন্মাওনি।'

জয়দীপ তাকাল। সুনীলদা বললেন, 'আমি তোমার কথা একজনকে বলেছি। তিনি সময় দিলেই তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবে। আর হ্যাঁ, লেখাটা শুরু করো। ভারী শব্দ বা আঁতলেমির দরকার নেই। সহজ কথায় তোমার ভাবনাটা লিখে ফেলো।'

এইসময় রবিবাবু পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'দাদা, আমি কথা দিয়ে ফেলেছি সামন্তবাবুকে, আপনি জয়দীপবাবুকে এবারটার জন্যে অনুমতি দিয়ে দিন, প্লিজ।'

'পুরো নাম কী ?'

'লক্ষ্মীনারায়ণ সামন্ত।'

'টাকাপয়সা আছে ?'

'ছাতা পড়ছে এত টাকা।'

'ওই নামের লোক কখনও ভাল কবি হতে পারে না। ওই কবিতা পড়লে জয়দীপের ভেতর থেকে সব বোধবুদ্ধি লোপ পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, এবারটা দেখে দাও জয়দীপ।'

সুনীলদা বেরিয়ে যাওয়ামাত্র দুটো কাগজ সামনে নিয়ে এলেন রবিবাবু, 'মেকআপের সময় আলাদা আলাদা পাতায় থাকবে কবিতাগুলো, এখন টানা কম্পোজ করিয়েছি।'

www.MurchOna.com

'এর জন্যে কম্পোজিটারকে বেশি পেমেন্ট দিতে হবে না, তাই তো !'

'আপনি এ সবের মধ্যে ঢুকবেন না জয়দীপবাবু। তমলুক থেকে যখন এসেছিলাম তখন ফুটপাথে শুতাম। মুড়ি বিক্রি করেছি কতদিন। তারপর একটু একটু করে এই ব্যবসা। এখনও নিজের মেশিন কিনতে পারিনি। সেটা আর কেনা হবে না।'

'কেন ?'

'আজকাল আর এ সব ছাপা চলে না। কম্পিউটার এসে সব গ্রাস করে নিয়েছে। ও রকম বড় প্রেস করার তো ক্ষমতা নেই আমার। টুকটাক যদ্দিন চলে চালিয়ে যাব। বিক্রি করতে চাইলে কেনার লোক নেই। নিন দেখে দিন।'

প্রুফের সঙ্গে মূল পাণ্ডুলিপিও রয়েছে। পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষর মুক্তোর মতো। জয়দীপের মনে হল সামন্তবাবু কোনও মহিলাকে দিয়ে তাঁর কবিতা কপি করিয়ে নিয়েছেন। প্রথম কবিতার ওপর নজর দিল জয়দীপ। 'রাতদুপুরে খটখট/ খাটটা করে ছটফট, ছারপোকারা পড়ল চাপা/ দেখতে গিয়ে নটঘট।'

চার লাইনের কবিতা। এটাকে কী কবিতা বলা যায় ? কিন্তু 'ছারপোকারা পড়ল চাপা দেখতে গিয়ে নটঘট' মন্দ লাগছে না। ভদ্রলোক রসিক বলেই মনে হয়। কিন্তু তার পরের কবিতাগুলো পড়তে গিয়ে হোঁচট খেল জয়দীপ। পায়রা, মেঘ, নদী নিয়ে যে উল্লাস তা ক্লাস ফাইভের ছেলের কলমেও ভাল বের হবে। সামন্তবাবুর মতো বিশাল চেহারার মানুষ লিখেছেন, 'কাশবন কাশবন নেই ধারেকাছে আশ্বিনমাসে তারা মাঠেঘাটে নাচে।'

যেহেতু পাণ্ডুলিপি সুন্দর হস্তাক্ষরে এবং নির্ভুল বানানে লেখা তাই কম্পোজে খুব কম ভুল হয়েছিল। প্রুফ দেখা শেষ হলে রবিবাবুকে ফিরিয়ে দিয়ে সে বলল, 'রইল।'

'কেমন লাগল সামন্তবাবুর কবিতাগুলো ?'

'নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত।'

'শুনলে উনি খুব খুশি হবেন। টাকাটা যদি এখনই চান তা হলে আমার পকেট থেকে দিতে হয়। যেমন আপনার ইচ্ছে।'

মেজাজ গরম ছিল কবিতা নামক লাইনগুলো পড়তে বাধ্য হওয়ায়, জয়দীপ হাত বাড়াল, 'দিন।'

অ্যাডভান্স হিসেবে কুড়িটা টাকা একটু বেশি হল কিন্তু আমহার্স্ট স্ট্রিট ধরে হাঁটার সময় জয়দীপের মনে হচ্ছিল সে অপকর্ম করে টাকা রোজগার করেছে। মিনার্ভা বা সারকারিনায় যারা মিস অমুকদের শরীর নাটকের অছিলায় দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে তাদের কাজটাকে অপসংস্কৃতি বললে সে যা করল তাই বা কম কী ? একটা লোক যার টাকা ছাড়া কিছু নেই তার কবি হওয়ার লালসায় ইন্ধন জুগিয়ে এল প্রুফ দেখে। রবিবাবু বলবেন সে না দেখলে অন্য কেউ

দেখবে। দেখুক। আর একটু দূরেই হাড়কাটা গলি। অনেক লোক যায় সেখানে। কিন্তু সে বা তার মতো সুস্থ মনের মানুষরা যায় না। এটাই শেষ কথা। জয়দীপ পেছন ফিরল। সোজা চলে এল প্রেসে। রবিবাবু ইতিমধ্যে বেরিয়ে গিয়েছেন। কম্পোজিটাররা কাজ করে চলেছে। যে যত কম্পোজ করতে পারবে তত তার আয় বাড়বে। একটু ভেবে নিয়ে জয়দীপ জনার্দনবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

হাড় জিরজিরে চেহারা, লুঙ্গির ওপর অল্প ছেঁড়া গেঞ্জি, মুখে কাঁচাপাকা কদিন না কামানো দাড়ি, জনার্দন হাসলেন, 'কী ব্যাপার ? ফিরে এলেন এ সময়ে ?' ওঁর হাত চলছিল।

'আপনি আমার একটা উপকার করবেন জনার্দনবাবু ?'

প্রশ্ন শোনামাত্র টাইপ ধরা হাত থেমে গেল, জনার্দন অবাক হয়ে তাকালেন, 'এ কী কথা ? আমার কী ক্ষমতা আছে আপনার উপকার করার ?'

'লক্ষ্মীনারায়ণ সামন্তের কবিতার বই-এর কম্পোজ তো আপনি করছেন ?'

এবার চোখ বড় করে তাকিয়ে মাথা নামালেন জনার্দন, 'হ্যাঁ।'

দুটো দশ টাকার নোট সামনে রাখল জয়দীপ, 'কম্পোজ করার পর প্রুফটা আপনি দেখে দেবেন ? এই উপকারটা করুন।'

'সে কী ? আপনি দেখবেন না ?'

'না।'

'কিন্তু আমি তো একজন সামান্য কম্পোজিটার, প্রুফ রিডার নই। রবিবাবু আমার ওপর ভরসা করবেন কেন ? সুনীলবাবু তো আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন।'

'কিন্তু ভেতর থেকে সাড়া পাচ্ছি না। যা কবিতা নয় তার প্রুফ দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রবিবাবুর আস্থা না থাক আপনার ওপর আমার আস্থা আছে জনার্দনবাবু।'

জনার্দন মাথা নাড়লেন, 'ডোম মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যায় কারণ সেটা তার চাকরি। আমি কম্পোজ করতে বাধ্য হই কারণ এটা আমার পেট ভরায়। কিন্তু বই পড়ি আমি আনন্দে, নিজের জন্যে। সেই আনন্দটা নষ্ট করে দেবেন আপনি ?'

চমকে উঠল জয়দীপ। জনার্দনবাবুর মুখে এই ধরনের কথা সে আশা করেনি।

'আপনার টাকার প্রয়োজন নেই ?'

'কী যে বলেন ? আমাদের মতো গরিব মানুষেরা ওই আশায় বেঁচে থাকি।'

'তা হলে ?'

এবার পাশ থেকে আর একটি লোক এগিয়ে এল। এর নাম সুধীর। কম্পোজের হাত ভাল। কিন্তু ফাঁকিবাজ বলে রবিবাবুর সঙ্গে প্রায়ই ঝামেলা হয়। সুধীর বলল, 'বাবু, আমাকে দিন। আমি স্কুল ফাইনাল পাশ। বাংলাতে

www.MurchOna.com

যাট পেয়েছিলাম। আমি প্রুফ দেখে দেব। কিন্তু রবিবাবুকে বলবেন না।'

জয়দীপ সুধীরের মুখের দিকে তাকাল। জনার্দনবাবুর সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি। লোভে চকচক করছে সুধীরের মুখ। সে প্রশ্ন করল, 'আপনি গল্প কবিতা পড়েন ?'

'ওই কম্পোজ করতে করতে যেটুকু, ঠিক পড়া বলে না অবশ্য।'

'তার বাইরে ?'

'না বাবু ! নেশাও নেই, সময়ও নেই। জনার্দনদা খাক না খাক বই পড়া চাই। আমার পেটের ধান্দাতেই দিন কেটে যায়। আপনি যখন নিজে করবেন না তখন আপনার হয়ে—।'

'আমার হয়ে নয়। আপনি যদি ঠিকঠাক প্রুফ দেখতে পারেন তা হলে রবিবাবুকে বলব যাতে টাকাটা আপনাকে দেন।'

জয়দীপের কথা শেষ হওয়ামাত্র ছোঁ মেরে নোট দুটো তুলে নিল সুধীর। জয়দীপ আর একবার জনার্দনকে দেখল। মাথা নিচু করে কম্পোজ করে চলেছেন। জয়দীপ বেরিয়ে এল। এখন বেশ হালকা লাগছে তার। কফিহাউস পর্যন্ত সে এই মেজাজে ছিল। কিন্তু ঘটনাটা বলা মাত্র রজত যেভাবে চোখ বড় করল তাতে অবাক হয়ে গেল সে।

রজত বলল, 'তুই কোন জাতের বুদ্ধু আমি বুঝতে পারছি না।'

'তার মানে ?'

'তুই পৃথিবীর সব কিছু ভালমন্দর ওপর মাস্টারি করবি বলে ইজারা নিয়েছিস ? একটা লোক, শখ হয়েছে, নিজের পয়সা দিয়ে লেখা ছাপাচ্ছে, তুই তার প্রুফ দেখে টাকা নিবি। এতে অপো-টপো আসছে কোত্থেকে ? এই যে হাজার হাজার কবিতা ছোটবড় পত্রিকাতে ছাপা হয় তার মধ্যে কটাকে কবিতা বলা যায় ? বল ! রাবিশ।'

'আশ্চর্য ! আমাদের শঙ্কর দারুণ কবিতা লেখে। সুনীল গাঙ্গুলি পর্যন্ত প্রশংসা করেছে। কিন্তু বেচারা প্রকাশক পাচ্ছে না, পয়সা নেই বলে নিজেও কবিতার বই বের করতে পারছে না। আর একটা গোলা লোক টাকা আছে বলে ধ্যাস্টামো করবে ?'

'তাতে তোর মামার কী ?' রজত চটপট জিজ্ঞাসা করল।

অহনা চুপচাপ শুনছিল, বলল, 'রজত ঠিক বলেছে জয়। তুই কাজ করে টাকা নিবি। সাহিত্যগুণ বিচার করা এক্ষেত্রে তোর কাজ নয়।'

'তা ছাড়া এইভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে নিজেকে শহিদ বানানোর দিন চলে গেছে জয়।' রজত বলল, 'আজ তোর অসুখ হলে ইঞ্জেকশন কেনার টাকা কেউ মুখ দেখে দেবে ? এই যে তুই বিনি পয়সায় থাকবি বলে সাউথের কোন অফিসে চোরের মতো ঢুকিস, তার বেলা তোর মাথা নিচু হয় না ? তোর টাকা থাকলে তুই কোনও ভদ্র মেস বা হোস্টেলে থাকতে পারতিস। খারাপ কবিতার প্রুফ দেখা তো চুরিচামারি করা নয় !'

অহনা হাসল, 'কবিতাগুলো কিরকম ?'

জয়দীপ হাত নাড়ল। যেন হাওয়ায় উড়িয়ে দিল।

অহনা জেদ ধরল, 'আহা, বল না। দু-এক লাইন মনে নেই এটা হতে পারে না।'

হঠাৎ খেয়াল হতে জয়দীপ বলল, 'চারটে লাইন মনে আছে। এই চারটে লাইন সমস্ত লেখার থেকে আলাদা। মনে হবেই, একই লোকের লেখা নয়। লাইনগুলো হল, 'রাতদুপুরে খটখট/ খাটটা করে ছটফট, ছারপোকারা পড়ল চাপা/ দেখতে গিয়ে নটঘট।'

সঙ্গে সঙ্গে রজত চিৎকার করে উঠল, 'দারুণ, তুই এই লেখাকে উড়িয়ে দিচ্ছিস। বাঃ, ছারপোকারা পড়ল চাপা দেখতে গিয়ে নটঘট। ফরাসি কবি জাঁ মিতেল-এর লাইন মনে পড়ছে, 'মেঘগুলো সব হাঁকছে/ ব্যাঙগুলো তাই ডাকছে, মেঘের ওপর কবির কলম/ ব্যাঙাচিদের রাখছে।'

সঙ্গে সঙ্গে অহনা চোখ পাকাল, 'এই, তুই এক্ষুনি বানিয়ে বললি। বল, ঠিক কি না।'

হাসল রজত। 'কিন্তু লাইনগুলোর কি মিল বল।'

এ সব আলোচনা কোথাও পৌঁছায় না। জয়দীপের মনে হল বন্ধুরাই ঠিক বলছে। স্রেফ আবেগের মাথায় টাকাটা ছেড়ে দিয়ে এসে বাংলা কবিতার যেমন কোনও উপকার হয়নি নিজেরও লাভ শূন্য। এই সময় অহনা খবর দিল। রজত দিল্লি চলে যাচ্ছে।

'সে কী রে ? দিল্লিতে কেন ?'

'চাকরি পেয়েছি।'

'যা বাব্বা। এতক্ষণ বলিসনি ?'

'কী করে বলব ? তুই যে সমস্যা নিয়ে হাজির হলি সুযোগটা পেলাম কোথায় ? দু মাস আগে ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, মনে আছে ?'

মনে আছে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ওরা তিনজনেই অ্যাপ্লাই করেছিল। অহনার ইন্টারভিউ লেটার আসেনি। কারণ কোম্পানি মেয়েদের ওই পদে পছন্দ করেনি। ওরা দুজনেই ভাল ইন্টারভিউ দিয়েছিল।

অহনা জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কোনও চিঠি পাসনি ?'

মাথা নাড়ল জয়দীপ, 'না।'

রজত হাসল, 'এলে তুই কি খবরটা পাবি ? যখন অ্যাপ্লাই করেছিলি তখন তোর ঠিকানা ছিল ইউনিভার্সিটি হোস্টেল। চিঠি এলে তো ওই ঠিকানায় আসবে।'

অহনা বলল, 'কারেক্ট। চল জয়, এখনই ওখানে গিয়ে খোঁজ করি।'

রজতের চাকরির চিঠি এসেছে শোনার পর শুধুই ভাল লাগা তৈরি হয়েছিল কিন্তু এখন অস্বস্তি হল। যদি হোস্টেলে গিয়ে দেখে তার কোনও চিঠি আসেনি। কিন্তু অহনা এত জোর করল যে এড়ানো গেল না।

www.MurchOna.com

শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের এই হোস্টেলটাকে একসময় মহেশ্বর দাশের মেস বলা হত। ওই নামের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এই হোস্টেল দেখাশোনা করতেন। যদিও হোস্টেলের অবস্থা বেশ সঙ্গীন তবু আবাসিকের অভাব হয় না। গলির মধ্যে ওরা যেতেই পরিচিত একজন পরিচারক হাসি হাসি মুখ করে এগিয়ে এল, 'কী বাবু, আপনি এত জলদি আমাদের ভুলে গেলেন ? সেই যে গেলেন আর আসেন না। সব ভাল তো ?'

জয়দীপ জিজ্ঞাসা করল, 'আমার কোনও চিঠিপত্র এসেছে সনাতনদা ?'

'চিঠি ? হ্যাঁ। দুটো চিঠি এসেছিল।'

অহনা চেঁচিয়ে উঠল, 'তবে ? গুডলাক জয়।'

'দাও।' জয়দীপ হাত বাড়াল।

'সেগুলো তো আপনার বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনি কোথায় আছেন বলে যাননি তাই।'

'ওঃ।' জয়দীপ হতাশ হল।

রজত বলল, 'বাড়ি মানে জামশেদপুর ? কাল ভোরের ট্রেন ধরে চলে যা। একদম দেরি করিস না। দরকার হলে কালই ফিরে আসতে পারবি।'

মেডিক্যাল কলেজের দিকে হাঁটতে হাঁটতে জয়দীপ বলল, 'সুনীলদাকে না জানিয়ে কী করে যাই। তা ছাড়া আমার পকেট এখন ...।'

অহনা বলল, 'সুনীলদাকে ফোন করে দে। আর কত ভাড়া হবে ? আমার কাছে একশো টাকা আছে। তুই নে, মাইনে পেয়ে শোধ করে দিস।'

পকেটে একটা একশো টাকার কড়কড়ে নোট, জয়দীপ যেন হাওয়ায় উড়ছিল। অহনা এবং রজত চলে গেছে অনেকক্ষণ। তার বন্ধুভাগ্য ভাল, খুব ভাল। মনে মনে অহনাকে কৃতজ্ঞতা জানাল সে। মুখে বললে অবশ্য গালাগাল শুনতে হত।

মেট্রো সিনেমার পাশের গলিতে রাতের খাবার খেতে খেতে মনে হল, এ সবের দিন শেষ হতে চলেছে। যদ্দূর মনে পড়ছে, চাকরিটার বিজ্ঞাপনে ভাল মাইনের প্রতিশ্রুতি ছিল। বছরখানেক চাকরি করে মাকে কাছে নিয়ে এসে আরাম করে থাকা যাবে। সিগারেট ধরিয়ে রাতের চৌরঙ্গি দিয়ে সে হেঁটে চলেছিল অন্য রাতের মতো।

সদর স্ট্রিট পার হলে চারপাশ ফাঁকা হয়ে যায়। এত রাত্রে মিউজিয়াম অঞ্চলে মানুষজন কদাচিৎ হাঁটাচলা করে। জয়দীপের খেয়াল হল অন্য দিনের থেকে আজ তার বেশি সতর্ক হওয়া উচিত। একটা একশো টাকার নোট পকেটে রয়েছে আজ, ছিনতাইকারীর ছোরা ওটাকে স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারে। নাঃ, আজ চৌরঙ্গি থেকে বাসে উঠলেই ঠিক ছিল।

পার্ক স্ট্রিট পেরিয়ে গেল সে স্বচ্ছন্দে। এবং তখন তার অস্বস্তিটা কেটে গেল। যেন নিজের এলাকায় প্রবেশ করেছে। এখানে কেউ তাকে আক্রমণ করবে না এমন একটা জোর মনে তৈরি হল। অফিসগুলোর দারোয়ানরা তো

তোকে চেনে।

কিন্তু আজ সব থমথমে কেন ? এগোতে এগোতে সেই পরিচিত বসার জায়গাটায় কাউকে নজরে পড়ল না। অথচ গত রাত্রেও ময়দান থেকে ছিটকে আসা মেয়ে দুটো, কী যেন নাম, গঙ্গা এবং যমুনা আর দারোয়ানরা এখানে ছিল। জয়দীপ বেশ অবাক হল। শূন্য বেঞ্চিতে বসল জয়দীপ। কাল ভোরের ট্রেন ধরে জামশেদপুরে যেতে হবে। অনেকদিন বাদে মায়ের সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু সেই দেখাটা কতটা ভাল লাগার তা নির্ভর করবে মামার ব্যবহারের ওপর। অবাধ্য ভাগ্নেকে মামা এখন কিভাবে নেবেন তা তিনিই জানেন।

'বাবু !' চিৎকারটা ভেসে এল পেছন থেকে। ঘুরে তাকাতেই জয়দীপ সেই প্রৌঢ়কে দেখতে পেল যে প্রতি রাত্রে তাকে খইনি খাওয়ায়। জয়দীপ দ্রুত চলে এল লোকটার কাছে। একটা অফিসবাড়ির গেটের পাশে লোকটা দাঁড়িয়েছিল। হিন্দিতে বলল, 'আমি জানি আপনি আসবেন তাই দাঁড়িয়ে আছি। তাড়াতাড়ি চলে যান বাবু, আজ এখানে থাকবেন না।'

'কেন ? কী হয়েছে ?'

দূরে গাড়ির হেডলাইট দেখে লোকটা চাপা গলায় বলল, 'ভেতরে ঢুকে পড়ুন বাবু, মনে হচ্ছে পুলিশের ভ্যান আসছে। জলদি।'

লোকটির গলায় এমন কিছু ছিল যা জয়দীপকে সচল করল। ভেতরে ঢোকামাত্র লোকটি লোহার গেট বন্ধ করে অফিসবাড়ির পাশের গলিতে চলে এল। পেছন পেছন এসে জয়দীপ মুখ ফিরিয়ে দেখল রাস্তাটার অনেকখানি চোখের আড়ালে চলে গেছে। সে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে ? এমন করছেন কেন আপনি ?'

'কাল রাত্রে এখানে খুন হয়ে গিয়েছে বাবু।'

'কে খুন হয়েছে ?'

'গঙ্গা। ওই যে আপনি দেখলেন পুলিশের গাড়ি দেখে যমুনার সঙ্গে ময়দানে ভেগে গেল তার এক ঘণ্টা বাদে ও খুন হয়।'

'ময়দানের অন্ধকারে ?'

'হাঁ। যমুনা কোনও রকমে জান নিয়ে পালিয়ে আসে। তারপর পুলিশ যাকে পাচ্ছে এখানে তাকে ধরেছে কাল। লছমনকে পর্যন্ত ধরে নিয়ে গিয়েছিল কাল। আজ সন্ধে থেকে পাক খাচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হল !' প্রৌঢ় থেমে গেল।

গতরাতের কথা মনে পড়ল। গঙ্গা বলেছিল, 'পুরুষমানুষ আবার ভদ্রলোক হয় নাকি ? তা হলে কোনও মেয়েছেলের বাচ্চাকাচ্চা হত না।' সেই মেয়েটা মরে গেল।

'কে মারল ওকে ?'

'জানিনা বাবু। ময়দানের ভেতর ওদের শত্রু অনেক। পুলিশ,

www.MurchOna.com

ছিনতাইবাজ, হিজড়ে।'

'হিজড়ে ?'

'হাঁ বাবু। রাত্রের অন্ধকারে ওরাও মেয়েদের রুটিতে ভাগ বসাতে চায়।'

'যমুনা কিছু বলেনি পুলিশকে ?'

'সেটাই মুশকিল। বলেছে কে খুন করেছে ও নাকি দ্যাখেনি। তবে যে লোকটা অন্ধকারে গঙ্গাকে নিয়ে যায় তার চেহারা নাকি আপনার মতো দেখতে !'

চমকে উঠল জয়দীপ, 'আমার মতো দেখতে।'

'তারপর থেকে বড় পুলিশ অফিসার এসে হাজারবার আমাদের জিজ্ঞাসা করেছে আপনাকে চিনি কিনা, কোথায় থাকেন আপনি ? আমরা তো আপনার নাম পর্যন্ত জানি না !'

'কী আশ্চর্য ! যমুনা বলেছে আমি খুন করেছি ?'

'না না। বলেছে, গঙ্গা যে খদ্দেরের সঙ্গে ওকে ছেড়ে গিয়েছিল সে নাকি আপনার মতো দেখতে। পুলিশ যখন ওকে ধরে তখন প্রথমে বলতে পারেনি। অল্প অল্প অন্ধকারে ভাল দেখতেও পায়নি। পরে বলেছে যে বাবু রোজ রাত্রে এসে খইনি খায় তার মতো দেখতে। আমাদের কাছে পুলিশ এসেছিল আপনার খবর জানতে।'

'কী আশ্চর্য ! আমি তো কিছুই জানি না।' জয়দীপ হতভম্ব।

'আমার তো তাই মনে হয়েছে। পুলিশ আপনাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সবাই দেখেছি আমরা। তারপর কী হয়েছিল বাবু ?'

'অফিসার আমার কাছে টাকা চেয়েছিল। আমার কাছে কিছু ছিল না, আর থাকলেও কেন দেব আমি ? সেটা বুঝতে পেরে অফিসার একটা ট্যাক্সিকে থামিয়ে প্যাসেঞ্জারদের চাপ দিয়ে টাকা আদায় করে আমাকে ছেড়ে দেন।'

'কোথায় ?'

'বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের কাছে। ওখান থেকে হেঁটে আমি চলে যাই।'

'আপনার আজ এখানে আসা ঠিক হয়নি।'

'কিন্তু এখানে যে কেউ খুন হয়েছে আমি জানতাম না।'

'পুলিশ ধরলে আপনাকে আর ছাড়বে না। আপনি খুন না করলেও ওরা আপনাকে খুনি বানিয়ে দেবে। আপনি ফুটপাত ধরে যাবেন না। তা হলে পুলিশের চোখে পড়ে যাবেন। আপনি দৌড়ে ময়দানে ঢুকে পড়ুন। ওখানে অন্ধকার আছে। সোজা হেঁটে ফোর্টের দিকে চলে যান। ওখানে বাস পেয়ে যাবেন।'

দিশেহারা হয়ে জয়দীপ সামনের দিকে তাকাল। ফুটপাতে কেউ নেই।

ওর কথামতো যেতে হলে ফুটপাত পেরিয়ে চওড়া চৌরঙ্গি রোড দৌড়ে পার হতে হবে। কেন ? আমি কোনও অন্যায় করিনি তবু পালাব কেন ?

লোকটি এগিয়ে গিয়ে রাস্তার দুপাশ দেখে ইশারা করে বলল, চলে যেতে।

www.MurchOna.com

হঠাৎ জয়দীপ খুব শান্ত হয়ে গেল। এই লোকটি যা বলছে বলুক তার উত্তেজিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। সে কোনও অপরাধ করেনি এবং এই রাস্তায় হেঁটে যাওয়ার ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই।

জয়দীপ এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়াল, 'চলি।'

'সাবধানে যাবেন বাবু। আর এখন কিছুদিন এদিকে আসবেন না।'

'বাড়ির কোনও খবর পেয়েছেন ?'

লোকটি চমকে মুখ তুলে তাকাল। যেন খুব অবাক হল। তারপর মাথা নেড়ে না বলল। জয়দীপ আর দাঁড়াল না। ফুটপাতে পা দিয়ে সে দেখল চারধার সুনসান। সে রাস্তায় না নেমে ফুটপাত ধরে হাঁটতে লাগল। যে পথে সে রোজ রাত্রে যায় সেই পথেই হাঁটতে লাগল। পেছনে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা প্রৌঢ়র মুখ কল্পনা করে মজা লাগছিল জয়দীপের। মিনিট তিনেক হাঁটার পর হঠাৎ একটা চিৎকার কানে এল, 'জয় ! অ্যাই জয়।'

জয়দীপ ঘুরে দাঁড়াল। একটা পুলিশের জিপ ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেল। পুলিশ তাকে খুঁজতে পারে কিন্তু নাম জানার কথা নয়। জিপ থেকে লাফিয়ে নামল পুলিশের পোশাক পরা ছিপছিপে একজন অফিসার। কয়েক পা এগিয়ে এলে জয়দীপ চিনতে পারল।

'অতীন ?'

'ইয়েস গুরু। তুই এখানে কী করছিস ?'

'হাঁটছি।'

'এত রাত্রে ?'

'কেন ? কোনও অন্যায় করছি ?'

অতীন এগিয়ে এসে জয়দীপের কাঁধে হাত রাখল, 'কী ব্যাপার ? খুব খচে আছিস মনে হচ্ছে ? উঃ, অনেকদিন বাদে তোকে দেখলাম।'

জয়দীপ এবার নরম হল, 'হ্যাঁ। তুই তো বি-এ পাশ করেই পড়া ছেড়ে দিয়েছিলি। ভালই করেছিলি। এম-এ পাশ করার ফালতু স্বপ্ন দেখিসনি।'

'তুই কী করছিস এখন ?'

'কিস্যু না। এখনও চাকরি বাকরি জোটেনি।'

'কোনদিকে যাবি ?'

'সাউথে।'

'আয়। আমিও ওইদিকে যাব। পুলিশের জিপে উঠতে আপত্তি নেই তো ?' জয়দীপ হেসে ফেলল। গতরাত্রেও সে পুলিশের গাড়িতে উঠতে বাধ্য হয়েছিল। আর আজ ওই লোকটির কথা সত্যি হলে পুলিশ তাকে টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে তুলবে।

জয়দীপ জিজ্ঞাসা করল, 'আপত্তির কথা মনে হল কেন ?'

'আমি জানি পুলিশে চাকরি করি বলে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন আমাকে ভালভাবে নেয় না। যখন কলেজে পড়তাম তখন আমিও তো

পুলিশকে বন্ধু বলে মনে করিনি। যে কাজ আমাদের করতে হয় তার জন্যে কোনও বন্ধু যদি আমাকে এড়িয়ে যায় তবে তাকে দোষ দিতে পারি না। আয়।' অতীন জয়দীপকে পাশে বসাল।

জয়দীপ বলল, 'জানিস, কাল রাত্রে এখানে একটা খুন হয়েছে।'

'এখানে ? এখানে তো হয়নি। ময়দানে হয়েছে। একটা প্রস্টিটিউটকে দুজন হিজড়ে খুন করেছে। এসব ময়দানের অন্ধকারে লেগেই আছে।'

'তুই ঠিক জানিস মেয়েটাকে কে খুন করেছে ?'

'হ্যাঁ। খুনিরা ধরাও পড়েছে। কেন বল তো ?'

'আমি গতরাত্রে এই রাস্তায় হেঁটে গিয়েছিলাম। যে মেয়েটি খুন হয় তাকে আমি গতরাত্রে দেখেছি। একজন প্রায় বৃদ্ধ পুলিশ অফিসার আমাকে হ্যারাস করতে চেয়েছিলেন। তখন অবশ্য খুনটুন হয়নি। মেয়েগুলোর সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে টাকা আদায় করার চেষ্টা করেছিলেন। আমার কাছে কিছু না পেয়ে ট্যাক্সি থামিয়ে এক কাপল-এর কাছে মোটা টাকা আদায় করেন কারণ ভদ্রমহিলা অসুস্থ বলে স্বামীর কাঁধে মাথা রেখেছিলেন।'

'তারপর ?'

'আজ এখানে এসে জানলাম আমি চলে যাওয়ার পর মেয়েটি খুন হয় এবং পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে', জয়দীপ হাসল।

'পুলিশ মানে সেই অফিসার ?'

'মনে হচ্ছে, বুড়ো পুলিশ অফিসার আর কেউ আছে কি না জানি না।'

'প্রচুর আছে। চাকরি করতে করতে সবাই একসময় বুড়ো হয়। কিন্তু এই লোকগুলো পুলিশের শেষকথা নয়। ওদের ঝেড়ে ফেলা যেমন যাচ্ছে না তেমনই শিক্ষিত ভদ্র ছেলেরা পুলিশের চাকরি নিয়ে আবহাওয়া পালটে ফেলার চেষ্টা করছে।'

'তুই সাফাই গাইছিস ?'

'না। এটা সত্যি ঘটনা। তোর কী মনে হয় আমি ওই অফিসারের মতো রাস্তায় ঘুরে পাবলিককে হ্যারাস করতে পারব ?'

'আমি জানি না। শুনেছি যে লঙ্কায় যায় সে-ই রাবণ হয়।'

'তা হলে তোর মতে পুলিশ ডিপার্টমেন্টটাই তুলে দেওয়া উচিত।' হো হো করে হেসে উঠল জয়দীপ, 'তোর ঠিকানাটা বল।'

ছুটন্ত জিপে বসে জয়দীপ মাথা নাড়ল, 'আমার কোনও ঠিকানা নেই। আপাতত। এক পরিচিত ভদ্রলোকের অফিসে থাকি। তোর বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

অতীন বলল, 'ভাবতে খারাপ লাগছে। তুই তো পড়াশুনোয় ভাল ছিলি। নিশ্চয়ই এম-এ পাশ করেছিস। তোর তো এতদিনে কোনও কলেজে পড়ানো উচিত ছিল।'

'উচিত ছিল ! মার্কসবাদী সরকারের আমলে যা যা হওয়া উচিত ছিল তার

কতটুকু সম্ভব হয়েছে ? এখনও পুলিশ দুহাতে ঘুষ নিচ্ছে, নিরীহ অত্যাচারী মানুষের ডায়েরি নিচ্ছে না। উলটে তারাই ছিনতাই ধর্ষণ করছে। এসব কি উচিত ছিল ?'

এইসময় পেছন থেকে একটি গলা ভেসে এল, 'স্যার উনি উলটোপালটা বলছেন !'

অতীন হাত তুলে ইশারা করল কথা না বলতে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তুই রাজনীতি শুরু করেছিস নাকি ?'

জয়দীপ কাঁধ নাচাল, 'যে দেশে বাস করছি সে দেশের নাগরিক হিসেবে কথা বললে যদি রাজনীতি করা হয় তা হলে আমি তাই করছি। তবে আমি কোনও দল করি না। কারণ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর চরিত্র আমরা বুঝে গিয়েছি।'

'আমরা মানে ?'

'দেশের মানুষরা।'

'ভুল কথা। দেশের মানুষরা যদি সত্যি বুঝত তা হলে নির্বাচনে এদের লক্ষ লক্ষ ভোট দিত না। সাধারণ মানুষ কিছুই বোঝে না বা বুঝলেও ভুলে যাওয়া পছন্দ করে। অ্যাই, আমরা রাসবিহারি অ্যাভিনিউতে এসে গেছি। তুই কোথায় নামবি ?'

গাড়ি দাঁড়িয়ে যেতেই জয়দীপ নেমে পড়ল, 'অনেক ধন্যবাদ তোকে।'

অতীন একটা কাগজ আর কলম বের করে চটপট লিখে বলল, 'আমার টেলিফোন নাম্বার। সকালের দিকে ফোন করলে পাবি। তখন শরীরে পুলিশের উর্দি থাকবে না, জমিয়ে গল্প করা যাবে তুই চলে এলে। গুডনাইট।'

গাড়িটা চলে গেল। নিস্তব্ধ রাসবিহারি অ্যাভিনিউতে দাঁড়িয়ে সেটা দেখল জয়দীপ। গত পাঁচবছরে সে যত বিদেশি ছবি দেখেছে তার সিংহভাগেই পুলিশের ভূমিকা অত্যাচারীর। পৃথিবীর সব দেশেই এক চেহারা। এদেশেও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে দারুণ হিন্দি ছবি হয়েছে। দ্রোহকাল। অতীনকে সেই ভূমিকায় চলে যেতেই হবে। এখনও পুরনো বন্ধুকে দেখে আবেগ ওকে আপ্লুত করে। এইটুকুই লাভ।

জয়দীপ হাঁটছিল। এখন চোরের মতো বসন্ত রায় রোডে ঢুকতে হবে। তারপর গেট পেরিয়ে কুকুরের চিৎকার সামলে অন্ধকারে ভেতরে ঢোকা। ব্যাপারটা ভাবতেই খারাপ লাগছে। এই চোরের মতো বেঁচে থাকা অথবা অতীনের মতো পুলিশ হওয়া কোনটা যুক্তিযুক্ত ? হেসে ফেলল জয়দীপ। অতীনের মতো পুলিশ আবার কি ! সত্যিকারের পুলিশ হয়ে যাওয়ার পর অতীন আর অতীন থাকবে না। প্রিয়া সিনেমার সামনে হোর্ডিং-এ নায়িকার মুখ দেখে অবাক হয়ে গেল জয়দীপ। তাকানোর ভঙ্গি অনেকটা গতরাতের গঙ্গার মতো। আচ্ছা, মেয়েটার জন্যে কেউ আজ এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেছে ? দূর ! গঙ্গা যার নাম তার তো বুক ভর্তি জল, অন্যের চোখের

www.MurchOna.com

জলের তার দরকার কী !

জামশেদপুর স্টেশনে নেমে জয়দীপ একবার ভাবল ফেরার টিকিট করে রাখবে কিনা। আজ বিকেলের ট্রেন স্বচ্ছন্দে ধরা যেতে পারে। কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে সে আবার হাঁটা শুরু করল। বিরাট লাইন পড়েছে। এতটা পথ ট্রেনে এসে লাইনে দাঁড়াবার ধৈর্য তার নেই। স্টেশনের বাইরে মিনিবাস স্ট্যান্ডের দিকে যাওয়ার সময় কানে নিজের নাম ভেসে এল। জয়দীপ দেখল একটা ট্যাক্সিতে দুজন মহিলা উঠছেন। ট্যাক্সি ড্রাইভার গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে তাকে হাত নেড়ে ডাকছে। পরমুহূর্তেই সে চিনতে পারল। সুনীল— ড্রাইভারদের মতো ইস্পাতরঙা জামা শুধু পরেনি মাথায় রঙিন কাপড়ের টুপিও পরেছে।

'আরে ইয়ার ! ডাকছি শুনতেও পাচ্ছিস না ? আমি সুনীল, চিনতে অসুবিধে হচ্ছে ?'

জয়দীপ ট্যাক্সির কাছে এসে বলল, 'প্রথমে একটু হয়েছিল। এসব কী ?'

'কোথায় যাবি ? বাড়ি তো ? উঠে পড়, এঁদের নটরাজ হোটেলে নামিয়ে আমিও ওদিকে যাব। আরে ওঠ ইয়ার, দেখছিস কী ?' দরজা খুলে সিটে বসে সে পেছনের আরোহিণীদের উদ্দেশ্যে বলল, 'আমার বচপনকা দোস্ত। বহুৎ দিন বাদ দেখলাম। ওকে সামনে নিলে আপনাদের অসুবিধে হবে না তো ?'

অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের যিনি তিনি বললেন, 'উঠতে বলে ফেলেছেন যখন তখন আর বলে কি লাভ ! তাড়াতাড়ি চলুন।'

জয়দীপ গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করতেই অ্যাকসিলারেটারে চাপ দিল সুনীল। একটু ধাতস্থ হয়ে জয়দীপ জিজ্ঞাসা করল, 'তুই এখন ট্যাক্সি চালাচ্ছিস নাকি ?'

'ইয়েস ভাই। তোদের মতো বিরাট কিছু হওয়ার অ্যাম্বিশন ছেড়ে দিয়ে পেটের ধান্দা মেটাতে নেমে পড়েছি এ লাইনে। গাড়িটা আমার নয়। রোজ ভাড়া দিই।'

'কীরকম থাকে ?'

'যেদিন যেমন লাক সেদিন তেমন কামাই। এর ওপর পুলিশ পঞ্চাশ মাস্তান পঞ্চাশ— এ তো আছেই।' সুনীল হাসল, 'ছেড়ে দে এসব কথা। তুই এখন কী করছিস ? কলেজে পড়াচ্ছিস ?'

'না। সুনীল, তুই এখন ক্রিকেট খেলিস না ?'

সুনীল এবার গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, না।

জয়দীপ আর প্রশ্ন করল না। স্কুল কলেজে খুব ভাল ক্রিকেট খেলত সুনীল। ওর ব্যাটিং দেখে রবীন মুখার্জিও প্রশংসা করেছেন একসময়। সবাই বলত, সুনীল বিহার টিমে সুযোগ পাবেই এবং রঞ্জি খেললে কে বলতে পারে ইন্ডিয়া টিমে চান্স পেলেও পেতে পারে। অথচ সেই সুনীল এই বয়সে ট্যাক্সি

www.MurchOna.com

চালাচ্ছে ? এটুকু ভাবতেই আর একটা খারাপ লাগা তৈরি হল। সুনীল তো এখন নিজে রোজগার করছে। একজন ট্যাক্সিওয়ালা সব খরচ বাদ দিয়ে ঠিক কীরকম রোজগার করে তা জয়দীপ জানে না কিন্তু সে নিজে তো কিছুই করছে না।

কাউকে কি বলা যায় যে সে মাসে পাঁচশো টাকার প্রুফ দেখার কাজ করে ? কলকাতায় নিজের থাকার জায়গা নেই বলে একটা অফিসের টেবিলে রাত্রে চুরি করে ঘুমায় ? কোনও কাজ অসম্মানের নয় যাঁরা বলেন তাঁরা মিথ্যে কথা বলেন। নিজের কাছেই তো সে অসম্মানিত হয়ে আছে। না, লক্ষ লক্ষ টাকার দরকার নেই তার। মানুষের সুস্থ বেঁচে থাকার জন্যে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু পেলেই যথেষ্ট।

'তুই এখন গল্প লিখিস না ?'

'না।'

'তা হলে কী করছিস ?'

'গোয়েন্দাগিরি করি।' গম্ভীর মুখে বলল জয়দীপ।

'গোয়েন্দা ? তুই ? জিরো জিরো সেভেন ? সেকী রে ? কী করে ওই লাইনে গেলি ? আঃ ! দারুণ গ্ল্যামারাস লাইন। তোকে হিংসে হচ্ছে রে।'

জয়দীপ হেসে ফেলল, মানুষ কত দ্রুত নিজের ভাবনার পরিবর্তন করে। একটু আগে সুনীল যা ভাবছিল তা এখন আর ভাবছে না।

বিষ্টুপুরের নটরাজ হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই পেছনে বসা মহিলাদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'এক্সকিউজ মি, আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ ?'

জয়দীপ কিছু বলার আগেই সুনীল বলল, 'ইয়েস ম্যাডাম। শুনলেন তো ? ওর নাম জয়দীপ, আমাদের বন্ধু। দারুণ ব্রাইট ছাত্র ছিল। গল্প লিখত। এখন জেমস বন্ড।' সুনীল হাসল, 'আমার মিটার কিন্তু কাজ করছে না।'

মহিলা বললেন, 'ভালই হল। আমরা এই হোটেলে উঠছি। একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভের সাহায্য আমাদের খুব দরকার। যদি আপনি বিকেলে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন তা হলে ভাল হয়।' একটা একশো টাকার নোট সুনীলের দিকে বাড়িয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'চলবে ?'

'একশোবার। হাজারবার। কিন্তু ম্যাডাম, আপনি অনেক বেশি দিচ্ছেন।'

'কম নিতে হলে মিটারটা ঠিক করে রাখবেন।' দুজন মহিলা তাঁদের ব্যাগ নিয়ে নেমে হোটেলের দিকে চলে গেলেন। 'আমার নাম মিসেস মুখার্জি।'

স্টিয়ারিং-এর ওপর টাকা সুদ্ধ হাতটা বুলিয়ে সুনীল বলল, 'তুই আমার গুড লাক। সন্ধেবেলায় তোকে খাওয়াব।'

'আমি বিকেলের ট্রেনে ফিরে যাচ্ছি।'

'সেকী ? এলি কেন তা হলে ?'

'কাজ আছে। কিন্তু তুই মিটার খারাপ রেখে গাড়ি চালাচ্ছিস ?'

'উপায় নেই।' টাকাটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল সুনীল।

'সেকী ? এখানে আইন নেই ?'

'আগেই বলেছি পুলিশ পঞ্চাশ মাস্তান পঞ্চাশ নেয় ডেলি। তোর ট্যাক্সির মিটার ভাল থাকুক কি খারাপ তাতে ওদের কিছু এসে যায় না।'

'কিন্তু এটা বেআইনি কাজ, অপরাধ !' উত্তেজিত হল জয়দীপ।

ঘুরে জয়দীপের মুখের দিকে তাকাল সুনীল। কয়েক মুহূর্ত দেখল। তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কি ভারতবর্ষে বাস করিস ?'

'কী বলতে চাইছিস ?'

'যেদেশে মিনিস্ট্রি বাঁচাতে এম পি কেনা হয়, ধরা পড়লেও কারও কিছু হয় না সেদেশের আদর্শ ন্যায়নীতিবোধ কবে বিক্রি হয়ে গিয়েছে তা তুই জানিস না ? এই যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, গরিবের মুখ্যমন্ত্রী, তার খামখেয়ালি ব্যবহার লোকে মেনে নিচ্ছে না ? বউ-এর নামে এত বেআইনি সম্পত্তি করেছে তবু সিবিআই রিপোর্ট চেপে দেবার চেষ্টা করছে। কেন করছে ? ওই নীতিবোধটা নেই বলেই। আমাকে ম্যাচ হেরে যেতে বলা হয়েছিল। শুনিনি, সেঞ্চুরি করে টিমকে জিতিয়েছিলাম। তার ফল কী হল জানিস ? বেধড়ক মার খেলাম মাঠের বাইরে। পরের ম্যাচে টিমে চান্স পেলাম না। কী হল আমার ? বিহারের প্রতিটি জেলার গ্রামে খোলাখুলি আর্মস দেখিয়ে ইলেকশন হয়। কাগজে টিভিতে দেখানো হয়েছে। কিন্তু বন্ধ করতে পেরেছে কেউ ? আরে ইয়ার স্রোত যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে ভেসে যাও, বেঁচে থাকবে। আমার মিটার তো সামান্য জিনিস, হোল ইন্ডিয়ার মিটার খারাপ হয়ে গেছে।' ইঞ্জিন চালু করল সুনীল।

কিছুক্ষণ যাওয়ার পর বলল, 'তুই আজ চলে যাবি কেন ? ম্যাডামদের দেখে মনে হল বেশ মালদার আছে। মনে হচ্ছে তোকে কেস দেবে। টু-পাইস কামিয়ে নে। এখানকার মামলা হলে তোকে মদত দিতে পারি।'

'আমি গোয়েন্দাগিরি করি না।'

'সে কী রে ? একটু আগে যে বললি ?'

'বলতে ইচ্ছে করল তাই বললাম।'

'শালা ! তুই মানুষ খুন করতে পারিস। আমি তো আমি ওই ম্যাডামরাও বিশ্বাস করে ফেলেছে। তা তুই তো খুব বই পড়তিস। চেষ্টা করে গোয়েন্দা হতে পারবি না ? ট্রাই কর ইয়ার।'

বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে সুনীল বলে গেল যদি সে আজই ফিরে না যায় তা হলে যেন সন্ধেবেলায় দেখা করে।

বেল টিপতেই রতন দরজা খুলল। রতন তার মামাতো ভাই। প্রায় একই বয়সী ওরা। পড়াশুনায় মন ছিল না বলে কলেজে ঢোকেনি। চোখ বড় করে বলল, 'তুই ? হঠাৎ ? পিসি, দ্যাখো কে এসেছে।'

জয়দীপ বুঝল এবার শুরু হবে। প্রথমে মা আসবে তারপর মামা। মামা এসেই জ্ঞান বিতরণ করে বুঝিয়ে দেবেন ভাগ্নের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক রাখতে চান

না।

মায়ের আগে মামাই এলেন, 'আরে! জয় যে! এসো এসো। একেবারে কোনও খবর না দিয়ে চলে এলে? অবশ্য নিজের বাড়িতে খবর দেবার দরকার কী! জিনিসপত্র কোথায়? খালি হাতে এসেছ নাকি?'

মামা তাকে তুমি সম্বোধন করছে, কানে খট করে লাগল। জয়দীপ চেয়ারে বসে বলল, 'হঠাৎ আসতে হল, আজ বিকেলেই চলে যাব।'

'বিকেলে চলে যাবে? পাগল নাকি? কী রাজকাজ কলকাতায়?'

'আমি ওখানে একটা চাকরি করছি মামা।'

'আহা জানি জানি। মাথা গরম করে কী লিখেছি আর অমনি তুমি সম্পর্ক ত্যাগ করে চাকরিতে লেগে গেলে। ওসব কথা শুনছি না, এসেছ যখন দুদিন থেকে তবে যেতে হয় যাবে। আচ্ছা, আমাদের কথা ছেড়ে দাও, দিদির কথা ভাবো তো! তোমার মা, তুমিই তাঁর একমাত্র সন্তান। তাঁর মনে দুঃখ দেবে?'

জয়দীপের নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না। সেই মামা আর এই মামা এক? বয়স হলে মানুষ নাকি বদলে যায়। এত বেশি বদল?

ভেতরের ঘরে মামির গলা শোনা গেল, 'কে এসেছে গো।' তারপরই তিনি দরজায় এলেন, 'ওমা, জয়, তুই? বাইরের ঘরে বসে আছিস কেন? ভেতরে আয়।'

মামা বললেন, 'হ্যাঁ, যাও। এই রতন, তোর একটা পাজামা ওকে দে। জামাকাপড় ছেড়ে একটু আরাম করুক।'

ভেতরে গেল জয়দীপ। বারান্দায় পা দিতেই মায়ের মুখোমুখি হয়ে গেল। হঠাৎ মনে পড়তে মাকে প্রণাম করল সে। মা বলল, 'মামা-মামিকে প্রণাম করেছিস?'

পেছন থেকে মামি বলে উঠলেন, 'তাতে কী হয়েছে? বাড়ির যে সবার চেয়ে বড় তাকে প্রণাম করলেই সবাইকে প্রণাম করা হয়ে গেল।'

মা মাথা নাড়লেন, 'না। এই শিক্ষা তোকে আমি দিইনি।'

'তুমি কেমন আছ?'

'আমি? ভাল। খারাপ থাকতে যাব কেন?'

'অনেকদিন তোমার কোনও চিঠি পাইনি।'

'এমনভাবে বলছিস যেন নিয়মিত তুই আমাকে চিঠি লিখিস। তা ছাড়া তুই এখন কোথায় থাকিস তাই আমি জানি না।'

মামি বলল, 'দিদি। আপাতত মান অভিমান থাক। জয় মুখ হাত পা ধুয়ে চা খাক। তারপর কথা বলবেন। জয়, তুই এই ঘরে যা। ওটা রতনের ঘর। ভেতরে বাথরুম রয়েছে। হাতমুখ ধুয়ে নে।'

জয়দীপের ইচ্ছে হচ্ছিল মায়ের ঘরে গিয়ে বসতে। এখন মাকে দেখার পর তার বুকে অন্য এক অনুভূতি তৈরি হয়েছে যা কলকাতায় থাকতে হয়নি। এইসময় মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর জিনিসপত্র কোথায়? ভেতরে নিয়ে

www.MurchOna.com

আয়।'

'আমি সঙ্গে কিছু আনিনি।'

'ও।' মা তাকালেন, 'আজই ফিরে যাবি?'

'তাই ভেবেছি।'

'ভাল।' মা আর দাঁড়ালেন না। তিনি চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পর পাশের ঘরে ঢুকল জয়দীপ। রতন আলনা থেকে একটা পাজামা বের করে খাটের ওপর রেখে বলল, 'এটা পরতে পারিস।'

জয়দীপ চেয়ারে বসল। হঠাৎ তার মনে হল এই ঘরটা অন্যরকম হয়ে গেছে। আলনায় যেসব জামাপ্যান্ট ঝুলছে তা বেশ মূল্যবান এবং আধুনিক। ঘরে একটা ছোট রঙিন টিভি রয়েছে। আরও সব শৌখিন বস্তু ঘরে সাজানো তা কয়েকমাস আগেও ছিল না। রতন একটা দামি সিগারেটের প্যাকেট সামনে ধরল, 'নে।'

জয়দীপ বেশ অবাক হল। এই একটা সিগারেটের দাম প্রায় দুটাকা। রতনের কী হল? সে মাথা নেড়ে না বলে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর কী হল?'

'কী হল মানে? ও! বাবা-মায়ের সঙ্গে টিভি দেখা পোষায় না বলে এটা কিনেছি। এ ঘরে তো বড় টিভি রাখা যাবে না।'

'তুই কী করছিস?'

'ব্যবসা।'

'ব্যবসা? টাকা পেলি কোথায়?'

রতন সিগারেট ধরাল। এ বাড়ির ভেতরে বসে ও সিগারেট খাচ্ছে, ব্যাপারটা কিছুকাল আগেও অবিশ্বাস্য ছিল। ধোঁয়া ছেড়ে রতন বলল, 'ব্যবসা দু'রকমের হয়। প্রচুর টাকা ক্যাপিটাল করে যারা প্রোডাকশনে নামে অথবা ডিস্ট্রিবিউশন নেয় তারা ব্যবসা করতে পারে। আর টাকা ছাড়াও ব্যবসা হয় যদি একটা টিম তৈরি করা যায়।'

'টিম তৈরি করে ব্যবসা?'

'মিডলম্যানের কাজ। ইধার কা মাল উধার, উধার কা মাল ইধার। এসব তোর মাথায় ঢুকবে না। যা বাথরুমে যা।'

'কীরকম রোজগার হচ্ছে?'

'এই বোকা প্রশ্নটা আবার কেন? কোনও মাসে দশ কোনও মাসে বিশ আবার বাজার ডাউন হলে নো ইনকাম।' রতন হাসল।

জয়দীপ উঠে দাঁড়াল, 'মামা মামিকে একটু অন্যরকম লাগল আজ—!'

'সিলভার টনিক খেলে ভোল পালটে যেতে বাধ্য। আচ্ছা আমি এখনই বেরিয়ে যাব। তুই রাত্রে থাকলে দেখা হতে পারে।'

পাজামা নিয়ে বাথরুমে ঢুকল জয়দীপ। এ বাড়ির কোনও বাথরুমে কখনও আয়না ফিট করা ছিল না। এত রকমের শ্যাম্পু এবং প্রসাধনদ্রব্য তো দূরের কথা। রতনের বেশ ভালই রোজগার হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে। অথচ রতন তারই

সমবয়সী এবং ছাত্র হিসেবে খুব খারাপ ছিল। বছর ছয়েক আগেও মামা ওকে জুতোপেটা করেছে পাশ না করার জন্য। এখন এ বাড়িতে রতন যে খাতির পাচ্ছে তা বোঝাই যাচ্ছে।

পরিষ্কার হওয়ার পর বাথরুম থেকে বের হতেই মা এলেন চা বিস্কুট নিয়ে। ছেলে যতক্ষণ না চায়ে চুমুক দিচ্ছে ততক্ষণ অপেক্ষা করলেন। তারপর বললেন, 'তোর সঙ্গে কথা আছে।'

'বল।'

'তুই কী চাকরি করছিস ?'

'তেমন কিছু নয়।'

'বুঝলাম না। মেসে আছিস না ঘর ভাড়া করেছিস ?'

'একজনের বাড়িতে আছি।'

'তোর পক্ষে কী এখন ঘর ভাড়া করে আমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে ?'

জয়দীপ একমুহূর্ত চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, 'আমি একটা টেম্পোরারি কাজ করছি। চাকরি বলতে যা বোঝায় তা পাইনি।'

'সেটা কবে পাবি ?'

'চেষ্টা করছি।'

'আমার পক্ষে এখানে থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না। জয়, তোর বাবা যা রেখে গিয়েছিল তাই ভেঙে এতদিন তোর পড়ার খরচ চালিয়েছি। এখন তো তলানি পড়ে আছে। এত পড়াশুনা করার পর তোর কাছ থেকে কিছু আশা করতে পারি না ?'

'নিশ্চয়ই পারো, আমি চেষ্টা করছি মা। কিন্তু এখানে তোমার কী অসুবিধে হচ্ছে। মামা-মামিকে তো এবার খুব ভাল ব্যবহার করতে দেখছি। রতনও রোজগার করছে। এ বাড়ির অবস্থা তো অনেক ভাল হয়েছে।'

'এটা আমার ভাই-এর বাড়ি। তাদের কী হয়েছে না হয়েছে তা নিয়ে আমার ভাবার কী দরকার ? তুই কেন এলি বল তো ?'

এই কথাটা এ বাড়িতে ঢোকার পর জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে জয়দীপ পারেনি। যেন ওই চিঠি চাইতেই আসা নইলে সে আসত না এমন কথা শুনতে হবে বলে জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। সেইসঙ্গে সে একটু অবাকও হচ্ছিল। এরা কেউ তাকে বলছে না তার নামে চিঠি এসেছে।

'চিঠি নিতে।' জয়দীপ শান্তমুখে জবাব দিল।

'কী চিঠি ?'

এবার অবাক হল জয়দীপ, 'আমার নামে কোনও চিঠি আসেনি ?'

'না তো ! কে দিয়েছে ?'

'সেকী ? কলকাতা থেকে রিডাইরেক্ট করা কোনও খাম আসেনি ?'

'না। এলেও আমাকে কেউ বলেনি।'

'সেকী ? আমাকে হোস্টেল থেকে বলা হয়েছে ওরা চিঠি এখানে পাঠিয়ে

www.MurchOna.com

দিয়েছে। মা, আমি একটা ভাল চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে চিঠিটা এসেছে ওখান থেকেই।' জয়দীপের চা খাওয়া মাথায় উঠল।

এইসময় মামিমা দরজায় এলেন, 'না জয়, আমরা তো কোনও চিঠি পাইনি।'

'অসম্ভব !' চিৎকার করে উঠল জয়দীপ।

'একী ? তোর কি মনে হচ্ছে আমরা তোর কাছে মিথ্যে কথা বলছি ? এই যে শোনো, এদিকে এসো তো একবার।' মামিমা গলা তুললেন।

চটিতে শব্দ তুলে মামা এসে মামিমার পাশে দাঁড়ালেন, 'কী হল ?'

মামিমা বললেন, 'জয় এসেছে একটা চিঠির খোঁজে। ওর নামে এ বাড়িতে নাকি এসেছে। আমি তো জানি না সেরকম কিছু এসেছে কিনা, তুমি জানো ?'

মামা মাথা দোলালেন, 'না। না জয়। লেটার বক্স তো আমিই খুলি। তোমার নামে তো কোনও চিঠি পাইনি।'

জয়দীপ মাথা নিচু করল। এরপর আর কথা চলে না। কিন্তু চিঠিটা গেল কোথায় ? হঠাৎ নিজেকে কীরকম নিঃস্ব বলে মনে হল। আজ ভোরের বেলায় মনে কীরকম একটা জোর এসে গিয়েছিল। রজতের যখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসেছে তখন ওই একই চিঠি তারও এসেছিল।

মামা বললেন, 'কী চিঠি আসার কথা ছিল জয় ?'

'আমি ঠিক জানি না—।'

'বাঃ। জানো না অথচ ওই চিঠির জন্যে এতদিন পরে ছুটে এলে ?'

'একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম। হোস্টেল থেকে বলল আমার নামে যে চিঠি এসেছিল তা ওরা এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। এমন হতে পারে ওটা চাকরির ব্যাপারে কোনও চিঠি হবে। আপনারা যখন বলছেন কোনও চিঠি আসেনি তখন আর ভেবে কী লাভ ? কিন্তু একটা চিঠি আসার কথা ছিল।'

'তুমি পোস্ট অফিসে গিয়ে খোঁজ নিতে পার।' মামা সরে গেলেন। মামিমা বললেন, 'অনেকসময় পোস্ট অফিসেই গোলমাল হয়।'

ভরদুপুরে পোস্ট অফিসে গিয়ে কোনও পিওনের সঙ্গে দেখা হল না। জানা গেল যে যার কাজে বেরিয়ে গেছেন। ওঁদের ফিরে আসার অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য রাস্তা নেই।

তিনটে নাগাদ ভদ্রলোককে পাওয়া গেল। ছাতা মাথায় ব্যাগ কাঁধে নিয়ে ফিরতেই চিনতে পারল জয়দীপ। স্কুলে পড়ার সময় এঁকে দেখেছে বাড়ি বাড়ি চিঠি পৌঁছে দিতে। জয়দীপ সামনে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি সব শুনে চোখ বন্ধ করলেন, 'মনে করতে পারছি না। জয়দীপ, জয়দীপ, নাঃ, আমাকে কেউ দেয়নি।'

'কিন্তু বিশ্বাস করুন, কলকাতা থেকে এই ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল।'

'কবে ?'

'কয়েকদিন আগে।'

'তা হলে বসুন। যেসব চিঠিতে ঠিকানা ঠিক লেখা হয় না সেগুলো মাস্টারমশাই-এর কাছে জমা থাকে ডেডলেটার অফিসে পাঠাবার জন্যে। যদি না পাঠিয়ে দেওয়া হয় তা হলে ওগুলোর মধ্যে খোঁজা যেতে পারে।' পিওন ভদ্রলোক ভেতরে চলে গেলেন। কিন্তু মিনিট দুয়েকের মধ্যে ফিরে এসে বললেন, 'আজ হবে না ভাই। মাস্টারমশাই-এর শরীর খারাপ, বাড়ি চলে গিয়েছেন। উনি না থাকলে আলমারির চাবি পাওয়া যাবে না। আপনি কাল আসুন।'

'কোনওভাবেই পাওয়া সম্ভব নয়?'

'না ভাই।'

আজ বিকেলের ট্রেন ধরার কোনও প্রশ্ন নেই। এসেছে যখন তখন চিঠিটার হদিশ করে যেতে হবে।

স্নান শেষ করে ভাত খেল না জয়দীপ। এখন বিকেল। মামিমা লুচি বেগুনভাজা এনে দিলেন। মা সামনে নেই। মামিমা বললেন, 'আমার মন বলছে কাল চিঠি পেয়ে যাবে। কত মাইনে গো?'

'জানি না।'

'নিশ্চয়ই পাঁচ সাত হাজার হবে। তখন তো আর আমাদের কথা মনে থাকবে না।'

'তোমরা তো এখন ভালই আছ।'

'ঠাকুরের আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে। তোমার মামাকে দিয়ে তো কিস্যু হয়নি। যা হয়েছে তা রতন ব্যবসায় নামার পর। এই কদিন আগে আমাকে টাকা গুণে দিতে বলল। কাউকে দিতে হবে। পঁচিশ হাজার টাকা। জীবনে অত টাকা একসঙ্গে দেখিনি আমি।' গলা নামালেন মামিমা, 'আত্মীয়স্বজনদের চোখ টাটাচ্ছে!'

খাওয়া শেষ হলে মা এলেন। নিঃশব্দে থালা গ্লাস তুলে নিয়ে চলে গেলেন। মামিমা বললেন, 'দিদি না থাকলে আমার যে কী হত। তা চাকরি পেলে দিদিকে নিয়ে যাবে নাকি?'

'তাই তো স্বাভাবিক।'

'সেসব আগের যুগে ছিল। বিদ্যাসাগর মশাই দামোদর পেরিয়েছিলেন সাঁতার কেটে মায়ের জন্যে। এখন ওসব চলে না, আজ বাদে কাল যখন ঘরে বউ আসবে তখন বুঝবে মামিমা ঠিক কথা বলেছিল। তোর মায়ের যা কড়া স্বভাব, আজকালকার কোনও মেয়েই মানিয়ে চলতে পারবে না। এতদিন একসঙ্গে থেকে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি।' মামিমা উঠলেন, 'আমি উঠি, আমার সামনে তো তুই সিগারেট খাবি না। আমি রতনকে বলেছি খেতে। কোনও অভদ্র আচরণ তো করছে না, থাক।' মামিমা বেরিয়ে গেলেন।

মামিমার এই পরিবর্তনকে বৈপ্লবিক বললেও কম বলা হয়। বিশ্বাস করাই মুশকিল। সঙ্গে সিগারেট নেই। রতন টেবিলে প্যাকেট রেখে যায়নি। ঘরের

www.MurchOna.com

কোণে একটা কাচের আলমারি রয়েছে। জয়দীপ সেটার কাছে গেল। বিদেশি হুইস্কির বোতল রয়েছে সেখানে। এগুলো এখানে কেন? রতন খায় নাকি এ ঘরে বসেই।

মা ঘরে এলেন, 'তা হলে আজ যাচ্ছিস না?'

'না। কাল পোস্ট অফিসে যেতে হবে।'

'তুই কি রাত্রে এই ঘরে শুবি?'

'যেখানে বলবে।'

'এ ঘরে না শোওয়াই ভাল।'

'কেন?'

'মাঝরাতে রতন ফেরে মাতাল হয়ে। চিৎকার চেঁচামেচি করে।'

'সেকী? মামা কিছু বলে না?'

'যে হাত পেতে থাকে তার বলার ক্ষমতা চলে যায়।'

'রতন কী করে মা?'

'জানি না। বাক্স করে জিনিস নিয়ে এসে ওপাশের ঘরে দুদিনের জন্যে তালাবন্ধ করে রাখে। যেসব লোকজন ওর সঙ্গী তাদের চেহারা দেখে আমার ভয় লাগে। আমার এখানে থাকতে একটুও ইচ্ছে করছে না।'

'তোমার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করে?'

মা হাসলেন, জবাব দিলেন না। তারপর বললেন, 'তুই চেষ্টা কর জয়।'

সন্ধের মুখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটুও ভাল লাগছিল না। মনে হচ্ছিল সমস্ত পৃথিবীর ওজন যেন তার কাঁধে চেপে বসেছে এবং তার শরীরে এক ফোঁটা শক্তি নেই। একটা ভাল চাকরি পাওয়া এবং মাকে নিয়ে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকা— এত সামান্য চাওয়া এম-এ পাশ করা ছেলে চাইতে পারে না? আশ্চর্য! এই চাওয়া হাজার হাজার ছেলেমেয়ে চাইছে, মিটছে কজনের? জয়দীপের ইচ্ছে হচ্ছিল, এম-এ ক্লাসে যেসব ছেলেমেয়ে ভর্তি হচ্ছে তাদের ডেকে ডেকে সত্যি কথাটা বলে দিতে। মিছিমিছি দুটো বছর নষ্ট করছ তোমরা। আর সেইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে, কেন আপনারা ওইসব বিষয় পড়াচ্ছেন যা দু'বছর বাদে ছেলেমেয়েদের বেঁচে থাকতে একটুও সাহায্য করবে না?

পেট্রল পাম্পের সামনে পৌঁছাতেই সুনীলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হাত নেড়ে বলল, 'যাক, তুই তা হলে ফিরে যাসনি। আয়, চা খাবি?'

'না।'

'কী হল তোর? মেজাজ খারাপ কেন?'

'দূর! একটা চিঠি মামার ঠিকানায় কলকাতা থেকে রিডাইরেক্ট করে পাঠানো হয়েছিল। সেই চিঠি হাওয়া হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে কেউ পায়নি, পিওনও বলতে পারছে না। কাল আবার যেতে বলেছে।'

‘কী চিঠি ? প্রেমপত্র ?’

হেসে ফেলল জয়দীপ, ‘ওর চেয়েও বেশি। আমার মনে হচ্ছে চাকরির ব্যাপারে চিঠি।’

সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়াস হয়ে গেল সুনীল, ‘সে কী রে ! কাল সকালে যেতে বলেছে ? আমার এক জানপয়চান লোক আছে পোস্ট অফিসে। কিন্তু তুই সিওর এখানে এসেছে চিঠি ?’

‘হ্যাঁ।’

‘তা হলে মন খারাপ করিস না। কাল ঠিক পেয়ে যাবি।’ সিগারেট ধরাল সুনীল, যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে।

জয়দীপও অন্যদিকে মন সরাতে চাইল, ‘তোর ডিউটি নেই ?’

‘নাঃ। ক্লাচটা গোলমাল করছে। সারাতে দিয়েছি। কাল দুপুরে বড় কাজে চক্রধরপুর যেতে হবে। গাড়ি ঠিক রাখা দরকার।’

‘বড় কাজ মানে ?’

‘টানা মাল আনতে।’ সুনীল হাসল।

‘সে কী রে ?’

‘ধ্যেৎতেরিকা। সব ব্যাপারে চোখ বড় করিস না তো। আমি না গেলে অন্য কেউ যাবে। প্যাসেঞ্জার নিয়ে গেলে যা পাব তার পাঁচগুণ বেশি দেবে ওরা।’

‘কিন্তু পুলিশ ধরলে কী হবে ?’

‘পুলিশ ? আমাকে গার্ড দিয়ে নিয়ে আসবে যাতে পথে কোনও বিপদ না হয়। এসব তুই বুঝবি না। তোর ভাই রতনকে জিজ্ঞাসা করিস।’

‘এর মধ্যে রতন কী করে আসছে ?’

‘কাজটা রতনদের গ্রুপের। এখানে অনেকগুলো গ্রুপ কাজ করে। এর খবর ও পেলে খুনজখম হয়ে যায়। আমরা যারা ট্যাক্সি চালাই তারা কেউ কারও কথা অন্যকে বলি না। এটা সব গ্রুপ মেনে নিয়েছে। তোকে বলে ফেললাম।’

‘রতন তা হলে টানা মালের কারবার করে ?’

‘দ্যাখ জয়, এসব কথা তুই রতনকে বলবি না। তা হলে আমি বিপদে পড়ে যাব।’

‘তুই এই লাইন ছাড় সুনীল।’

‘মাস গেলে অতগুলো টাকা তুই আমাকে দিতে পারবি ?’

‘কিন্তু তোরা দেশের ক্ষতি করছিস। সরকারকে ঠকাচ্ছিস।’

‘যাঃ শালা। আবার এক কথা। সরকার আলপিন থেকে কামান কেনার জন্যে যখন দালালি নিচ্ছে তখন তুই কী করছিস ? কী একটা কথা আছে ইংরেজিতে, ওই যে, রোম শহরে বাস করতে হলে ওদের মতো থাকতে হবে। তুই শালা দলছুট। মাল খাবি ?’

www.MurchOna.com

‘অ্যাঁ ! নাঃ। তুই খাস নাকি ?’

‘মাঝে মাঝে। হঠাৎ হঠাৎ। তুই খাস না ?’

‘ভাত খাওয়ার পয়সা পকেটে থাকে না তো মাল।’ জয়দীপ ঠোঁট কামড়াল, ‘রতন খুব ড্রিঙ্ক করে, না ?’

‘সবই জেনে গেছিস এর মধ্যে ! দ্যাখ জয়, তুই এখনও সেই আগের মতো ভাল ছেলে হয়ে আছিস। বাই চান্স একটা ভদ্দরলোকের চাকরি যদি না পাস তা হলে তোর কপালে দুঃখ আছে। রতন নিজের কামাই-এর পয়সায় মাল খেলে তোর কিছু বলার নেই এটা বুঝতে চেষ্টা কর। ওহো, তুই যাবি না ?’

‘কোথায় ?’

‘নটরাজ হোটেলে ?’

‘ধ্যাৎ।’

‘ধ্যাৎ কী রে ? তোকে ওভাবে যেতে বলল !’

‘আমি কি গোয়েন্দা যে যাব।’

‘তা হলে বললি কেন ?’

‘আমি তোকে ঠাট্টা করছিলাম।’

‘কিন্তু ওরা সিরিয়াসলি নিয়েছে। আচ্ছা, ধর ওরা খুব সমস্যায় পড়েছে। গোয়েন্দা খুঁজছে যখন, তার মানে পুলিশের কাছে যেতে চাইছে না। তুই যদি সেই সমস্যার সমাধান করে টু-পাইস রোজগার করিস তাতে অন্যায় কোথায় ?’

‘আমি সমস্যার সমাধান করব ?’

‘আমি তোকে হেল্প করব। ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। দুটো মাথা এক করলে রাস্তা বের হলেও হতে পারে। আর যদি না পারিস তা হলে ফোনে বলে দিবি পারলি না। এর মধ্যে কোনও অন্যায় নেই।’

‘না। এটা এক ধরনের প্রতারণা করা। ওদের বিশ্বাসকে ঠকানো।’

‘নো। ধর, তুই অ্যাক্টিং করছিস। অ্যাক্টিংটা ঠিক হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে যাওয়া। এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নে। চল ইয়ার।’

ইচ্ছে তো হচ্ছিল না উলটে ভয় করতে লাগল। কিন্তু সুনীল এত জোর করতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত জয়দীপের মনে হল ব্যাপারটাকে অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে ধরা যেতে পারে। সে কোনও মিথ্যে আশ্বাস দেবে না। সমস্যা শোনার পর যদি মনে হয় তার দ্বারা সমাধান করা অসম্ভব তা হলে অক্ষমতা জানিয়ে চলে এলেই হল।

জয়দীপ নিমরাজি হতেই সুনীল পাম্পের অফিসে ঢুকে কারও সঙ্গে কথা বলে একটা প্রাইভেট গাড়ির চাবি নিয়ে এল, ‘উঠে পড় ইয়ার। গাড়িতে করে না গেলে স্ট্যাটাস বাড়বে না।’

নটরাজ মাঝারি ধরনের হোটেল। জয়দীপের ছেলেবেলায় এই হোটেলটাকে খুব গ্ল্যামারাস বলে মনে হত। হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সুনীল বলল, ‘যা।’

www.MurchOna.com

'তুই ?'

'দূর। আমি গেলে তোর মর্যাদা কমে যাবে। ওরা আমাকে ট্যাক্সি ড্রাইভার হিসেবে জেনেছে। আমি তো সত্যি তাই। ঘুরে আয়। স্মার্টলি যাবি।'

জয়দীপ নামল। রিসেপশনে পৌঁছতেই খুব নার্ভাস হয়ে গেল সে। রিসেপশনিস্ট হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়েস স্যার ?'

জয়দীপ বলল, 'দুজন মহিলা আজ সকালে এই হোটেলে উঠেছেন।'

'নেম প্লিজ!'

নাম ? জয়দীপ আরও নার্ভাস হয়ে গেল। ট্যাক্সি থেকে নামার সময় ভদ্রমহিলা একটা নাম বলেছিলেন কিন্তু এখন কিছুতেই মনে পড়ছে না। সুনীলকে জিজ্ঞাসা করলে ও বলে দিতে পারে। এই ব্যাপারটা আলোচনা করা উচিত ছিল।

জয়দীপ বলতে পারল, 'নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তবে ওঁরা দুজন আজই এই হোটেলে উঠেছেন। সঙ্গে কোনও পুরুষ ছিল না।'

রিসেপশনিস্ট কয়েকটা কাগজ উলটে তাকালেন, 'আপনার নাম ?'

'জয়দীপ।'

'মিসেস মুখার্জি আপনার জন্যে তিনশো বারোতে অপেক্ষা করছেন।'

'মিসেস মুখার্জি, হ্যাঁ হ্যাঁ।' মনে পড়ে যাওয়ায় সলজ্জ হাসল জয়দীপ।

দরজায় নক করতেই ভেতর থেকে সাড়া এল। দরজা খুললেন অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের মহিলা, 'আসুন। বসুন। দিদি!'

পাশের ঘর থেকে সাড়া এল, 'যাচ্ছি।'

জয়দীপ বুঝল এঁরা নিঃসন্দেহে ধনী, কারণ একটা পুরো স্যুট নিয়ে রয়েছেন। এবার মিসেস মুখার্জি পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নমস্কার করলেন, 'আসুন জয়দীপবাবু। আমি ভেবেছিলাম আপনি বোধ হয় গুরুত্ব দেননি। বসুন।'

জয়দীপ আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসল। ভদ্রমহিলা উলটোদিকের সোফায় বসে বললেন, 'আমার বোন স্বাতীলেখা। যাদবপুরে পড়ছে। আচ্ছা বলুন তো, আপনি কি কোনও এজেন্সিতে চাকরি করেন ?'

'কেন বলুন তো ?'

'কিছু মনে করবেন না, আপনার বয়সটা এত কম তাই সন্দেহ এসেছে।'

'আপনার কাজ হওয়া নিয়ে কথা, তাই না ?'

'তা তো বটেই। তবে যাকে কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি তার সম্পর্কেও জানা দরকার।'

'সেটা না জেনে আসতে বলা কি ঠিক হয়েছে ?'

'হয়নি। আমরা এত ডিস্টার্বড ছিলাম যে মাথা কাজ করেনি।'

জয়দীপ হাসল, 'ধরে নিন আমি গোয়েন্দা নই। আপনারা একটা সমস্যায় পড়েছেন এটা সত্যি ঘটনা আর সেই সমস্যা থেকে যদি আমি উদ্ধার করতে

পারি তা হলে আপনারা উপকৃত হবেন। তাই তো ?'

'সেটা ঠিক।'

'আপনারা তো কলকাতা থেকে আসছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কলকাতায় এত প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি রয়েছে। তাদের সাহায্য নেননি কেন ? সেটাই তো সহজ হত।'

'আগেই বলেছি আমরা খুব ডিসটার্বড ছিলাম। আর কারও সাহায্য নেওয়ার কথা মাথায় এসেছে ট্রেনেতে, যখন এখানে আসছিলাম। আপনার দক্ষিণা কত ?'

'কাজ করতে না পারলে আপনাকে কিছুই দিতে হবে না।'

'ব্যাপারটা কতখানি গোপন থাকবে ?'

'যতখানি চান।'

'কীভাবে বিশ্বাস করব ?'

'সেটা আপনার ওপর নির্ভর করছে।'

মিসেস মুখার্জি সোফায় শরীর এলিয়ে দিলেন, 'জয়দীপবাবু, মনে হচ্ছে আপনি খুব সাকসেসফুল লোক নন। আপনার জুতো, জামাপ্যান্ট এত সাধারণ যা বেকার অথবা ছাত্ররাই ব্যবহার করে। কিন্তু তবু আমি এই ঝুঁকি নিচ্ছি। কাজটা করতে পারলে আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব। এ ছাড়া আপনার আনুষঙ্গিক খরচ যা হবে তা পাবেন। রাজি আছেন ?'

'কাজটা কী তা আগে জানতে চাই।'

'আমার এই বোনকে দেখছেন সমস্যাটা ওর।' মিসেস মুখার্জি কথাটা বলতেই স্বাতীলেখা পাশের ঘরে চলে যাচ্ছিল। মিসেস মুখার্জি আপত্তি করলেন, 'না, তোর এখানে থাকা উচিত। বাস্তবকে ফেস কর। হ্যাঁ, শি ওয়াজ ইন লভ যাকে আমরা কেউ চিনি না। ইউনিভার্সিটিতে ওর সঙ্গে পরিচয়। ও জানত ছেলেটি ওখানেই পড়ে, হোস্টেলে থাকে। এটুকু শুধু জানা গেছে ওর বাড়ি জামশেদপুরে। এই ছেলেটির হদিশ বের করে দিতে হবে আপনাকে।'

'কোথায় থাকে ?'

'আশ্চর্য! সেটা জানলে আমরা আপনার সঙ্গে কি কথা বলতাম ?'

'নাম কী ?'

'বিজয় গুপ্তা। ছেলেটি অবাঙালি হলেও চমৎকার বাংলা বলে। ছয় ফুট লম্বা, খুব হ্যান্ডসাম। ওর বাবার নানান রকমের বিজনেস আছে। অর্থবান লোক।'

'এরকম তথ্য পেলে পুলিশ আপনাকে পৌঁছে দিতে পারত।'

'পুলিশের কাছে আমরা যেতে চাইছি না।'

'ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে ঠিকানা পাননি ?'

'না। কারণ সে ওখানে থাকত না এবং ইউনিভার্সিটিতে পড়তও না।'

'সে কী ?'

'হ্যাঁ। ব্যাপারটা একদম ভাঁওতা। স্বাতীলেখাকে এক্সপ্লয়েট করেছে সে।'

জয়দীপ একমুহূর্ত ভাবল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'মিসেস মুখার্জি, আপনারা যখন ছেলেটির চরিত্র জানতে পেরেছেন তখন নিশ্চয়ই আর সম্পর্ক রাখবেন না। ওঁর মনে ইমোশনাল ব্যাপারটা আর থাকা উচিত নয়। শুধু ভাঁওতা দিয়ে প্রেম করেছিল বলে আপনারা চেজ করে যদি ছেলেটিকে ধরেন তার জন্যে কি শাস্তি দেওয়াতে পারেন ? তার চেয়ে কোনও ক্ষতি হয়নি যখন ব্যাপারটা ভুলে যাওয়াই তো ভাল।'

'ক্ষতি হয়েছে।' মিসেস মুখার্জি নিচু গলায় বললেন।

'তার মানে ?' জয়দীপ চমকে দেখল কিন্তু স্বাতীলেখার শরীরে বিবাহিতা মহিলার কোনও চিহ্ন নেই।

'আমার বোনকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ও কনসিভ করেছে। যখন আমরা জানতে পেরেছি তখন অনেকটা সময় কেটে গেছে। তা ছাড়া বিজয়ের সঙ্গে কথা না বলে ও অ্যাবরশন করাতে চাইছে না। এ দেশের মেয়েরা চিরকাল যে বোকামি করে ও তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। অথচ এটা কেউ জানুক সেই ঝুঁকি আমি নিতে পারি না। এই বিজয়কে খুঁজে বের করতে আপনি কতদিন সময় নেবেন ?'

'আমি চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি পারি।'

মিসেস মুখার্জি উঠে টেবিলে রাখা একটা হ্যান্ডব্যাগ খুলে পার্স বের করে টাকা তুলে নিয়ে এসে সামনে রাখলেন, 'এটা অ্যাডভান্স হিসেবে রাখুন। আমার মনে হয় ওর আসল নাম বিজয় গুপ্তা নয়। ওটাও মিথ্যে। প্লিজ, আপনি যদি ওকে খুঁজে বের করতে পারেন।'

'খুঁজে পেলে আপনারা কী করবেন ?'

'ও কথা বলবে। কী উত্তর দেয় তার পর ঠিক করব দিল্লি যাব কি না।'

'দিল্লি ?'

'আমি ওখানেই থাকি।'

জয়দীপ উঠে দাঁড়াল, 'আমি এই শহরে জন্মেছি, বড় হয়েছি। আমি চেষ্টা করব খুঁজে বের করতে। কিন্তু একটা সত্যি কথা আপনাকে বলা দরকার।'

'বলুন ?'

'আমি গোয়েন্দা নই। এম-এ পাশ করে কলকাতায় চাকরির চেষ্টা করছি। তখন রসিকতা করে বলেছিলুম গোয়েন্দাগিরি করি। এটা শোনার পর যদি আপনি মনে করেন আমাকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া যায় না তা হলে স্বচ্ছন্দে টাকাটা তুলে নিতে পারেন। আপনাদের সমস্যার কথা আমি কাউকে বলব না।'

মিসেস মুখার্জি তাকালেন। দেখে বোঝা যাচ্ছিল তিনি বেশ অবাক হয়ে

www.MurchOna.com

গিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত মাথা নাড়লেন তিনি, 'এখন এটা কোনও ম্যাটার করে না। যদি প্রথমেই বলতেন তা হলে ব্যাপারটা হয়তো অন্যরকম হত। আপনাকে কী ভাবে কন্ট্যাক্ট করব ? যদি প্রয়োজন হয় !'

'আমার কোনও ফোন নাম্বার নেই। এখানে আমার মামা থাকেন, তাঁর ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি।' টেবিল থেকে কাগজ তুলে নিল জয়দীপ।

সুনীলের গাড়িতে উঠেই জয়দীপ প্রশ্ন করল, 'জামশেদপুরের কোন বড় ব্যবসায়ী আছে যার টাইটেল গুপ্তা ? মনে করতে পারিস ?'

'অনেকে আছে। কোন গুপ্তা ?'

'যার ছ ফুট লম্বা ছেলে আছে। বলেছে ওর নাম বিজয় গুপ্তা।'

'ছ ফুট লম্বা ?'

'হ্যাঁ। হ্যান্ডসাম দেখতে। ওরা তার খোঁজ করছে।'

'ঠিকানা জানে না ?'

'না।'

'মাল দেবে ?'

'হ্যাঁ। পাঁচ হাজার। এক হাজার অ্যাডভান্স দিয়েছে।'

'সাবাস। আর তুই কাজটা নিতে চাইছিলি না। ওখানে কীভাবে কথা বলেছিস ? বেশ জিরো জিরো সেভেন ভাব দেখিয়েছিস তো ?

'না। আমি বলেছি গোয়েন্দাগিরি করি না। বেকার।

'যাঃ। তুই কি পাগল ? আর তার পরেও কাজটা দিল ? তাজ্জব ব্যাপার।' সুনীল কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না।

হুইস্কির বোতল টেবিলে রেখে সুনীল বলল, 'আরাম করে বস। এখানে সবাই আমাকে চেনে, খাতির করে, তোর ভয়ের কোনও কারণ নেই ইয়ার।'

সুনীলের বারংবার অনুরোধে গাড়ি থেকে নেমে এখানে আসার পথে যে প্রশ্নটা সে করেছিল এখন সেটা আবার না করে পারল না, 'জামশেদপুরে এরকম লিগ্যাল বার আছে ?'

এবার বিরক্ত হল সুনীল, 'লিগ্যাল কি ইললিগ্যাল তাতে তোর কী ? তুই আমার সঙ্গে এসেছিস, ব্যস, তোর কোনও চিন্তা নেই। বিহারে এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।'

'কিন্তু আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন এ সব ছিল না।'

'থাকলেও জানতাম না আমরা। তা ছাড়া তখন জামশেদপুর ছিল টাটাদের শহর। এখন পুরো বিহার মাফিয়াদের। যে কোনও লোককে তুই পয়সা দিয়ে খুন করাতে পারিস চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। লোকটা যে রকম নামী সে রকম টাকা লাগবে। এ সব আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। কেন ? কলকাতায় বার নেই ? আমি একবার কলকাতায় গিয়ে সঙ্গীর সঙ্গে বারদুয়ারী বলে একটা দোকানে ঢুকেছিলাম। আই বাপ ! মাথা ঘুরে যায়।'

'কলকাতায় বারগুলো বেআইনি নয়।' বলতে বলতে জয়দীপ দেখল সুনীল গ্লাসে মদ ঢালছে। সে হাত নাড়ল, 'আমি খাব না।'

সুনীল তাকাল তারপর বলল, 'জো মর্জি।'

গ্লাসে চুমুক দিয়ে শান্ত গলায় বলল সুনীল, 'এখানে কফি পাওয়া যায় না। কোল্ড ড্রিঙ্ক খেতে পারিস। নইলে লোকে তোর দিকে সন্দেহের চোখে তাকাবে।'

'সন্দেহ করবে কেন ?'

'এ সব জায়গায় তো সাধুসন্ন্যাসীরা আসে না। এলে মতলব নিয়ে আসে।' সুনীল একটা রাম আর কোকোকোলা দিতে বলল।

'রাম বললি কেন ?'

'এখানে কেউ শুধু কোকোকোলা চায় না।'

'দ্যাখ, আমাকে এখানে এনে কীরকম অসুবিধে হচ্ছে তোর।'

'মারো গোলি। এবার কাজের কথায় আসা যাক। বিজয় গুপ্তার খোঁজ তোকে পেতেই হবে। কিন্তু তাকে এদের কী জন্যে দরকার।'

'লোকটা ওদের ঠকিয়েছে।'

'কত ?'

জয়দীপ তাকাল। সত্যি কথাটা বলতে খারাপ লাগল। একটি মেয়ের ব্যক্তিগত দুর্বলতা কেউ বাধ্য না হলে প্রকাশ করে না, সুনীলকে সেটা জানিয়ে কি লাভ হবে ? জয়দীপ বলল, 'আমি জিজ্ঞাসা করিনি।'

'পাঁচ হাজার দেবে বলেছে যখন তখন মোটা মাল হাতিয়েছে বিজয় গুপ্তা। বিজয় নামটা আসল কি না তাতে আমার সন্দেহ আছে। ভুল করে টাইটেল ঠিক বললে একটা রাস্তা আছে। টেলিফোন গাইড দেখে জামশেদপুরে যত গুপ্তা আছে বের করে তাদের বাড়িতে খোঁজ করতে পারিস।'

'পাগল। হয়তো দেখবি এক হাজার গুপ্তা আছে। তো ?'

'কিন্তু তুই অ্যাডভান্স যখন নিয়েছিস তখন কাজটা তো করতেই হবে।'

'এই জন্যে আমি যেতে চাইছিলাম না, তুই জোর করে পাঠালি ! যদি কাল কিছু না বের হয় তা হলে টাকাটা ফেরত দিয়ে আসব।'

'দূর শালা। মাল একবার পকেটে এলে কেউ ফেরত দেয় ?'

রাম এবং কোকোকোলা এল। গ্লাসে কোকোকোলা ঢেলে চুমুক দিল জয়দীপ। স্বাদটা ঠিক আছে তো ? এরকম জায়গায় কোনও বিশ্বাস নেই। হিন্দি সিনেমার নীচের তলায় গুণ্ডারা যেরকম আস্তানায় মদ খায় এর সঙ্গে তার তফাত নেই। আশেপাশে যারা খাচ্ছে তাদের চেহারাপত্তর সুবিধের নয়।

এই সময় দুজন লোক ভেতরে ঢুকল। কোন টেবিল খালি আছে দেখতে দেখতে এদিকে চোখ পড়ল তাদের। জয়দীপ দেখল ওদের একজন হাত তুলতেই সুনীলও হাত নাড়ল। টেবিলের পাশে চলে এসে সেই লোকটি বলল, 'আরে সুনীল, তুমি এখানে ?'

www.MurchOna.com

'কী করব দাদা। গাড়ি বিগড়েছে তাই আমি বেকার।'

'বসতে পারি ?'

'জরুর।'

ওরা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। সুনীলের সঙ্গে যে কথা বলছে সে বেশ ছিপছিপে ভদ্র চেহারার লোক। চোখে চশমা আছে। দেখেই বোঝা যায় বিদ্যা এবং অর্থের অভাব নেই। ওর সঙ্গীটি সম্ভবত ব্যায়ামট্যায়াম করে। মোটা গোঁফ আছে।

সুনীল বলল, 'এ আমার ছেলেবেলার বন্ধু, জয়দীপ। কলকাতায় পড়াশুনো করেছে। খুব ভাল ছেলে। ওর সামনে সব কথা বলতে পার। জয়দীপ, কাপুর সাহেবের সঙ্গে আলাপ কর। বহুৎ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল আদমি।'

কাপুর হাত তুলে থামতে বলল সুনীলকে। তারপর বেয়ারাকে একটা গ্লাস দিতে বলল। কাপুরের সঙ্গী কোনও কথা বলছিল না। সুনীল জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে দরকার ছিল ?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল কাপুর, 'ছিল। আমার লোক খবর দিল তুমি এখানে এসেছ। গাড়ি কবে চালু হবে ?'

'কাল।'

'তো ঠিক আছে। কাল একটা ট্রিপ মেরে দাও।'

'ওটা পরশু করো বস।'

'কেন ?'

'কালকের কাজের জন্যে অ্যাডভান্স নিয়ে নিয়েছি।'

'অ !'

'আমার ওপর রাগ কোরো না বস। কথার খেলাপ এই লাইনে চলে না।'

'ঠিক হ্যায়।' কাপুর মাথা নাড়ল। বেয়ারা গ্লাস এনে দিতে সুনীল হুইস্কি ঢেলে দ্বিতীয় লোকটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'কাপুর সাহেব তোর মতো, এ সব চলে না।'

কাপুর এবার তাকাল জয়দীপের দিকে, 'আপনি কী করেন ?'

'কিছু না। পড়াশুনো শেষ করে চাকরি খুঁজছি।'

এই সময় একজন লোক এগিয়ে এসে কাপুরের কানের পাশে মুখ নামিয়ে কিছু বলল। কাপুর মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই লোকটা চলে গেল। কাপুর এবার দ্বিতীয় লোকটির দিকে তাকাল, 'মিশ্রজি, পাটনা থেকে নতুন এস পি আসছে। এ কে লুথার। চেনেন ?'

'লুথার ?' লোকটা যেন চমকে গেল।

'রয়েল বেঙ্গল টাইগার ?'

'ঠিক তাই।'

'এখানে এলে বেড়াল হয়ে যাবে। কোনও চিন্তা নেই।'

'কিন্তু— !'

'ধ্যেৎ মশাই। আপনি সবসময় কিন্তু কিন্তু করে গেলেন। আপনার প্রোটেকশন নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকলে খোলাখুলি বলুন।'

'না-না। তা বলছি না।' এক চুমুকে গ্লাসের দুই-তৃতীয়াংশ শেষ করে ফেলল লোকটা।

এ বার সুনীল জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা কাপুর সাহেব, বিজয় গুপ্তা বলে কাউকে চেনেন ?'

'কোন বিজয় ?'

'আমরা ওর ঠিকানা জানি না। শুনেছি ওর বাবার বড় ব্যবসা আছে, দেখতে ভাল ; ছ ফুট লম্বা, বয়সও বেশি নয়। ব্যস, এ টুকুই।'

'জামশেদপুরে থাকে ?'

'হ্যাঁ। তবে কলকাতায় ছিল অনেকদিন।'

'কী করত সেখানে ?'

'সেটা জানি না।

'নাঃ। বিজয় নামের কাউকে আমি চিনি না যে ছয় ফুট লম্বা।'

'নামটা ভুল হতে পারে।'

এ বার কাপুর অদ্ভুত চোখে তাকাল, 'ধান্দাটা কী ?'

'আমার এই বন্ধু ওই রকম চেহারার একজনকে খুঁজছে। কলকাতায় ওর কাছে টাকা ধার করেছিল লোকটা।' সুনীল হাসল।

কাপুর এবার জয়দীপের দিকে তাকাল, 'আপনি তো চাকরি খুঁজছেন, অথচ অচেনা লোককে টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আপনার আছে দেখছি। মিশ্রজি, আপনি এখানে থাকবেন না যাবেন ?'

মিশ্র তখন দ্বিতীয় গ্লাস শেষ করছে, বলল, 'যো হুকুম। কাপুর সাহেব, ইনি ট্যাক্সি চালান, খবরটা ওঁকে দেব ?'

কাপুর মাথা নাড়ল।

মিশ্রজি বলল, 'কাল চক্রধরপুরে কাজ পড়লেও যাবেন না। স্পেশ্যাল রেড হবে ওই রাস্তায়।' গ্লাস শেষ করে উঠে দাঁড়াল লোকটা।

কাপুর বলল, 'নিশ্চয়ই ওই রাস্তায় সুনীল যাচ্ছে না। ওকে— !'

ওরা বেরিয়ে গেল। জয়দীপ দেখল সুনীলের চোয়াল যেন ঝুলে পড়েছে। সে ডাকল, 'সুনীল, এই সুনীল, ওই ভাবে তাকিয়ে আছিস কেন ?'

'শালা, হারামি !' সুনীল বিড়বিড় করল।

'কী হয়েছে ?'

'ওরা জানে আমি কালকে চক্রধরপুর যাব। খবরটা লিক হয়ে গিয়েছে। বড়বাবু আমাকে শাসিয়ে গেল, গেলেই ফাঁসাবে। উঃ, কী করি এখন ?'

'বড়বাবু মানে ?'

'ওই যে মিশ্রজি, থানার ও সি। এখন কাপুরের চামচা।'

কিন্তু তুই ভয় পাচ্ছিস কেন ?'

www.MurchOna.com

'আমি কি পেশেন্ট নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছি যে বুক ফুলিয়ে যাব। যে সব পার্টি দুনম্বরি মাল এ পাশ ও পাশ করে তাদের এক দলের কাজ নিয়ে যাচ্ছি। ওদেরই কেউ খবরটা বিক্রি করে দিয়েছে কাপুরকে।'

'তা হলে বলে দে তুই যেতে পারবি না।'

'কেন ? কেন যেতে পারব না ? মাল নিয়ে না বললে ওরা ছবি করে দেবে আমাকে।'

'তুই বলে দে মিশ্রজির কথা।'

কপালে হাত দিল সুনীল, 'তুই বুঝবি না জয়। কথাটা ওদের বললে ওরা আমাকেই সন্দেহ করবে। ভাববে আমিই কাপুরকে ইনফরমেশন দিয়েছি। ওরা বিশ্বাসই করবে না কাপুর বড়বাবুকে দিয়ে আমায় খবরটা দিয়ে গিয়েছে।'

জয়দীপ জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি তো। ওরা তোকে রাস্তায় ধরতে পারত। তা না করে আগের রাত্রে ওয়ার্নিং দিতে এল কেন ?'

'নিশ্চয়ই কোনও ধান্দা আছে। গাড়ি আজ ঠিক হয়ে যাবেই। তা হলে কাল না গিয়ে আমার কোনও উপায় নেই। উঃ।'

'গাড়ি যদি ঠিক না হয় ?'

'মানে ? গ্যারেজওয়ালা গাড়ি ঠিক করে রাখবেই।'

'রাখুক। ওই গাড়ি আজ রাত্রে খারাপ করে দিলে কাল তোকে কি অন্য গাড়ি নিয়েও যেতে হবে ?' জয়দীপ জিজ্ঞাসা করল।

'না। আমার ট্যাক্সি ছাড়া আমি বাইরে যাব না এটাই নিয়ম।' হাত বাড়াল সুনীল, 'দারুণ বলেছিস ! যেমন করে হোক আজ রাত্রে গাড়িটা খারাপ করে দিয়ে আসতে হবে। তুই গাড়ির কিছু বুঝিস ?'

'না।' মাথা নাড়ল জয়দীপ।

'ঠিক আছে। চল। মাল খাওয়া ভোগে গেল।' টাকা পয়সা মিটিয়ে সুনীল যখন বাইরে এল তখন ঘড়িতে সাড়ে নটা। জয়দীপের মনে হল এখন বাড়ি ফেরা উচিত। একসময় মামার বাড়িতে আইন ছিল সন্ধে হবার আগেই বাড়িতে ফিরতে হবে। সেই আইন বলবৎ যদি নাও থাকে তা হলেও সাড়ে নটাই শোভনসীমা।

গাড়িতে উঠে সুনীল বলল, 'আটটায় গ্যারেজ বন্ধ হয়ে যায়। চল, ঘুরে আসি। কপালে থাকলে— !'

জয়দীপের মনে হচ্ছিল সুনীলকে বলবে তাকে নামিয়ে দিতে। কিন্তু সুনীলের মুখের অবস্থা দেখে সে সঙ্কোচ বোধ করল।

রাস্তার একপাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সুনীল বলল, 'তুই গাড়িতে বস, আমি ঘুরে আসছি।'

জয়দীপ দেখল রাস্তাটা নির্জন এবং ছায়াছায়া। গ্যারেজ নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও রয়েছে। জয়দীপের বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। এই গাড়ি সুনীলের নয়। পাম্প থেকে ম্যানেজ করে এনেছে। এখন যদি পুলিশ তাকে ধরে তা হলে

কোনও জবাবই দিতে পারবে না।

তার মাথায় আরও দুটো ভাবনা ভারি হচ্ছিল। হঠকারী হয়ে এক হাজার টাকা অগ্রিম নিয়ে এসে খুব ভুল করেছে সে। খড়ের গাদা থেকে সূচ খুঁজে বের করতে ফেলুদারা পারে, তার সেই এলেম নেই। এই টাকা ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। কাল সকালে টাকা ফেরত দিয়ে সে পোস্ট অফিসে যাবে। যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তা হলে চিঠি নিয়ে দুপুরের ট্রেন ধরে কলকাতায় পৌঁছাবে।

দ্বিতীয় ভাবনাটা সুনীলকে নিয়ে। জামশেদপুরের আন্ডারওয়ার্ল্ডের মানুষদের সঙ্গে সুনীলের যোগাযোগ স্পষ্ট। হোক না ছেলেবেলার বন্ধু, এখন ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে। আগামীকাল সুনীল নিশ্চয়ই বেআইনি জিনিস নিয়ে চক্রধরপুর যাচ্ছে। যারা মাল পাঠাবে তারা মোটা মুনাফা লুঠবে এবং সুনীল সাধারণ ভাড়ার কয়েকগুণ ঝুঁকি নিচ্ছে বলে পাবে। এই বেআইনি মাল কোকেন হেরোইন হতে পারে। প্রাণের ঝুঁকি আছে বলে সুনীল কালকের যাওয়াটা বাতিল করার জন্যে কারণ খুঁজছে। আর বোকার মতো সুনীলকে একটা পথ সে-ই বাতলে দিয়েছে। শুধু আগামীকাল নয়, এই বেআইনি ব্যবসায় সুনীল ভবিষ্যতে নিজেকে আর জড়াবে না এমন প্রতিজ্ঞা কখনও করতে পারবে না। এদের কাছে যে কোনও প্রকারে রোজগার করাটাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নীতি আদর্শের কোনও বালাই নেই। সঙ্গে সঙ্গে রতনের কথা আবার মনে এল। রতনও এই ব্যবসায় আছে। এই রতনদের মতো কেউ সুনীলকে আগামীকাল ভাড়া করেছে। তবে কাপুরকে দেখে মনে হল, রতনদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং অর্গানাইজড দল।

এই সময় একটা গাড়ি উলটোদিক থেকে হেডলাইট জ্বালিয়ে এগিয়ে আসছিল। পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল গাড়িটা। তারপর ব্যাক করে পাশে চলে এল। জয়দীপ মনের অবস্থা চেপে রেখে হাসিহাসি মুখ করে তাকাল। গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসে আছে একজন বুড়ো ড্রাইভার। লোকটা হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল, 'এ গাড়ি কোথাকার ?'

'কেন ভাই ?' জয়দীপ পাল্টা জিজ্ঞাসা করল।

'আপনার গাড়ি ?'

'না। আমার বন্ধু নিয়ে এসেছে।'

'কোথায় তিনি ?'

'আপনার কী দরকার ?'

'কারণ আছে।' লোকটা গাড়ি থেকে নেমে এল।

জয়দীপ বিপদের গন্ধ পেল। সে পেছনের দিকে তাকিয়ে কোথাও সুনীলকে দেখতে পেল না। লোকটা ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, 'এই গাড়ি আজ আমি পাম্পে রেখে এসেছিলাম। আমাদের কোম্পানির গাড়ি। আপনি আমার সঙ্গে থানায় চলুন।'

www.MurchOna.com

জয়দীপ নেমে এল গাড়ি থেকে, 'ঠিক আছে। আর একটু অপেক্ষা করুন। পাম্প থেকে যে গাড়িটা নিয়ে এসেছে সে কাছেই একটা কাজে গিয়েছে। আমি কিছু জানি না। গাড়ি চালাতেও পারি না। যা বলার সে এলে না হয় বলবেন।'

'কী নাম তার ?'

'সুনীল গুপ্ত।'

লোকটা ঝুঁকে গাড়ির মধ্যে কিছু দেখতে পেয়েই হাত বাড়াল। জয়দীপ দেখল সুনীল যে চাবি নিয়ে যায়নি লোকটা তা খুলে নিল। চাবি পকেটে ঢুকিয়ে লোকটা বলল, 'আমি ফোন করতে যাচ্ছি, না আসা পর্যন্ত আপনারা এখানে অপেক্ষা করবেন।'

'কী আশ্চর্য ! আপনি তো হাওয়া হয়ে যেতে পারেন।'

লোকটা হাসল, 'আমার এই গাড়ি এখানে থাকছে।' বলে হন হন করে হাঁটতে লাগল। জয়দীপের গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। ফোন করতে যাওয়া মানে আরও লোক ডেকে নিয়ে আসা। থানায় ফোন করলে তো কথাই নেই। এ সব ঝামেলায় পড়তে হবে জানলে সে কখনওই সুনীলের সঙ্গে আসত না। এখন সে পালিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারে। কেউ দেখার নেই। কিন্তু সেটা করতেও বাধল জয়দীপের।

লোকটি ফিরে আসার আগেই সুনীল এল। সামনে এসে এক গাল হাসল সে, 'শুধু কাল কেন, পরশুও লেগে যেতে পারে গাড়ি ঠিক হতে। লুকিয়ে ভেতরে ঢুকে নিজের গাড়ির বারোটা নিজেই বাজিয়ে দিয়েছি। এ শালা কেউ কোনওদিন শুনেছে ? নে ওঠ, এখান থেকে চলে যাই।' ড্রাইভিং সিটে উঠে হাত বাড়িয়ে অবাক হল সুনীল, 'আরে ! চাবি কোথায় গেল ?' নিজের পকেটে হাত দিল সে।

'নিয়ে গিয়েছে।' জয়দীপ গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা বলল।

প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেল সুনীল, 'যাঃ শালা। আজ দেখছি কপাল বহুৎ খারাপ।' তারপরেই সামলে নিয়ে বলল, 'তো কী হয়েছে ? আমি তো চুরি করিনি। পাম্প থেকে বলেই নিয়ে এসেছি। রংবাজি করলেই হল ?'

'বাঃ, অন্যের গাড়ি তুই এ ভাবে নিয়ে আসতে পারিস ?'

'কেন পারব না। ইলেকট্রিকের কাজের জন্যে পাম্পে গাড়ি রেখেছিল। পাম্পের ইলেকট্রিক মেকানিক সারাই করার পর আমাকে বলেছে একটু ট্রায়াল দিয়ে দেখতে। তাই দেখতে এসেছি। তাই বলে চাবি নিয়ে চলে যাবে ?'

বুড়ো লোকটা ফিরে আসার পর সুনীল তাকে একই কথা বোঝাচ্ছিল। যদি সন্দেহ থাকে তা হলে পাম্পে গিয়ে যাচাই করলেই হবে। এ গাড়ির হেডলাইটের বালব বারবার কেটে যাচ্ছিল। ফিউজ তার সারিয়েও কাজ হচ্ছিল না। তাই একটা স্পেশ্যাল সুইচ লাগিয়েছে মেকানিক। তারই ট্রায়াল দিচ্ছিল সে। ওরা যখন এ সব কথা বলছে তখন জয়দীপ পায়ে পায়ে খানিকটা দূরত্বে

www.MurchOna.com

সরে একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়াল। তার মনে হচ্ছিল কাছাকাছি থাকা ঠিক হবে না।

এই সময় একটা মারুতি গাড়ি প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে এসে সশব্দে গাড়ি দুটোর পাশে থেমে গেল। বুড়ো ড্রাইভার ছুটে গেল গাড়িটার কাছে, 'ছোটে মালিক, এ বলছে পাম্প থেকে মেকানিক ট্রায়াল দিতে পাঠিয়েছে।'

'রাত্রে কেউ ট্রায়াল দেয় নাকি ? শালাকে থানায় নিয়ে চল।'

সুনীল এগিয়ে গেল, 'ভাইসাব, লাইটের ডিফেক্ট দিনের আলোয় ট্রায়াল দিয়ে কে কবে বুঝতে পেরেছে ? বিশ্বাস না হয় পাম্পে চলুন।'

লোকটা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'আজিজ, তুমি আগে যাও, ও মাঝখানে থাকবে আমি পেছনে। পালাবার চেষ্টা করলে গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেব।'

বুড়ো ড্রাইভার চাবি ফেরত দিতে সুনীল গাড়ির কাছে যেতে যেতে ডাকল, 'জয়দীপ !'

অগত্যা পায়ে পায়ে গাড়ির দরজায় চলে গেল জয়দীপ।

সামনে বুড়োর গাড়ি, পেছনে মারুতি, মাঝখানে গাড়ি চালাতে চালাতে সুনীল বলল, 'এ শালা বহুৎ খতরনাক লোক বলে মনে হচ্ছে।'

এই অবস্থাতেই হাসল জয়দীপ, 'জামশেদপুরের সবাই দেখছি মাফিয়া হয়ে গেছে।'

'আরে ভাই হাসিঠাট্টার কথা না ; এখানে যে মাল বানাবে তার আর্মস আর আর্মি না থাকলে চলবে না। তবে আমার কোনও ভয় নেই। কালকের দিনটায় বড় ফাঁড়া ছিল সেটা ম্যানেজ হয়ে গিয়েছে।'

পাম্পে তখনও আলো জ্বলছে। সন্ধেবেলায় যত গাড়ি ছিল এখন সংখ্যা আরও বেড়েছে। রাতের জন্যে গ্যারেজ হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয় নিঃসন্দেহে। তিনটে গাড়ি একই সঙ্গে থামতেই মারুতি থেকে নেমে এল লম্বা লোকটা, 'অ্যাই, তুই নামবি না।'

সুনীল বলল, 'ভাই সাব, তুই তুই করে কথা বলবেন না।'

সঙ্গে সঙ্গে জোরে একটা শব্দ হল, গাড়ি কেঁপে উঠল। সুনীল বলল, 'আপনি আপনার গাড়িটাকেই জখম করছেন। ঠিক আছে, নামছি না, মেকানিককে ডাকুন।'

লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, 'মেকানিক ?'

পাম্পের ভেতরের ঘর থেকে একজন বেরিয়ে এল, 'মেকানিক ঘর চলা গিয়া সাব।'

'একে চেন ?'

লোকটা সুনীলকে দেখল, 'জি।'

সুনীল স্টিয়ারিং-এ আঙুলের বোল তুলল, 'শুনলেন তো ?'

'মেকানিক একে গাড়িটাকে ট্রায়াল দিতে বলেছিল ?'

'আমি জানি না সাব।'

লোকটা ঘুরে বুড়ো ড্রাইভারকে বলল, 'পুলিশকে ডাকছি। তুমি এখানে থাকো।' পকেট থেকে সেলুলার ফোন বের করল লোকটা। ঠিক তখনই একটা ভারী মোটর বাইক এসে থামল পাশে। পেছনে যে বসেছিল সে বাইক থেকে নেমে বলল, 'আরে অজয়বাবু ! আপনি এ সময় এখানে ? কী ব্যাপার ?'

লোকটা বোতাম টেপা বন্ধ করে বলল, 'দেশটার কী অবস্থা। আমার ড্রাইভার এখানকার মেকানিককে গাড়ি দিয়ে গিয়েছিল সারাবার জন্যে। আর এরা সেই গাড়ি চেপে ফূর্তি করতে বেরিয়েছিল। আমি ঠিক করেছি কিছুদিন কানুন হাতে নেব না। তাই পুলিশকে ডেকে পাঠাচ্ছি।'

'এত হিম্মত আপনার গাড়ি নিয়ে ফূর্তি করে ?' লোকটা এগিয়ে আসতেই জয়দীপ চিনতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেল। ততক্ষণে সুনীল নেমে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল আগন্তুক, 'আরে ! এতো সুনীল। নেহি নেহি, আপনার ভুল হয়েছে অজয়বাবু !'

'তুমি চেন একে ?'

'নিশ্চয়ই। ট্যাক্সি চালায়। এই পাম্পেই গাড়ি রাখে। আমাদের সঙ্গে লেনদেন আছে। ও আপনার গাড়ি না বলে নেবে না।'

লোকটা একমুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল, 'ঠিক হ্যায়। তোমার কথা মেনে নিলাম।' তারপর বুড়ো ড্রাইভারের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওই শালা মেকানিককে বলে দেবে এখন থেকে ট্রায়াল দিতে হলে যেন তোমাকে দিয়েই দেয়। আলতু ফালতু লোক আমার গাড়িতে হাত দিক এ আমি একদম পছন্দ করি না।'

দু-দুটো গাড়ি চলে গেলে সুনীল জিজ্ঞাসা করল, 'কৌন হ্যায় বে ?'

'তুমি চেন না ওকে ? নতুন শের। অজয় ভার্মা। এম পি বিজয় ভার্মার ছেলে।'

'বিজয় ভার্মার ছেলে ? সি এম কা দোস্ত ?'

'হ্যাঁ। ও যা বলে পুলিশ তাই শোনে। রতন গলা নামাল, 'সব ঠিক আছে ?'

'ওই জন্যে তো গিয়েছিলাম।'

'মানে ?'

'গাড়ি গরম হয়ে যাচ্ছিল, চাকা টানছিল। আজ গোকুলের গ্যারেজে গাড়ি দিয়ে বলে এসেছিলাম সকালে একদম ফিট চাই। গোকুল বলেছে হয়ে যাবে তবু মনে হল আর একবার গিয়ে দেখে আসি। কাল কাজ নিয়েছি, জবান বলে কথা আছে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম গ্যারেজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে আর তার পরেই এই চক্করে পড়লাম।'

'কিন্তু কাল তোমাকে যেতেই হবে।'

'আরে ঠিক আছে। সকালে গাড়ি পেয়ে গেলে কোনও প্রবলেম নেই।

'যদি না পাও ?'

'গোকুল কথা দিয়েছে, পাবই। কাউকে পাঠিয়ে দিও ওর গ্যারেজে।'

'ধরো, পেলে না। অন্য গাড়ি ব্যবস্থা করে রাখো।'

সুনীল মাথা নাড়ল, 'এ লাইনে সবাই জানে আমি অন্যের গাড়ি নিয়ে কাজে যাই না। যদি কিছু প্রবলেম হয় আমার হবে, অন্যকে ফাঁসাব কেন ? তা ছাড়া নিজের গাড়ি নিয়ে গেলে যে জোর পাই তা অন্যের গাড়িতে পাব না।'

'ঠিক আছে। কাল সকালে গোকুলের গ্যারেজে লোক যাবে।'

বাইকটা চলে যাওয়ার পর জয়দীপ নেমে এল, 'সুনীল ! রতন— ?'

সুনীল মাথা নাড়ল, 'একদম মুখ খুলবি না। যা দেখলি শুনলি তা ভুলে যা তুই। আমি তো আগেই তোকে বলতে পারতাম, বলিনি যখন তখন তুই এ ব্যাপারে মাথা ঘামাস না। কে কোন ধান্দায় আছে তাতে তোর কী ?'

জয়দীপ মাথা নাড়ল, 'আমি ভাবতেই পারছি না, সেই রতন— !'

'ভাবতে অনেক কিছু পারা যায় না। আমি রঞ্জি খেলছি না এটা ভাবতে পারিস ? ওই শালা ওপরওয়ালার মতো হারামি বেইমান যতদিন মানুষের ওপর লাঠি ঘোরাবে ততদিন এই রকম ভাবতে না পারা ঘটনা ঘটে যাবে। রতন এসে গিয়েছিল বলে আজ একটা বড় ঝামেলা থেকে বাঁচলাম। এম পির বাচ্চার কথায় পুলিশ বহুৎ মার মারত।'

'এম পির ছেলে অথচ তুই চিনিস না ?'

'এখানে বোধহয় থাকত না। আরে এম পিকেই আমি দু-একবার দেখেছি। এখানে যত গ্যাং কাজ করে সবাই এম পিকে মাল দেয়। লাস্ট ইলেকশনে ব্যালট বক্সে কাগজ ফেলেছে এ কে ফর্টিসেভেন হাতে নিয়ে এম পির সোলজাররা। কোন শালা একে হারায় ?'

নিজের কানকেই বিশ্বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল জয়দীপের। পশ্চিমবাংলায় যা কল্পনাও করা যায় না তা বিহারে সচ্ছন্দে সবাই মেনে নেয় ? এই ছেলে বাপের নাম রাখবে। দেখলে অবশ্য হিন্দি ছবির উঠতি হিরো বলে মনে হয়।

হঠাৎ সন্দেহটা ছোবল মারল মনে। ছেলেটা তো ছ ফুটের ওপর লম্বা। পরনে জিনস্ আর চামড়ার জ্যাকেট ছিল। হাঁটা চলায় খুব স্মার্ট। নাম অজয় ভার্মা। সুনীল বলছে এখানে ছিল না বলে ও ছেলেটাকে চেনে না। কোথায় ছিল ? এর চেহারার সঙ্গে বিজয় গুপ্তার চেহারার খুব মিল আছে। দুজনে এক লোক নয় তো ? বলব বলব করেও সুনীলকে সন্দেহের কথা বলল না সে।

মামা-মামির খাওয়া হয়ে গিয়েছিল ; মা দরজা খুলে বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলি ?'

'পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।'

'অ্যাদ্দিন পরে এসে এত রাত করলি। হাত মুখ ধুয়ে নে।'

www.MurchOna.com

খাওয়া-দাওয়ার পর মা বললেন, 'তোর শোওয়ার ব্যবস্থা আমার ঘরে করেছি। রতনের ফিরতে অনেক রাত হয়। যা শুয়ে পড়।'

'তুমি ?'

'ও আসুক।'

'আশ্চর্য ! ওর বাবা মা ঘুমাচ্ছে আর তুমি জেগে থাকবে ?'

'বিপাকে পড়লে অনেক কিছু মানুষ বাধ্য হয়ে মেনে নেয় খোকা। তখন প্রশ্ন করা বোকামি। তোর একটা কিছু হয়ে গেলে আমি মুক্তি পাব।'

'বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন তার কিছু অবশিষ্ট নেই, না মা ?'

'এমন কিছু তো রেখে যেতে পারেননি। তোর পড়াশুনা চালিয়ে যা ছিল তা এ সংসারের পেছনে খরচ করতে হয়েছে। যাদের কাছে থাকছি খাচ্ছি তাদের অভাব দেখে যক্ষের মতো সেই টাকা আঁকড়ে থাকাতে পারা যায় ?'

মায়ের ঘরের বিছানাটা বড়। এই খাটে ছেলেবেলায় শুত জয়দীপ। সেই চেনা গন্ধটা আজও নাকে এল। মামিমা রতনের ঘরে থাকতে বলেছিলেন বদান্যতা দেখিয়ে কিন্তু সেখানে যত সুবিধে থাক, এই গন্ধটা তো ছিল না। চোখ বন্ধ করে জয়দীপ প্রার্থনা করতে লাগল কাল পোস্ট অফিসে গিয়ে যেন ভাল খবর পায়।

ঘুম আসছিল না। জামশেদপুরে সে ছুটিছাটায় এলেও এ রকম জীবন কখনও দ্যাখেনি। এখন এখানে যেটা স্বাভাবিক চিরকাল তাকেই সে অন্যায় বলে মনে করে এসেছে। এতদিন ধরে বই পড়ে, সহবত শিখে, জীবনের একটা নির্দিষ্ট মানে তৈরি করে বড় হয়ে উঠে মনে হচ্ছে সে যেন মুর্খের স্বর্গে বাস করেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এদের চোখে তার ভাবনা মূর্খামি হতে পারে কিন্তু শেষ সত্যি এটাই। অল্প কিছুদিনের জন্যে ওরা হয়তো আরাম কিনতে পারবে কিন্তু প্রত্যেককেই একটা না একটা দিন ভয়ঙ্কর পরিণতির মুখোমুখি হতে হবেই।

জয়দীপের মনে স্বাতীলেখার মুখ ভেসে উঠল। নিষ্পাপ মুখে এখন কালো ছায়া চেপে বসেছে। মেয়েরা এমন ভুল করে কী করে ? অহনা তো কখনও এ কাজ করবে না। অহনা তাদের বন্ধু। তুই তোকারি সম্পর্ক। অনেক কথা স্বচ্ছন্দে ওর কাছে বলা যায়। আজ পর্যন্ত অহনা কাউকে বিশেষ বন্ধুত্বের সম্মান দেয়নি। প্রথম প্রথম জয়দীপের মনে প্রশ্ন আসত অহনা কাকে ভালবাসে ? অহনা একদিন বলেছিল ভালবাসলে মন অন্ধ হয়ে যায়। তখন বিচার করার ক্ষমতা হারিয়ে যায়। ভালবাসা বন্ধুত্বকেও মেরে ফেলে। তার চেয়ে সত্যিকারের বন্ধুত্ব অনেক ভাল। সেখানে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয় না বলে যুক্তি বেঁচে থাকে। স্বাতীলেখা যে অহনা হতে পারেনি তা বোঝাই যাচ্ছে। এখন মেয়েটার কী হবে ? মিসেস মুখার্জি ওকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে অ্যাবরশন করাবেন ? ভাবতেই শরীর গুলিয়ে উঠল জয়দীপের। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত এ ভাবে করতে হবে মেয়েটাকে ? আর সেই বিজয় গুপ্তার গায়ে এ

সবের আঁচ বিন্দুমাত্র লাগবে না ?

বিজয় গুপ্তা ? অজয় ভার্মার চেহারাটা মনে এল। লম্বায় ছয় ফুট হবেই। ফরসা, সুন্দর চেহারা। স্মার্ট। ছেলেটার ভুরু জোড়া। টেবিল থেকে একটা কাগজ কলম নিয়ে স্কেচ করার চেষ্টা করল। না, কিছুতেই মুখটা আসছে না। অনেক ধরে ধরে যখন খানিকটা মিলল তখন ভুরুটা জোড়া করে দিল। এবার যেন চেনা চেনা লাগছে। এই সময় রতন এল। দরজায় আওয়াজ হচ্ছে। বেল না টিপে দরজায় শব্দ করছে রতন। চিৎকার করে কিছু বলছে বলে মনে হল। জয়দীপ ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল মা তড়িঘড়ি করে এগোচ্ছেন। সে বলল, 'মা, আমি খুলছি, তুমি যাও।'

'এখন ওর সঙ্গে কথা বলিস না।' মা দাঁড়িয়ে গেল।

দরজা খুলল জয়দীপ। রতন টলছে। সেই অবস্থায় জিজ্ঞাসা করল, 'কে ?'

'আমি জয়দীপ। ভেতরে আয়।'

রতন কোনও কথা না বলে সোজা হয়ে হাঁটার চেষ্টা করে ভেতরে চলে এল, 'তুমি কেন ? আর সব কোথায় ? আমার পয়সায় খাবে পরবে ফুর্তি করবে আর আমি ফেরা পর্যন্ত জেগে থাকবে না ?'

'মা জেগে আছে।'

'পিসি তো জেগে থাকবেই। ওটা ওর ডিউটি। কিন্তু আমার পরম পূজনীয় বাবা মা কোথায় ? শালা ছারপোকার দল !' রতন নিজের ঘরের দিকে এগোল।

জয়দীপ প্রতিবাদ না করে পারল না, 'কী হচ্ছে কী ?'

'অ্যাই চুপ। তুমি কোনও কথা বলবে না। গুড বয় গুড বয়ের মতো থাকো। কিন্তু কীসের তুমি গুড বয় ? এম-এ বি-এ পাশ করলেই হল ? তোমার মা এ বাড়িতে ঝিগিরি করছে আর তুমি ইউনিভার্সিটি মারাচ্ছ ?' হাত নাড়ল রতন।

এবার মা এগিয়ে গেলেন, 'বাবা রতন, তুই ঘরে যা। হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নে।'

রতন কাঁধ নাচিয়ে তার ঘরে ঢুকে গেল। জয়দীপ দেখল মা চলে যাচ্ছেন তাঁর ঘরের দিকে। ওই মাতাল অবস্থায় নিষ্ঠুর সত্যি উচ্চারণ করে গেল রতন। ঝিমঝিম করতে লাগল শরীর। তারপরেই মনে হল নিজের মা-বাবাকে আক্রমণ করলেও পিসিমা সম্পর্কে ও একটাও খারাপ কথা ওই অবস্থায় উচ্চারণ করেনি বরং কোথাও সমবেদনা কাজ করেছে।

জয়দীপ রতনের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। রতন ততক্ষণে জামা খুলে ফেলেছে। কোমরের বেল্টের ভেতর থেকে টেনে যা বের করল তা যে একটা রিভলভার বুঝতে অসুবিধে হল না জয়দীপের। অস্ত্রটাকে বালিশের পাশে ফেলে রেখে ঘুরে দাঁড়াল সে। জয়দীপকে দেখতে পেয়ে জড়ানো গলায়

www.MurchOna.com

বলল, 'আবার কী হল !'

'তুই প্রচণ্ড ড্রিঙ্ক করেছিস !'

'এ বাড়িতে এই প্রথম কেউ কথাটা বলল।'

'এ সব করে কী লাভ ?'

'না করে তোমার কী লাভ হচ্ছে ? শোনো, চাকরির ধান্দা ছেড়ে এখানে চলে এসো। একটু টাফ হতে হবে দেখবে মাল্লু আপনাআপনি পকেটে এসে যাবে।'

'আমি ওটা কোনওদিন পারব না রতন।'

'পারব না বলে কোনও কথা নেই। এই আমিই কি চার বছর আগে ভাবতে পেরেছি এ সব পারব ? এখন আমার আর পেছনে তাকানোর কোনও দরকার নেই।'

'কিন্তু স্মাগলিং করে তুই তো সুখে নেই।'

'কে বলল ?'

'সব সময় টেনশন, পুলিশের ভয় তোদের নেই ?'

'টেনশন আছে। ভয় নেই। কোন ব্যবসায় টেনশন নেই ? আরে মানুষ বাঁচে বড় জোর সত্তর পঁচাত্তর। এই করতে করতে ঠিক ওই বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকব।'

'কাল চক্রধরপুরে যাস না।'

'তুমি জানলে কী করে ? হাউ ?' হঠাৎ সোজা হয়ে গেল রতন।

'তুই যখন সুনীলকে পাম্পে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলছিলি তখন আমি ওর গাড়িতে বসেছিলাম। তুই আমাকে লক্ষই করিসনি।'

'যাঃ শালা ! সুনীল তোমাকে কিছু বলেছে ? সত্যি কথা বলো ?'

'না। ও কিছু বলেনি।'

'তা হলে তুমি কিছু শোনোনি। মনে থাকে যেন কথাটা।'

'রতন, মারুতিতে চড়ে যে লোকটা পাম্পে এসেছিল সে কে ?'

'অজয় ভার্মা। এম পির ছেলে। কেন ?'

'খুব চেনা লাগছিল। কিন্তু এখানে দেখিনি।'

'এখানে অল্পদিন হল পাকাপাকি এসেছে। কলকাতায় থাকত। ওখানেই দেখে থাকতে পার। হোটেল করবে বলে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়তে গিয়েছিল। আমি এখন ঘুমাব গুড নাইট।' হাত নাড়ল রতন।

বেরিয়ে এল জয়দীপ। সন্দেহটা এখন প্রবল হচ্ছে। কলকাতায় থাকত অজয় ভার্মা। সে আর কিছু ভাবতে পারছিল না।

১৬

ঘুম ভাঙল একটু দেরিতে। মা মাজন বের করে দিলেন। ছেলেবেলায় এই মাজন আঙুলে নিয়ে দাঁত মাজতে হত তাদের। অভ্যেস চলে যাওয়ার বহুদিন বাদে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে অন্যধরনের মজা লাগে। তৈরি হয়ে

বাইরে বের হতেই সে দেখতে পেল মামা বাজার করে ফিরেছেন। মামিমা হেসে বলল, 'আয় বাবা, চা খা।'

'রতন ?'

'তার কি ঘুমোবার সময় আছে বাবা ! কাজ আর কাজ। সাত সকালে উঠেই কোনওরকমে চা খেয়ে বেরিয়ে গিয়েছে।'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মামা-মামিমাকে দেখল সে। গতরাত্রে রতন যে গলায় চেঁচিয়ে এঁদের ছারপোকা বলেছে তা শুনতে না পাওয়ার কোনও কারণ নেই। অথচ এঁদের চোখমুখ দেখে মনেই হচ্ছে না সেটা শুনেছেন।

জয়দীপ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কেমন আছেন ?'

মামিমা বললেন, 'ছেলেমেয়েরা সুখে থাকলে মা-বাবা ভাল থাকে। রতনের একটা ব্যবস্থা হয়েছে, এবার তোর হয়ে গেলে নিশ্চিন্তি।'

জয়দীপ বলল, 'আপনারা কি জানেন রতন প্রচণ্ড ঝুঁকি নিচ্ছে ?'

মামা এবার এগিয়ে এলেন, 'দ্যাখো জয়, ঝুঁকি না নিলে ব্যবসায় আয় হয় না। ঝুঁকি নিতে চায় না বলেই বাঙালি জাতটার কিস্যু হল না। আমার সঙ্গে কাজ করত উপাধ্যায় বলে একটা লোক। সঞ্চয়িতার নাম শুনেছিলে ? মাসে ফোর পারসেন্ট ডিভিডেন্ড দিত। উপাধ্যায় সব টাকা জড়ো করে দু লাখ খাটাল। আট হাজার মাসে বছরে ছিয়ানব্বুই হাজার। ঠিক দু বছরের মাথায় টাকা তুলে নিল সে। এক লাখ বিরানব্বই প্রফিট করল। আমরা প্রথম প্রথম সন্দেহ করেই দেড়-দুবছর কাটালাম। আমাদের টাকা মার গেল। আমি তিন হাজার রেখেছিলাম, চার মাসের সুদ পেয়েছিলাম। উপাধ্যায় যেমন ঝুঁকি নিয়েছিল তেমনি ঠিক সময়ে থামতেও পেরেছিল। এই থামার সময়টা জানতে হবে ; কখন থামতে হয় জানলে কোনও ভয় নেই। হে হে।'

পোস্ট অফিসে যাওয়া মাত্র পিওন ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার কপাল ভাল।'

'পেয়েছেন ?' প্রায় চিৎকার করে উঠল জয়দীপ।

'হ্যাঁ, আসুন আপনি।'

পিওনকে অনুসরণ করে অফিসে ঢুকল জয়দীপ। তখনও সব কর্মচারী এসে পৌঁছায়নি। বড়বাবু কয়েকটা প্রশ্ন করে একটা খাম বের করলেন, 'এখানে সই করুন।'

জয়দীপ দ্রুত সই করল।

খামটা হাতে নিয়ে চোখ বন্ধ করল জয়দীপ। তারপর হনহনিয়ে বেরিয়ে এল পোস্ট অফিস থেকে। খানিকটা হাঁটার পর সে আবার খামটার দিকে তাকাল। লম্বা খামের মুখ ছিঁড়ে ভাঁজ করা পাণ্ডুলিপির সঙ্গে ছাপানো চিঠি দেখতে পেল। কলকাতার খুব নামী কাগজ জানিয়েছে বিশেষ কারণে এই পাণ্ডুলিপি তাদের পক্ষে ছাপা সম্ভব হচ্ছে না। তবে ভবিষ্যতে যেন তারা

www.MurchOna.com

সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত না হয়। পাণ্ডুলিপিটি মুচড়ে ফেলে দিতে গিয়েও পারল না জয়দীপ। হোস্টেলে থাকার সময় কত রাত জেগে গল্পটা লিখেছিল সে। একটি শিশুর ভারতীয় হয়ে ওঠার কাহিনী। গল্পের শেষে ও হেনরির মোচড় ছিল। অথচ— !

কিন্তু গত পরশু থেকে সে কোন আশায় ছুটে এসেছিল আর কী পেল ? এই একটু আগে পর্যন্ত সে নিশ্চিত ছিল চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসে পোস্ট অফিসে পড়ে আছে। অহনা রজত তাকে সমর্থন করেছিল, মা এটাকেই আশ্রয় ভেবে নিয়েছেন। বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল জয়দীপের। ওই বাতিল পাণ্ডুলিপি পাওয়ার জন্যে সে অহনার কাছ থেকে একশো টাকা ধার করে ফেলল ?

ক্রমশ প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল জয়দীপের। মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে খেলা চলে সেই খেলাটা যদি মানুষ আগাম ধরে ফেলত ? সে দেখল একটি মৃতদেহ নিয়ে রামনাম সৎ হ্যায় বলতে বলতে প্রচুর লোকের মিছিল আসছে। দেখলেই বোঝা যায় বেশ অর্থবান কেউ মারা গিয়েছেন। মৃতদেহটি যখন পাশ দিয়ে এগোল তখন চেহারা দেখে মনে হল পঞ্চাশের আশেপাশে বয়স। অনুসরণকারীরা বলতে বলতে যাচ্ছিল কাল সন্ধেবেলাতেও লোকটা নাকি আড্ডা মেরেছে।

কাল সন্ধেবেলায় লোকটা জানল না আজ মানুষের কাঁধে চড়ে তার শরীর শ্মশানে যাবে। কাল সন্ধেবেলায় লোকটা নিশ্চয়ই অনেক পরিকল্পনা মাথায় রেখেছিল। তার কোনও ব্যক্তিগত কাগজ অথবা ব্যক্তিগত কথা যা সে পরে কাউকে দেবে বা জানাবে বলে ঠিক করেছিল তা আর কোনওদিনই জানা যাবে না। লোকটার সমস্ত কামনা বাসনা ইচ্ছা এখন অস্তিত্ববিহীন। শরীর থেকে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ামাত্র সে সব উধাও ! এই নির্মম সত্যি কি লোকটা জানত না ?

মিছিল চলে যাওয়ার পর জয়দীপের মনে হল লোকটার সঙ্গে তার পার্থক্য একটাই, সে বেঁচে আছে। এখনও সে অনেক কল্পনা করতে পারে যা ওই মৃতদেহ পারবে না। চাকরির চিঠির বদলে বাতিল পাণ্ডুলিপি পেয়ে তার জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে না। এখনও চাকরির চিঠি পাওয়ার আশা যেমন তার আছে তেমনি বড় কাগজে গল্প ছাপার সম্ভাবনা চলে যায়নি। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত লেখকের প্রথম দিকের লেখা সম্পাদকেরা ফেরত দিয়েছেন কিন্তু তাই বলে তাঁদের লেখক হওয়া আটকাতে পারেননি। সুনীলদা তাকে একজনের কাছে নিয়ে যাবেন বলে কথা দিয়েছেন। কে বলতে পারে এই চাকরির বদলে সেখানে কাজ পেলে সে ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করতে পারবে না ? তা হলে লোকে বলে কেন, ঈশ্বর যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে। এ সব কথা এমনি এমনি তৈরি হয় না, অনেকবার প্রমাণিত হওয়ার পর তা সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এ রকম ভাবার পর জয়দীপের মন একটু হালকা হল। তবু,

নিজের জন্যে নয়, মায়ের জন্যে তার কষ্ট হচ্ছিল।

পাণ্ডুলিপি ভাঁজ করে পকেটে রেখে একটা অটো নিল জয়দীপ। আজ দুপুরের দিকে যে ট্রেন পাবে তাই ধরে কলকাতায় ফিরে গেলে সন্ধের মুখে প্রেসে পৌঁছে যাবে। সুনীলদা নিশ্চয়ই তাকে ভুল বুঝবেন না।

পকেটে এখন এক হাজার টাকা। টাকাটা ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত মুক্তি নেই। হোটেলের সামনে পৌঁছে অটোকে ছেড়ে দিল সে। হোটেলে ঢুকে সটান তিনশো বারো নম্বর ঘরের দরজায় পৌঁছে বেল টিপল সে। কী হোলে কারও চোখ, তারপর দরজা খুলে গেল। জয়দীপ দেখল স্বাতীলেখা দাঁড়িয়ে আছে। পরনে আসমানি রঙের সালোয়ার কামিজ।

জয়দীপ জিজ্ঞাসা করল, 'মিসেস মুখার্জি আছেন ?'

ভিতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে স্বাতীলেখা বলল, 'আপনি বসুন, দিদি স্নান করছেন।'

'ওহো, অসময়ে এসে গেছি। ঠিক আছে,' জয়দীপ বলতে চাইল সে পরে আসবে কিন্তু তাকে থামিয়ে স্বাতীলেখা বলল, 'না না। কোনও প্রবলেম নেই। আপনার যদি হাতে সময় থাকে তা হলে মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতে পারেন।'

অগত্যা বসল জয়দীপ। স্বাতীলেখা দাঁড়িয়ে ছিল। জয়দীপ তাকে বলল, 'আপনি বসুন।' স্বাতীলেখা খানিকটা দূরত্বের সোফায় বসল।

'জামশেদপুরে এর আগে এসেছেন ?'

'না।'

'এবারে কোথাও গিয়েছেন ? জুবিলি পার্ক, ডিমনা লেক ?'

'আমরা তো বেড়াতে আসিনি।' মুখ তুলল স্বাতীলেখা, 'চা খাবেন ?'

'নাঃ।' তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কলকাতায় কোথায় থাকেন ?'

'রাজা বসন্ত রায় রোডে।'

'অ্যাঁ ? আমিও তো ওখানে থাকি !'

'ও। কত নম্বর ?'

'আসলে আমি কোনও বাড়িতে থাকি না।'

এবার স্বাতীলেখাকে হাসতে দেখল জয়দীপ, 'বাড়িতে থাকেন না ? তার মানে ?'

'আমি আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের অফিসে থাকি।'

'ওমা, কেন ?'

'কলকাতায় আমার থাকার জায়গা নেই বলে।'

'সে কী ?'

'এম-এ পড়েছি হোস্টেলে থেকে। তারপর —'

এই সময় মিসেস মুখার্জি বেরিয়ে এলেন। সদ্য স্নান করে সাদা জামা সাদা শাড়ি পরেছেন। কোনওরকম প্রসাধন ছাড়াই দারুণ স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে তাঁকে।

www.MurchOna.com

মিসেস মুখার্জি বললেন, 'বলুন, কোনও খবর আছে ?'

জয়দীপ উঠে দাঁড়িয়েছিল, ইশারায় তাকে বসতে বলে ভদ্রমহিলা ফোনের পাশে বসলেন। জয়দীপ বলল, 'আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। জামশেদপুরে প্রাইভেট গোয়েন্দা না পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি জেনেও আপনারা কিভাবে খোঁজ নেবেন ভেবেছিলেন ?'

মিসেস মুখার্জি বললেন, 'আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের অফিসের ব্রাঞ্চ আছে এখানে। আমি ওদের সাহায্য চেয়েছিলাম। বুঝতেই পারছেন ওদের কাছে আমাদের সঠিক সমস্যা বলা যায় না এবং সেটা সম্ভবও নয়। ওঁরা আমাকে যে দুজন বিজয় গুপ্তার সন্ধান দিয়েছেন তাদের খুঁজতে আমরা এতদূরে আসিনি।'

'খুঁজে পেলে কী করবেন ?'

'ও কথা বলতে চায়। আমার মনে হয়েছে সুযোগটা ওকে দেওয়া উচিত।' মিসেস মুখার্জি বললেন, 'আপনি গোয়েন্দা নন। সবে পড়া শেষ করা বেকার ছেলে। তবু এখানকার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে বলে আপনাকে সুযোগ দিয়েছিলাম কিছু রোজগারের। আমাদেরও লাভ হত। কিন্তু তার জন্যে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারি না। আপনাকে ওই টাকা ফেরত দিতে হবে না, শুধু অনুরোধ, ঘটনাটা গোপন রাখবেন।'

'এত বড় ঘটনা অপরিচিত মানুষকে বললেন কেন ?'

'মানুষ অনেক সময় ভেবেচিন্তে কাজ করতে পারে না। করে ভাবে।' মিসেস মুখার্জি মাথা নাড়লেন, 'এ সময় আপনি এসেছেন, নতুন কোনও খবর আছে ?'

'জিজ্ঞাস্য আছে। স্বাতীলেখা দেবী, আপনারা কি প্রায়ই হোটেল রেস্টুরেন্টে যেতেন ? বড় হোটেলে, যেখানে আদবকায়দা বেশি ?'

স্বাতীলেখা দিদির দিকে তাকাল। মিসেস মুখার্জি বললেন, 'কথা বল।'

'হ্যাঁ। ও ফাইভ স্টারে যেতে পছন্দ করত। কিন্তু নটার মধ্যেই বাড়ি ফিরে যেতাম।'

'খরচ করত কে ?'

'ও। আমার হাতখরচের টাকায় রোজ বিল দেওয়া সম্ভব ছিল না।'

'কি ধরনের কথা বলতেন আপনারা ? ব্যক্তিগত কথাবার্তা ছাড়া ?'

'ওখানকার কর্মচারীদের খুঁত ধরত খুব। কার কী করা উচিত অথচ ঠিক তা করছে না এই নিয়ে মাথা ঘামাত।'

'আপনার ভাল লাগত ?'

স্বাতীলেখা জবাব না দিয়ে মুখ নামাল।

'ভদ্রলোক ছয় ফুট লম্বা, এটা আপনার আন্দাজ ?'

'ও বলেছিল।'

'একটা কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে, ওর কি জোড়া ভুরু ছিল ?'

বড় বড় চোখে তাকাল স্বাতীলেখা, 'হ্যাঁ।'

পকেট থেকে সেই স্কেচ আঁকা কাগজটা বের করল জয়দীপ, 'আমার আঁকার হাত খুব খারাপ, কিছু মনে করবেন না। তবু এই স্কেচের সঙ্গে ওর কোনও মিল আছে কি না দেখুন তো?' স্কেচটা টেবিলে রাখল জয়দীপ।

স্বাতীলেখা কাগজটা তুলে নিয়ে এক পলক দেখেই দিদির দিকে তাকাল, 'এই স্কেচ ওর, দিদি, ওর ছাড়া কারও নয়।'

মিসেস মুখার্জি হাত বাড়িয়ে কাগজটা টেনে নিয়ে দেখলেন, 'কিভাবে এটা আঁকা হল? আপনি এঁকেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ওর সন্ধান পেয়েছেন? ওকে দেখেছেন আপনি?' মিসেস মুখার্জি উত্তেজিত।

'কাল রাত্রে খুব অল্প সময়ের জন্যে যাকে দেখেছি তার নাম বিজয় গুপ্তা নয়। চেহারায় মিল থাকলেও জোড়া ভুরুর ব্যাপারে আমার সন্দেহ ছিল। আমি যাকে দেখেছি সে কলকাতা থেকে অল্প কিছুদিন আগে এসেছে এখানে। ওখানে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়তে গিয়েছিল। পড়া শেষ করেছে কি না জানি না।'

'হোটেল ম্যানেজমেন্ট?'

'স্বাতীলেখা দেবীর বয়ফ্রেন্ড হোটেল নিয়ে মাথা ঘামাতেন। তাই আমার মনে হচ্ছে এই লোক সেই লোক হতে পারে।'

'হু ইজ হি? কোথায় থাকে?' মিসেস মুখার্জির গলা কাঁপছিল।

'শুনুন, আপনাদের অনেক ভেবেচিন্তে এগোতে হবে।'

'কেন?'

'ওর কাছে পৌঁছানো সহজ ব্যাপার নয়। বিহারে এখন মাফিয়াদের রাজত্ব। ছেলেটির নাম অজয় ভার্মা। ওর বাবা বিজয় ভার্মা খুব ক্ষমতাবান এম পি। ওরা মাফিয়াদের একাংশকে কন্ট্রোল করে। পুলিশ ওদের কথায় ওঠে বসে। ওদের বিরুদ্ধে কিছু করতে চাইলে পুলিশ আপনাদের সাহায্য করবে না। এই অজয় ভার্মা যদি বিজয় গুপ্তা হয় তা হলে আপনাদের পক্ষে জামশেদপুর থেকে ফিরে যাওয়া অসম্ভব হবে যদি ও আপনাদের কথা জানতে পারে।' একটানা বলল জয়দীপ।

'আপনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন?'

'একদম নয়। যা সত্যি তাই বলছি।'

এবার স্বাতীলেখা সোজা হয়ে বসল, 'আমি যাব। একা।'

'না, তোর একা যাওয়া চলবে না।'

'না। আমি একা গেলে ও কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।'

'ওঃ, স্বাতী, তুই এখনও মোহমুক্ত হতে পারলি না!'

'সেটা আমাকে বুঝতে দাও। আর ক্ষতি যদি করে কী ক্ষতি করবে? মেরে

www.MurchOna.com

ফেলবে? এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের সুখের। ওর ঠিকানা আমাকে দিন, প্লিজ।' জয়দীপের দিকে তাকাল স্বাতীলেখা।

'দাঁড়ান। আগে নিশ্চিত হওয়া দরকার দুজন একই মানুষ।'

'এই স্কেচ ওর। আমি বলছি।'

'যদি না হয়, আপনি নতুন বিপদে পড়বেন।'

'এগজ্যাক্টলি। মিসেস মুখার্জি বললেন, 'উনি যখন খবর এনেছেন তখন ফার্স্ট স্টেজে আমরা জিতেছি। ওকেই বলতে দে আমাদের কী করা উচিত।'

স্বাতীলেখা উঠে দাঁড়াল, 'তোমরা কেন বুঝতে পারছ না!'

জয়দীপ বাধা দিল, 'কে বলল বুঝতে পারছি না? নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি সোজা গেলে এম পির দরোয়ান আপনাকে ঢুকতে দেবে না। এ ছাড়া ওদের নিজস্ব গার্ড নিশ্চয়ই আছে। একটা রাস্তা বের করতে হবে যাতে দূর থেকে দেখে আপনি ওকে আইডেন্টিফাই করতে পারেন।'

'তারপর?' স্বাতীলেখা জানতে চাইল।

'তারপর নিশ্চিত হলে এগিয়ে গিয়ে কথা বলবেন।'

স্বাতীলেখার ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না এই প্রস্তাব। অথচ সে প্রতিবাদও করতে পারছিল না। জয়দীপ মিসেস মুখার্জির দিকে তাকাল, 'কিছু যদি মনে না করেন তা হলে আমি কি ওঁর সঙ্গে দু মিনিট কথা বলতে পারি?'

'শিওর।' মিসেস মুখার্জি এক ঝটকায় সোফা থেকে নিজেকে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন। জয়দীপ বলল, 'স্বাতীলেখা, আপনি বসুন।'

স্বাতীলেখা বসল। একটু কৌতূহলী হয়েই তাকাল।

'আপনি কি ওকে এখনও ভালবাসেন?'

'সেটা অস্বাভাবিক নয়।'

'কিন্তু ও যদি আপনাকে স্বীকৃতি না দেয়?'

'সেটা ওর মুখ থেকে শুনতে চাই।'

'তাই শোনার পর?'

'তখন দিদির পরামর্শ মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

'এটাই শেষ কথা তো?'

'তার মানে? আপনি কী বলতে চান?'

'আমি শুধু বলতে চাই বাংলাদেশের নিরীহ বোকা মেয়েদের মতো নিজেকে শেষ করে দেবেন না। একটা দুর্ঘটনা মানে জীবনের শেষ নয়।'

স্বাতীলেখা অদ্ভুত হাসল, 'এ দেশের মেয়েদের শরীর যদি একবার এঁটো হয়ে যায় তা হলে হাজার গঙ্গাজলে ধুলেও তা পুরুষের চোখে পবিত্র হয়ে ওঠে না। আমি জানি আমার পক্ষে মিথ্যে কথা বলা অসম্ভব। তাই জীবনের শেষ হয়তো করতে পারব না কিন্তু একটা ঘেন্না মনে নিয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

'সময়ের ওপর সব ছেড়ে দিন। এটাই অনুরোধ। আপনার দিদিকে

ডাকুন।

স্বাতীলেখা ডাকতেই মিসেস মুখার্জি এলেন।

জয়দীপ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা একটু বেরোতে পারবেন?'

'কেন? মানে, কী জন্যে?'

'হোটেল থেকে আমি চাইছি না, বাইরের কোনও বুথ থেকে উনি অজয় ভার্মাকে টেলিফোন করুন প্রথমে। কোথায় উঠেছেন বলার দরকার নেই। কথা বললেই তো উনি বুঝতে পারবেন অজয় ভার্মা, বিজয় গুপ্তা কি না।'

'ঠিক। ঠিক বলেছ।'

'এখান থেকে ফোন করলে অসুবিধে কী?' স্বাতীলেখা জিজ্ঞাসা করল।

'আপনি টেলিফোন রেখে দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে অজয় ভার্মা জেনে যাবে কোত্থেকে ফোনটা গিয়েছিল। আপনাকে তো বললাম, যদি কথাবার্তা উলটো ট্র্যাকে চলে তা হলে সেটা জানালে আপনাদের বিপদ হবে।'

মিসেস মুখার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওর টেলিফোন নাম্বার জানেন?'

'এম পির নাম্বার জানতে অসুবিধে হবে না।' জয়দীপ উঠে দাঁড়াল। পকেট থেকে হাজার টাকা বের করে বলল, 'এটা রাখুন।'

'তার মানে?' মিসেস মুখার্জি অবাক।

'আমি গোয়েন্দা নই। কাল রাত্রে দুর্ঘটনাচক্রে ওর সঙ্গে দেখা না হয়ে গেলে কখনই খুঁজে বের করতে পারতাম না। আর এখনও তো নিশ্চিত নই এ সেই লোক কি না। আমি যা নই, তার জন্যে দক্ষিণা নেওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া আমি আজ কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।' জয়দীপ বলল।

'চমৎকার।' স্বাতীলেখা নিচু গলায় বলল।

মিসেস মুখার্জি বোনের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'কলকাতায় যাওয়া যদি খুব জরুরি না হয় তা হলে আমার অনুরোধ আমরা জামশেদপুর না ছাড়া পর্যন্ত আপনি সঙ্গে থাকুন। এখানকার কোনও সমস্যা আমার একার পক্ষে সামলানো সম্ভব হবে না। আপনি থাকলে আমি জোর পাব।'

স্বাতীলেখা বলল, 'আপনি কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন?'

'হ্যাঁ।'

'যাদবপুরে পড়লে আপনি এভাবে চলে যাওয়ার কথা বলতে পারতেন না।'

জয়দীপ হেসে ফেলল, 'বেশ। কিন্তু টাকাটা নিন।'

এবার মিসেস মুখার্জি বলতেন, 'আই শোনো, তোমাকে আমি তুমি বলছি। আরও চার হাজার তুমি পাবে যদি খবরটা সত্যি হয়। এখন চলো, কোন বুথ থেকে ওকে দিয়ে ফোন করাবে সেখানে যাওয়া যাক।'

'আমি আগে বেরিয়ে যাচ্ছি। আপনারা কয়েক মিনিট বাদে নেমে রিসেপশনে জিজ্ঞাসা করুন জুবিলি পার্ক এবং ডিমনা লেকে কী কী দেখতে পাওয়া যায়। মানে ওদের ইম্প্রেশন দিন আপনারা বেড়াতে যাচ্ছেন।' জয়দীপ

www.MurchOna.com

বেরিয়ে পড়ল।

করিডোর এবং সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ওর নিজেকে বেশ স্মার্ট মনে হচ্ছিল। যেভাবে আজ এখানে কথা বলেছে তা শুনলে অহনারাও অবাক হয়ে যেত। এ সব কথা গুছিয়ে সে কী করে বলতে পারল তা ঈশ্বরই জানেন। রিসেপশনে ভিড় ছিল, কেউ লক্ষই করল না তাকে।

বাইরে বেরিয়েই একটা এস টি ডি বুথ দেখতে পেল সে। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল জয়দীপ। এখান থেকে ফোন করলে ভেবে নেওয়া সহজ হবে ওঁরা নটরাজ হোটেলে উঠেছেন। এই তল্লাটের কোনও বুথ থেকে ফোন না করে দূরে কোথাও যেতে হবে।

মিনিট পাঁচেক বাদে ওঁরা বেরিয়ে এলেন। মিসেস মুখার্জির বয়স সে আন্দাজ করতে পারছে না। ভদ্রমহিলার কথা বলা এবং চলার ধরন অনেকটা অপর্ণা সেনের মতো। চেহারাটিও সুন্দর। স্বাতীলেখা সুন্দরী কিন্তু ওর মধ্যে জড়তা থাকায় দিদির পাশে নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে। মেয়েটা সাজগোজ করেনি একটুও। ওঁরা কাছে এলে জয়দীপ বলল, 'একটা অটো নিচ্ছি। ট্যাক্সির চেয়ে শস্তা হবে। হোটেল থেকে দূরে গিয়ে ফোন করা ভাল।'

মিসেস মুখার্জি বললেন, 'আপনি ট্যাক্সি নিন। অটোতে উঠতে ভয় লাগে।'

অগত্যা ট্যাক্সি ভাড়া করতে হল। ড্রাইভারের পাশে বসল জয়দীপ। দুই বোন দু জানলায়। মিনিট পনেরো যাওয়ার পর একটা এস টি ডি বুথ নজরে আসতেই ট্যাক্সি থামাল জয়দীপ।

একজন তখন ফোন করছিল। জামশেদপুরের টেলিফোন গাইড চেয়ে নিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই নাম্বার পেয়ে একটা কাগজে নোট করল সে। তারপর কাগজটা স্বাতীলেখাকে দিয়ে বলল, 'আপনিই ডায়াল করে কথা বলুন।'

বুথ খালি হলে স্বাতীলেখা ঢুকল। জয়দীপ দেখল মিসেস মুখার্জি টানটান উত্তেজনা নিয়ে বুথের দরজার পাশে দাঁড়িয়েছেন।

স্বাতীলেখা নাম্বার টিপল। কয়েক মুহূর্ত। তারপর ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল, 'অজয় ভার্মার সঙ্গে কথা বলতে পারি? আমার খুব জরুরি দরকার আছে।' তারপর কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ। আবার স্বাতীলেখা জিজ্ঞাসা করল, 'কখন পাওয়া যাবে? ঠিক আছে।'

রিসিভার রেখে বুথ থেকে বেরিয়ে এসে স্বাতীলেখা বলল, 'ও বাড়িতে নেই। বলল এক ঘণ্টা পর ফিরবে।'

'এক ঘণ্টা?' মিসেস মুখার্জি হতাশ হলেন।

জয়দীপ বলল, 'আপনি কিন্তু এখনও জানেন না ওরা এক লোক কি না। তাই এখনই ও বলবেন না।'

টেলিফোনের জন্যে দু টাকা দিয়ে দিল জয়দীপ। সেটা উপেক্ষা করে

মিসেস মুখার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কী করব ? হোটেলে ফিরে যাব ?'

'আবার তো আসতে হবে।' জয়দীপ বলল।

'এক ঘণ্টা নিশ্চয়ই এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বলবেন না !'

'তা কী করব বলুন। দেখুন, আপনাদের যখন এখন কোনও নির্দিষ্ট কাজ নেই তখন চলুন ডিমনা লেক ঘুরে আসা যাক। আমি স্কুলে পড়ার সময় গিয়েছিলাম। গেলে আপনাদের ভাল লাগবে।'

'আমরা কিন্তু এখানে বেড়াতে আসিনি,' মিসেস মুখার্জি বললেন।

'কিছু করার যখন নেই তখন চলো না ঘুরে আসি।' স্বাতীলেখা বলল।

ডিমনা লেকে পৌঁছে ওরা দেখল গোটা তিনেক গাড়ি রয়েছে গাছের তলায়। এখন রোদ বেশ চড়া। সিঁড়ি ভেঙে ওরা বাঁধের ওপর উঠতেই মিসেস মুখার্জি বললেন, 'বাঃ, চমৎকার।'

ওপাশে ধরে রাখা জলরাশি গম্ভীর হয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। একটা গাছের নীচে বসে পড়ল স্বাতীলেখা, 'আমি এখানে বসলাম।'

জয়দীপ বলল, 'ওপাশে যাবেন না ?'

'নাঃ।'

মিসেস মুখার্জি বললেন, 'চলুন, আমরা ঘুরে আসি।'

অগত্যা জয়দীপ মিসেস মুখার্জির পাশে হাঁটতে লাগল। বাঁধের ওপর একটু জঙ্গুলে পরিবেশ। মিসেস মুখার্জি বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বেশ ভাল লাগল। মানুষ যেমন শত্রুতা করে তেমনি বন্ধুও হয়।'

'ধন্যবাদ।'

'আপনি কলকাতায় কী করেন ?'

'তেমন কিছু নয়। চাকরির চেষ্টা করছি।'

'কী সাবজেক্ট ছিল এম.এ-তে।'

'ইংরেজি।'

'তা হলে পেয়ে যাবেন।'

'দেখি। আপনি কলকাতায় থাকেন ?'

'না। দিল্লিতে। বসন্ত বিহারে। দিল্লিতে গিয়েছেন ?'

'না।'

'একবার চলে আসুন।'

'মিস্টার মুখার্জি কী করেন ?'

'করেন নয়, করতেন। ওর ব্যবসা ছিল। বছর পাঁচেক আগে হঠাৎ একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাজে গিয়ে আর ফেরেনি। পুলিশ তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনও হদিশ পায়নি। অথচ ওর কোনও দুঃখ ছিল না। ও বলত আমাকে পেয়ে নাকি বর্তে গিয়েছে। ব্যবসার ভাল লাভ হত। তবু কেন যে ও উধাও হয়ে গেল কেউ বলতে পারেনি।'

'তারপর ?'

www.MurchOna.com

'তারপর আমি ব্যবসার হাল ধরলাম। চালিয়ে যাচ্ছি।'

'আপনার ছেলেমেয়ে ?'

'হয়নি। আমার শাশুড়ি শয্যাশায়ী। উনি আমার কাছে থাকেন।'

জয়দীপ মহিলার দিকে তাকাল।

মিসেস মুখার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, এই লেকে বোটিং করা যায় না ? একটাও নৌকো দেখতে পাচ্ছি না। থাকলে ভাল হত।'

'আপনার বোনকে কী অনেক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল ?'

'দেখুন, বাবা মা বড় মেয়ের ক্ষেত্রে যতটা শাসন করতে পারে ছোটর বেলায় তা পারে না। ওঁদেরও বয়স হয়েছে। স্বাতী কিন্তু ওঁদের এসব বলেনি। এক রাত্রে টেলিফোনে আমাকে বলতেই আমি চলে এলাম কলকাতায়। মা বাবা এসবের বিন্দুবিসর্গ জানেন না।'

'স্বাতীলেখা যদি হতাশ হন তা হলে কী করবেন ?'

'বুঝতেই পারছেন, অ্যাবরশন করানো ছাড়া কোনও উপায় নেই। আর সেটা দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে করাতে হবে।'

ঘণ্টাখানেক বাদে ওরা ট্যাক্সি নিয়ে ফেরার সময় আর একটি বুথ দেখতে পেল। গাড়ি থামিয়ে নেমে স্বাতীলেখা আবার ফোন করল। প্রাথমিক বাধা পার হওয়ার পর জয়দীপ দেখল স্বাতীলেখার নাকে ঘাম জমেছে, টানটান উত্তেজনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। তারপর বলল, 'হ্যালো !' ওপাশ থেকে কিছু শোনার পর স্বাতীলেখা বলল, 'কেমন আছ ?' কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ, 'আশ্চর্য ! আমার গলা চিনতে পারছ না ? আমি স্বাতীলেখা।' আবার কিছুটা নীরবতা, 'হ্যাঁ, আই নিড ইউ, তুমি আমাকে ভালবেসে যা দিয়েছ তার স্বীকৃতির জন্যে তোমাকে দরকার।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল স্বাতীলেখা, 'তুমি বুঝতে পারছ না ? বেশ, শোনো, তুমি বাবা হতে যাচ্ছ। কী ?' একটু চুপচাপ, 'না, আমি বাজে কথা বলছি না। তোমার ঠিকানা ফোন নাম্বার কিছুই আমাকে দাওনি। এমনকি তোমার নামও ভুল বলেছিলে। কেন ?' স্বাতীলেখার নাকের পাটা ফুলে উঠল, 'আমি বাজে কথা বলছি না বিজয়। হ্যাঁ, আমার কাছে তুমি বিজয়। তোমার সন্তান আমার শরীরে এসেছে। একে আমি চাইনি, তুমিই জোর করে— ! কী বলছ তুমি ? না, আমি কোত্থেকে ফোন করছি তা তোমাকে বলব না। হ্যালো, হ্যালো— !' রিসিভার হাতে নিয়েই স্বাতীলেখা বাইরের দিকে তাকাল, 'লাইন কেটে দিল।'

জয়দীপ দ্রুত বুথে ঢুকে রিসিভার স্বাতীলেখার হাত থেকে নিয়ে নামিয়ে রেখে বুথের কর্মচারীকে টাকা দিয়ে দিল। তারপর বলল, 'চটপট এখান থেকে চলে যাই, আসুন।' স্বাতীলেখা কাঁদছিল। মিসেস মুখার্জি তাকে ধরে ট্যাক্সিতে তুললেন। জয়দীপ ট্যাক্সিওয়ালাকে বলল, 'বেঙ্গলি ক্লাবের কাছে চলুন। আমরা ওখানেই থাকি।' মিসেস মুখার্জি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, জয়দীপ ইশারা করল চুপ করতে। শুধু তাঁর কাঁধে মুখ গুঁজে কেঁদে চলেছিল চাপা স্বরে

www.MurchOna.com

স্বাতীলেখা।

বেঙ্গলি ক্লাবের সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল জয়দীপ। তার কাছে যে হাজার টাকা রয়েছে তা থেকেই খরচ করল সে। ট্যাক্সি চলে গেলে মিসেস মুখার্জি বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে নিয়ে এলেন কেন ?'

জয়দীপ বলল, 'এতক্ষণে অজয় ভার্মা ঠিক ট্রেস করে ফেলেছে কোত্থেকে তাকে ফোন করা হয়েছিল। ওই বুথে গেলে ও জানতে পারবে আমাদের কথা। আপনার বোন কেঁদেছিল তাই সহজে বুথের লোকটা ওকে মনে রাখবে। লোকটা যদি ট্যাক্সির নাম্বার নোট করে থাকে তা হলে আমরা নটরাজ হোটেলের সামনে নামলে অজয় ভার্মা সহজেই আপনাদের দর্শন পেতে পারত।'

মিসেস মুখার্জি বললেন, 'তাই তো চাই। মুখোমুখি ও কী করে স্বাতীকে অস্বীকার করে আমি দেখতে চাই। ও তো অস্বীকার করেছে, না স্বাতী ?'

স্বাতীলেখা মাথা নাড়ল, 'যেন চিনতেই পারছিল না।'

জয়দীপ বলল, 'আপনারা কেন বুঝতে পারছেন না যে চিনতে পারছে না সে কখনও দায়িত্ব নেবে না। অজয় ভার্মা জেনে গিয়েছে আপনারা জামশেদপুরে এসেছেন ঝামেলা করবেন বলে। এম পি সাহেব চাইবেন না ছেলের নামে এই বদনাম পাবলিক জানুক। এদের মনে কোনও দয়ামায়া নেই। স্বার্থের জন্যে যদি অজয় ভার্মা আপনাদের হোটেলেই খুন করে যায় কেউ ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে এগিয়ে আসবে না।'

'তাই বলে এতবড় অন্যায় মেনে নেব আমরা ?'

'মেনে নিতে ইচ্ছে করছে না।' স্বাতীলেখার দিকে তাকাল জয়দীপ, 'আপনি একটু শক্ত হন। রাস্তা একটা বের হবেই। আপনারা একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে চলে যান। গিয়ে চেক আউটের নোটিস দিয়ে দিন।'

'তারপর ?'

'দেখি কী করা যায়। আমরা নটরাজ হোটেলের কাছ থেকে ট্যাক্সি নিয়েছি। এই খবরটা ট্যাক্সিওয়ালা জানালে অজয় ভার্মা ওখানে আপনাদের খোঁজ করতে পারে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই হোটেল ছেড়ে দেওয়া উচিত।' জয়দীপ একটা ট্যাক্সি হাত তুলে দাঁড়াতে বলল।

মিসেস মুখার্জি বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু বাকি চার হাজার টাকা যাওয়ার আগে পেতে হলে আপনাকেও আমাদের সঙ্গে হোটেলে যেতে হবে।'

'বাকি চার হাজার টাকা মানে ?'

'আপনার সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল ঠিকানা এনে দিতে পারলে পাঁচ হাজার দেব। সেটা আপনি করেছেন। করে যখন আজই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন।'

হাত তুলল জয়দীপ, 'ভেবেছিলাম যাব। এখানে থাকার কোনও কারণ

আমার ছিল না। কিন্তু এখন হয়েছে। পৃথিবীতে বিজয় ভার্মারাই শেষ কথা নয়। আপনারা চেক আউট করুন, আমি যত শিগগির সম্ভব ঘুরে আসছি।'

একটা অটো ধরে পাম্পে চলে এল জয়দীপ। সুনীলের খোঁজ নিয়ে জানল সে ট্যাক্সি নিয়ে বাইরে চলে গিয়েছে। শুনে তাজ্জব হয়ে গেল সে। এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না। গতরাত্রে সুনীল গ্যারেজে ঢুকে গাড়ি খারাপ করে এসেছিল এমনভাবে যাতে আজ সেটা সারানো না যায়! তা হলে ?

জয়দীপ কথা বলছিল যে লোকটার সঙ্গে সে গাড়িতে তেল ভরে দেয়। জয়দীপকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটা বলল, 'আপনি অফিসে যান। ওখানে ঠিক খবর পাবেন।'

পাম্পের একপ্রান্তে সাজানো অফিসঘর। জয়দীপ তার দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই দেখল রতন আর একজনের সঙ্গে কথা বলছে চেয়ারে বসে। ওকে দেখে রতন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার ? এখানে ?'

'সুনীলকে দরকার ছিল খুব।'

'ওকে তো পাওয়া যাবে না। ভাড়া খাটতে গিয়েছে।'

'কিন্তু ও আমাকে বলেছিল ওর ট্যাক্সি খারাপ হয়ে আছে তাই আজ কোথাও যেতে পারবে না। ট্যাক্সি ঠিক হয়ে গিয়েছে ?'

রতন হাসল, 'ও ঠিকই বলেছিল। কিন্তু কাল সারারাত মিস্ত্রিকে দিয়ে কাজ করিয়ে আমি গাড়ি ঠিক করিয়ে রেখেছিলাম। তা ও নেই তো কি আছে, আমাকে বলো, কী দরকার ?'

জয়দীপের মনে পড়ল, এককালে রতনের সঙ্গে তার তুই তোকারি সম্পর্ক ছিল। এমন কী গতকাল যখন ও মামার বাড়ির দরজা খুলেছিল তখনও তুই বলে সম্বোধন করছিল। কিন্তু তারপর থেকেই তুমিতে উঠে এসেছে।

জয়দীপ বলল, 'না থাক। আচ্ছা, চলি।'

সে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই রতন চটপট ওর পেছন পেছন এসে হাত ধরল, 'আমি জানি সুনীল একসময় তোমার বন্ধু ছিল। কিন্তু আমি তো তোমার ভাই, আমাকে অবিশ্বাস করার কী কোনও কারণ আছে ?'

জয়দীপ রতনের মুখের দিকে সামান্য তাকাল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, আছে। তুই এখন আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোক। টাকার জন্যে এখন যে কোনও সম্পর্ক বিসর্জন দিতে তোর একটুও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। কাল রাত্রে মাতাল হয়ে বাড়িতে ফিরে নিজের বাবা-মাকে যে গালাগাল দিয়েছিলি আগে তা পারতিস না।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে হো হো করে হেসে উঠল রতন, 'তোমার মামা-মামি যে কী চিজ তা নিয়ে কথা না বলাই ভাল। আমার মুখে গালাগালি শুনেও তো বাজার থেকে দামি মাছ আমারই টাকায় কিনে এনে কবজি ডুবিয়ে খাচ্ছে। সেটা দ্যাখো ? আমাকে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই কারণ তোমার সঙ্গে আমার লেনদেন নেই। তবু যদি করতে না চাও কোরো না।'

হাত ওলটাল রতন।

জয়দীপ ভেবেছিল রতনকে কোনও কথা বলবে না। মিসেস মুখার্জিদের এখনই নটরাজ থেকে বের করে অন্য কোনও জায়গায় তোলা দরকার। কিন্তু জামশেদপুরের কোন হোটেল ওদের পক্ষে নিরাপদ হবে সেটাই বুঝতে পারছিল না সে।

এইসময় রতন জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার চিঠি পেয়েছ ?'

'হ্যাঁ।'

'চাকরি হয়েছে ?'

'চাকরির চিঠি নয়।

'তাই তো শুনেছিলাম।'

'আমি ভুল ভেবেছিলাম।'

'যাচ্চলে। তা হলে এখন কী করবে ? কলকাতায় ফিরে যাবে ?'

'যেতাম। কিন্তু—!' হঠাৎ মত পরিবর্তন করল জয়দীপ, 'শোন দুজন মহিলা কলকাতা থেকে এসেছেন। জামশেদপুরের কেউ চায় না ওঁরা এখানে থাকুন। কিন্তু ওঁদের এখনও কয়েকদিন থাকা দরকার। কোনও নিরাপদ জায়গার খবর দিতে পারবি ?'

'বুঝলাম না।'

'তোকে কিছু বুঝতে হবে না। শুধু বল, কোনও সেফ ভদ্র জায়গা আছে কিনা ?'

'কে চায় না ? এখানে তো সবাই শের, নামটা বলো।'

'নাম জেনে তোর কী হবে ?'

'কারণ যেখানে আমি যেতে বলব সেখানে ওরা কতটা নিরাপদে থাকবে তা বোঝা যাবে! এখানে এক একজনের এক একটা এলাকা।'

জয়দীপ নাম বলতে দ্বিধা করছিল। রতন আবার জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কোথায় আছে ?'

'নটরাজ হোটেলে।'

'ওখানে তো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।'

'না। কিন্তু ওঁরা যে ওখানে উঠেছেন তা আজই জানতে পেরে যাবে ছেলেটা।'

'ছেলেটার সঙ্গে কি ওদের শত্রুতা আছে ?'

'ছিল না, হয়েছে। কলকাতায় গিয়ে ওদের প্রচণ্ড ঠকিয়ে এসেছে।'

'কলকাতায় গিয়ে ? অজয় ?'

'এই নামটা তোর মনে কী করে এল ?'

'মেয়েদের সঙ্গে ওর এরকম অনেক ব্যাপার আছে, তাই।'

'অজয় তো তোর বন্ধু ?'

'পাগল। সে শালা এম পির ছেলে আমি কে ? দাঁড়াও।' অফিসের পাশে

www.MurchOna.com

দাঁড় করিয়ে রাখা বাইকটাকে চালু করে রতন বলল, 'উঠে বোসো।'

জয়দীপ উঠল। ঝড়ের বেগে বাইক চালাতে লাগল রতন। সোনারি এলাকার একটা বাংলোর সামনে গিয়ে বলল, 'ওই মহিলাদের ইনফ্লুয়েন্স কীরকম ? অজয় ভার্মার সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার জন্যে ইস্যুতে থাকলেই চলবে না, ইনফ্লুয়েন্সও চাই। তুমি ওদের ভাল চেনো ?'

'আমি ওদের সাহায্য করব বলে কথা দিয়েছি।'

'কী করেছে অজয় ? ফাঁসিয়েছে ?

'মানে ?'

'মেয়েটার পেটে বাচ্চা এসে গিয়েছে ?'

খুব খারাপ লাগল রতনের মুখে কথাগুলো। জয়দীপ জিজ্ঞাসা করল, 'তুই হঠাৎ এমন প্রশ্ন করছিস কেন ?'

'ও শালার কাজই তো তাই। শোনো, এটা রজতদের বাড়ি। রজত আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত। ওরা সবাই আমেরিকায় রজতের দাদার কাছে বেড়াতে গিয়েছে। আমাকে বলে গিয়েছিল বাড়িটার খোঁজখবর রাখতে। একটা চাকর আছে, ওদের এখানে নিয়ে এসো।'

'তোকে কেন বলল খোঁজখবর রাখতে।'

'উঃ। তুমি বড্ড বেশি প্রশ্ন করো। পুলিশকে বলে যাওয়ার চেয়ে আমাদের মতো কাউকে দায়িত্ব দিলে চিন্তা কম থাকবে বলেই বলেছে।' গেট খুলে ভেতরে ঢুকে বুড়ো লোকটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে রতন বলল, 'দুজন দিদিমণি কয়েকদিন এখানে থাকবেন। সবরকম দেখাশোনা করবে। আর এই বাবু আমার ভাই, এর কথা শুনবে। তোমাকে কোথায় ছাড়ব ?'

'তুই যা করলি তা যথেষ্ট। ওই মোড়ে আমাকে ছেড়ে দে।'

বাইকে উঠে রতন বলল, 'তোমরা একনম্বর হারামি এবং তার বাচ্চার সঙ্গে লড়তে যাচ্ছ। তোমরা কী চাও তা আগে ঠিক করে নাও, নইলে লড়াই-এ নেমো না।'

'এম পি সাহেবের কাছে গেলে কাজ হবে না।'

রতন বাইক চালাতে চালাতে হাসল, 'উনি খুব দুঃখপ্রকাশ করবেন কিন্তু তারপর ওদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

মোড়ের মাথায় জয়দীপকে নামিয়ে নিয়ে চলে গেল রতন। ওর যাওয়া দেখল জয়দীপ। ছেলেটা আমূল পালটে গিয়েছে। অথচ ওর জন্যে মা রোজ রাতে জেগে থাকেন। রতনকে কী সে বিশ্বাস করবে ? হঠাৎ তার মনে পড়ল গতরাতে মাতাল অবস্থাতেও রতন মাকে অশ্রদ্ধা করে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি।

সে একটি টেলিফোন বুথে গাইড থেকে নটরাজ হোটেলের নাম্বার বের করে ফোন করল। অপারেটার মিসেস মুখার্জির রুমে দিতে বলামাত্র তিনিই ফোন তুললেন, 'কী ব্যাপার ? আমরা তো অপেক্ষা করছি।'

'আপনি বিল মিটিয়ে দিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে বেয়ারাদের বলুন স্টেশনে যাওয়ার জন্যে ট্যাক্সি ডেকে দিতে।'

'তারপর ?'

'আমি স্টেশনে থাকব। প্লিজ আর প্রশ্ন করবেন না।'

অটো ধরে সোজা স্টেশনে চলে এসে জয়দীপ দেখল মিসেস মুখার্জি এবং স্বাতীলেখা আগেই পৌঁছে গিয়েছেন। তাকে দেখে স্বাতীলেখা বলল, 'আপনি যদি ভেবে থাকেন ও জামশেদপুরে আছে জানার পরে আমি চুপচাপ কলকাতায় ফিরে যাব তা হলে আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছেন।'

জয়দীপ কথাটা শুনে মিসেস মুখার্জিকে জিজ্ঞাসা করল, 'হোটেলে কী বলে বেরিয়েছেন ?'

'আমাদের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে, কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।'

'গুড। এই স্যুটকেস আর ব্যাগটাই আপনাদের লাগেজ ?'

'হ্যাঁ।'

স্যুটকেস তুলে দিয়ে জয়দীপ বলল, 'ব্যাগটা নিয়ে আমার সঙ্গে চলুন।

মিসেস মুখার্জি বললেন, 'কোথায় বলুন তো ?'

'নিরাপদ জায়গায়।'

স্টেশন থেকে একটা ট্যাক্সি নিল জয়দীপ। হঠাৎ মনে হল সে বড্ড বেশি ঝুঁকি নিচ্ছে। এদের ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে। তারপরেই ভাবল, একজন গোয়েন্দা যা করত সে তাই করছে। নিঃসন্দেহে এটা মানুষের কাজ।

আবার বেঙ্গলি ক্লাবের কাছে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল জয়দীপ। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পর সে আর একটা ট্যাক্সিতে উঠল। মিসেস মুখার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার মতলব কী বলুন তো ?'

'হোটেল থেকে খবর পেতে পারে আপনারা স্টেশনে গিয়েছেন। সেখানেই সন্তুষ্ট না হয়ে কেউ স্টেশনে খোঁজ নিলে জানতে পারবেই আপনারা ট্যাক্সিতে উঠে আবার শহরে গিয়েছেন। ট্যাক্সির নাম্বার বলে দেওয়ার লোকও জুটে যেতে পারে। সেই ট্র্যাক ধরে ওরা এই পর্যন্ত আসতে পারে কারণ আমরা এখানে ট্যাক্সি পালটেছি। সাবধানের মার নেই।' জয়দীপ বলল।

মিসেস মুখার্জি বললেন, 'সিনেমাতেও এমন হয় না যা আপনি করছেন। অথচ বললেন আপনি গোয়েন্দাগিরি করেন না। যাক গে, আমরা যেখানে যাচ্ছি সেটা হোটেল তো ? কী ধরনের হোটেল ? টয়লেট এবং বাথরুম পরিষ্কার না থাকলে আমার পক্ষে খুব অসুবিধে হবে।'

জয়দীপ বলল, 'সর্বনাশ। ও দুটো দেখিনি যে।'

'তবে ?' চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস মুখার্জি।

'বিয়ের বর সিল্কের পাঞ্জাবির নীচে নিশ্চয়ই পরিষ্কার গেঞ্জি পরে। এই আশা নিয়ে ও বাড়িতে গিয়ে দেখা যাক।'

www.MurchOna.com

'ও বাড়িতে মানে ? হোটেল নয় ?'

'একটু ধৈর্য ধরে বসুন। আমার মাথা দপদপ করছে।'

মিসেস মুখার্জি সিটে হেলান দিলেন, 'সরি। আপনার কাছে আমরা খুব অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছি। চুক্তি ছিল সন্ধান দেওয়ার। তারপর তো আপনি নাও আসতে পারতেন। আপনার দেখা ভগবান পাইয়ে দিয়েছেন।'

'তুমি ব্যালেন্স টাকাটা দিয়ে দিলে হয়তো উনি আসতেন না।'

'আমি তো দিতে চেয়েছিলাম—।'

'চেয়েছিলে, দাওনি ?'

জয়দীপ পেছন ফিরে দু' বোনের দিকে তাকাল, 'আপনারা জুবিলি পার্ক ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। যাক গে, স্বাতীলেখা, আপনাদের জগতের মানুষেরা হয়তো শুধুই দেওয়া নেওয়ার ভিত্তিতে নিজেদের সম্পর্কের মূল্যায়ন করে, আমি সেখানে মিসফিট। তবে এখন মনে হচ্ছে বাকি চার হাজার টাকা আমার আজই নেওয়া উচিত। নেওয়ার পরে যে কথাগুলো আপনি উচ্চারণ করলেন তা যখন আপনাকে গিলতে হবে তখন আপনার মুখের চেহারা দেখতে বড় ভাল লাগবে আমার।'

স্বাতীলেখা কাঁধ নাচিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। মিসেস মুখার্জির ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি আঁকা হল। বড় রঙিন কাচের আড়ালে থাকায় ওঁর চোখ দেখা যাচ্ছিল না।

বুড়ো চাকরটি ওঁদের যে ঘরে নিয়ে গেল তা দেখে মিসেস মুখার্জি খুব খুশি। দুধের মতো সাদা বিছানা, ঝকঝকে তকতকে টয়লেট, বাথরুম। বড় জানলা, জানলার ওপাশে বাগানে ফুলের গন্ধ। ঘরটির মধ্যে দিয়ে আর একটি ঘরে যাওয়া যায় আবার বারান্দা দিয়ে ঢোকার জন্যে পৃথক দরজা আছে। মিসেস মুখার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ বাড়িতে আর কেউ থাকে না ?'

'না। আপাতত না।'

'এটা কি গেস্ট হাউস ?'

'না। যাঁদের বাড়ি তাঁরা এখন আমেরিকায়। খুব শিগগির ফিরছে না। বাড়িটা যার দায়িত্বে সে আপনাদের থাকতে অনুমতি দিয়েছে।'

এই সময় বুড়ো চাকর বলল, 'আপনারা কী ধরনের খাবার পছন্দ করেন তা একটু আগে বললে আমি রেঁধে দেব। এখন ভাত খাবেন ?'

'ভাতের ব্যবস্থা করতে অনেক দেরি হবে।'

'না বাবু। আপনারা চলে যাওয়ার পর রতনবাবু এক টিফিন ক্যারিয়ার খাবার পৌঁছে দিয়ে গিয়েছেন।'

'তাই নাকি ?' অবাক হল জয়দীপ।

'রতনবাবু কে ?' মিসেস মুখার্জি জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমার মামাতো ভাই। ঠিক আছে, খিদে পেয়েছে, খাবার দাও।'

স্বাতীলেখা বলল, 'আমাকে খেতে বোলো না। আমি ওঘরে যাচ্ছি।'

মিসেস মুখার্জি বললেন, 'সকালে ব্রেকফাস্টও ভাল করে করিসনি স্বাতী। কার ওপর রাগ করে খাওয়া বন্ধ করছিস ?'

স্বাতীলেখা ঘুরে দাঁড়াল, 'নিজের ওপরে।'

'কোনও মানে হয় না।'

'মানে তো অনেক কিছুরই হয় না। এই যে আজ আমি এত যন্ত্রণা পাচ্ছি, তোমাকে এখানে টেনে এনে যন্ত্রণা দিচ্ছি এর কী কোনও মানে আছে ? সরি, আমার বোধহয় এভাবে কথা বলা উচিত হয়নি। কিছু মনে করবেন না আপনি।'

জয়দীপের দিকে মুখ ফেরাল স্বাতীলেখা।

'আপনারা দুই বোনে কথা বলছেন, এর মধ্যে আমি আসছি কোত্থেকে ?'

'কেন ? কথা গিললে আমার মুখের চেহারা কীরকম হয় তা দেখতে আপনি ইন্টারেস্টেড নন ?

'দূর ! আপনি খাবারই গিলছেন না তো কথা গিলবেন। যাদবপুরের মেয়েরা শুনেছি এমনই হয় !' জয়দীপ হেসে ফেলল।

'ঠিক আছে। আমি খেলে যদি সমস্যার সমাধান হয় তো চলো, খাচ্ছি।'

রোডসাইড হোটেলের রান্না প্রথমবার খেলে অন্যরকম স্বাদ পাওয়া যায়। খাওয়া শেষ করে মিসেস মুখার্জি বললেন, 'আপনার ভাইকে ধন্যবাদ জানাবেন।'

'চেষ্টা করব। আচ্ছা, এবার আমি চলি।' জয়দীপ উঠল।

'আমি বাগানে চলাফেরা করতে পারি ?'

'বাগানটা যেহেতু পাঁচিলে ঘেরা তাই আপত্তি নেই। কিন্তু অনুগ্রহ করে গেটের বাইরে যাবেন না আপনারা।'

'আচ্ছা, আপনার কি ধারণা এই শহরের সর্বত্র অজয় ভার্মার চোখ এখন আমাদের খুঁজছে ? এটা কি সম্ভব ?' মিসেস মুখার্জির গলায় বিরক্তি।

'অসম্ভব বললে ভুল বলা হবে। আপনাদের মতো সুন্দরী মহিলা এই শহরে তো খুব বেশি দেখতে পাওয়া যায় না। যারা দেখবে তারা তাই ভুলবে না। এটাই মুশকিল।'

'জয়দীপ, একটু দাঁড়ান।' মিসেস মুখার্জি ঘরের ভেতর চলে গেলেন। স্বাতীলেখা বলল, 'এই যে আপনি আমাদের অচেনা জায়গায় ঢুকিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন, এরপর কেউ যদি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় ?'

'ওই চাকরটিকে ডেকে বলবেন রতনবাবুকে খবর দিতে।'

'না। আমাকে এখানে কেউ চেনে না।'

'শুনুন ! আপনার সঙ্গে বিজয়ের কথা হয়েছে ?'

'না। তবে ওঁর নাম অজয় ভার্মা। আপনার সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা সে করেছে তাতে সে অভিজ্ঞ। অনেক মেয়ে ওর একই বিশ্বাসঘাতকতার শিকার।'

www.MurchOna.com

'একথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলছেন ?'

'আমি অনুমান করছি বিশ্বাস করতে আপনার ভাল লাগবে না।'

এই সময় মিসেস মুখার্জি ফিরে এলেন একটা প্যাকেট হাতে নিয়ে, 'এটা রাখুন। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে জয়দীপ জিজ্ঞাসা করল, 'ধন্যবাদ দিতে যে আপনার খুব ভাল লাগে তা বুঝতে পারছি। টাকাটা আমি নিলাম। একটা কথা, ঠিক করে বলুন তো, আপনারা কী চান অজয় ভার্মার ব্যাপারে ?'

'আমি ওর সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে চাই।'

'তারপর ?'

'ও যদি অস্বীকার করে তা হলে আর কোনওদিন এখানে আসব না।'

'এতে ওর কী ক্ষতি হবে আর আপনিই বা কতটা লাভবান হবেন ?'

'অন্তত আমার দায়বন্ধন থেকে মুক্তি পাব।'

'ও যদি আপনার সঙ্গে দেখা করতে না চায় ?'

'তা হলে ওর বাড়িতে যাব।'

'স্বাতীলেখা, আপনি বুঝতে পারছেন না, ওর বাড়িতে গেলেও আপনি ওর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। আমি চাই, যদি ও আপনাকে অস্বীকার করে, সেটা করবেই, তা হলে ভয়ঙ্কর শাস্তি পাওয়া উচিত।'

'ভয়ঙ্কর মানে ?'

'এখানে কাউকে খুন করা ভয়ঙ্কর কাজ নয়। কে কত নিষ্ঠুরভাবে খুন করতে পারে তার ওপর স্ট্যাটাস নির্ভর করে। মিসেস মুখার্জি, আপনি কিছু বলুন। কী চান আপনি ?'

'আমি স্বাতীকে বলেছি ওকে মন থেকে মুছে ফেলে আমার সঙ্গে দিল্লিতে চলে যেতে। ক্ষণিকের ভুলে শরীরে সন্তান এলেই শরীরটা অপবিত্র হয় না। জীবন অনেক বড় এবং অনেককাল বেঁচে সেই জীবন উপভোগ করা যায়।'

স্বাতীলেখা বলল, 'দিদি, তুই কী করে এসব বলিস ? তপনদা উধাও হয়ে যাওয়ার পরও তুই কী করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস ভেবে পাই না।'

কথা শেষ করে স্বাতীলেখা ধীরে ধীরে ওপাশের ঘরে চলে গেল। জয়দীপ মিসেস মুখার্জির দিকে তাকাতেই তিনি হাসলেন, 'আমার বোনটা আপনাকে চিন্তায় ফেলে দিল তো ! কী মুশকিল। শুনলেন যখন তখন পুরোটা শুনুন। আমরা দিল্লির করলবাগে থাকি। ও ইঞ্জিনিয়ার ছিল। চাকরি ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ ক্যাটারিং ব্যবসায় নামল। দশটা অফিসে লাঞ্চ সাপ্লাই-এর অর্ডার পেল ও। দেড় হাজার প্লেট রোজ। আমি ওর সঙ্গে কাজে নামলাম। আমাদের বাড়িতে বিশেষ ব্যবস্থা করে ঠাকুর চাকর রেখে রান্না হত। দিনে তিন হাজার টাকার মতো লাভ হয়। হঠাৎ বছর তিনেক আগে ও পেমেন্ট আনতে গিয়ে আর ফেরেনি। থানা পুলিশ, কাগজে বিজ্ঞাপন সব করেছি। যে অফিসে ও পেমেন্ট আনতে গিয়েছিল তারা চেকে পেমেন্ট করে। তাই কাঁচা টাকা হাতে

নিয়ে ও উধাও হয়নি। আমার সঙ্গে সম্পর্ক একটুও খারাপ ছিল না যে রাগ করে কোথাও চলে যাবে। কিন্তু গেল।'

'আপনার ব্যবসা ?'

'আমিই চালাচ্ছি।' হাসলেন মিসেস মুখার্জি, 'চালু ব্যবসার সুবিধে হল, একবার গড়াতে আরম্ভ করলে বড়সড় ধাক্কা না খেলে থেমে যায় না। আমার কথা থাক, স্বাতীর সঙ্গে অজয় ভার্মার দেখা করিয়ে দিতে পারবেন ?'

'আমি সেটা চাইছি না। ফল ভাল হবে না।'

'কিন্তু কিছু করার নেই জয়দীপ।'

'ঠিক আছে। আমি কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে দেখি। তারপর আপনাকে জানাব।' জয়দীপ বেরিয়ে এসে বুড়ো চাকরটিকে ধরল, 'শোনো, এ বাড়িতে ফোন নেই ?'

'আছে।'

'নাম্বারটা বলো।'

বাড়িতে ফিরে ছোট্ট সমস্যার মুখোমুখি হল জয়দীপ। মা দুপুরের খাবার না খেয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। খেয়ে এসেছি বলতে গিয়েও জিভে আটকে গেল। জয়দীপ দ্বিতীয়বার খেতে বসল মায়ের সঙ্গে। হোটেলের চেয়ে অনেক ভাল রান্না কিন্তু আজ সেটা খেতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎ মা বললেন, 'তোর অভ্যেস নেই বোধহয় এত বেলায় খাওয়ার। যা পারিস তাই খা।'

'রতন আসেনি ?'

'এসেছিল। নিজের ঘরে ঢুকে কী সব নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলে গেল দুপুরে খাবে না।'

'রতনকে তোমার কেমন লাগে ?'

মা একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'ছেলেটা রোজ মদ খায়, মনে হয় খারাপ পথে টাকা রোজগার করে কিন্তু ওর ভেতরের মনটা এখনও মরে যায়নি। বলেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, চিঠি পেয়েছিস ?'

'হ্যাঁ।'

'বাঃ। কত টাকা মাইনে হল ?'

'চিঠিটা চাকরির নয় মা। এমনি—।'

'ও।' মায়ের মুখটা আচমকা বদলে গেল। মুখ নামিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। জয়দীপের মনে হল তার চারপাশে এখন বিপুল শূন্যতা। মায়ের ওই 'ও' উচ্চারণে পৃথিবীর শেষ খাদের বাতাস যেন তল থেকে উঠে এল। কিন্তু সে কী করতে পারে এখন, এই মুহূর্তে ?

জয়দীপ ভেবেছিল রতন বিকেলের মধ্যে বাড়িতে ফিরবে। ফিরলে ওর সঙ্গে অজয় ভার্মার ব্যাপারে কথা বলবে। কিন্তু রতন ফিরল না। পাম্পে

www.MurchOna.com

গেলে রতনের দেখা পাওয়া যেতে পারে ভেবে জয়দীপ সন্ধের মুখে বাড়ি থেকে বের হতে যেতেই মনে পড়ল অনেকগুলো টাকা তার সঙ্গে রয়েছে। একটা ছুরি দেখিয়ে যে কেউ টাকাগুলো কেড়ে নিতে পারে। আজ টাকা সে জেদের বশে নিয়েছে। স্বাতীলেখা তাকে ঠুকে কথা বলেছিল বলে নেওয়া উচিত মনে করেছে। এখন মনে হল আজকের টাকাটা মিসেস মুখার্জিকে ফেরত দিয়ে দেওয়াই ভাল। সে যা করেছে তার জন্যে এত অর্থ পাওয়া উচিত নয়। পাম্পে পৌঁছে রতনকে দেখতে পেল না জয়দীপ। যে ছেলেটি গাড়িতে তেল ভরে দেয় সে ইতিমধ্যে তাকে চিনে গিয়েছিল। বলল, 'রতনবাবু আসেনি।'

'সুনীল ফিরেছে ?'

'আপনি শোনেননি ?'

'না। কী হয়েছে ?'

'সুনীলদাকে পুলিশ ধরেছে। ট্যাক্সি সিজ করেছে চক্রধরপুরের রাস্তায়।'

'কেন ?'

'তা আমি কী করে বলব ?'

'কোথায় আছে ও ?' জয়দীপ প্রশ্ন করা মাত্র পাম্পের অফিস থেকে মোটা মতো একটা লোক বেরিয়ে এসে ছেলেটাকে প্রচণ্ড ধমক দিল এইসব কথা বলার জন্যে। তারপর হাত নাড়ল, 'কার কী হয়েছে আমি জানি না।'

'আপনি আমাকে দেখেছেন, আমি রতনের ভাই।'

'তা হলে তো ভালই হল, রতনকে জিজ্ঞাসা করুন।'

'সুনীল আমার বন্ধু। আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম।'

লোকটা এবার জয়দীপকে দেখল, 'আপনার জানপয়চান কেমন ? ওপর তলার লোক আপনার কথা শুনবে ?'

'চেষ্টা করতে পারি।' মরিয়া হয়ে বলল জয়দীপ।

'ভেতরে আসুন।'

লোকটির পেছন পেছন অফিসঘরে ঢুকল জয়দীপ। দরজা বন্ধ করে লোকটি বলল, 'সুনীলকে পুলিশ ধরেছে জামশেদপুরের বাইরে। এখনও ওখানকার থানায় আছে সে। কাল কোর্টে তুললে আর বাঁচানো যাবে না।'

'ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ কী ?'

'ওর গাড়িতে গাঁজা পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু পুলিশ কাল সেইসঙ্গে কোকেন ব্রাউন সুগার ঢুকিয়ে দেবে।'

'সুনীল গাঁজা নিয়ে যাচ্ছিল ?'

লোকটি বলল, 'ঠিক কী জিনিস প্যাকেটে ছিল ও জানত না কিন্তু মতলবটা যে দু নম্বরি তা ওর জানা ছিল। আজ যদি থানা থেকে ওকে ছাড়ানো না যায় তো সুনীলের জিন্দেগি বরবাদ হয়ে গেল।'

জয়দীপ সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'রতন কোথায় ?'

'হঠাৎ ভাইকে খোঁজ করছেন কেন ?'

'আমি জানি রতন ওকে ভাড়া করেছিল মাল পৌঁছে দেবার জন্যে।'

'সে তো অনেকবার করেছে। রতন তো ধরিয়ে দেয়নি। দিয়েছে অন্য কেউ। ইনফরমেশন না পেলে পুলিশের বাবার ক্ষমতা নেই ট্যাক্সি ধরার।'

পাম্প থেকে বেরিয়ে খানিকটা পথ অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটল জয়দীপ। সুনীলের জন্যে মন খারাপ লাগছিল। তারপরেই মনে হল যদি কোনও উপায় থাকত তা হলে কি তার উচিত হত সুনীলকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসা ? মালটা কী তা না জানলেও দুনম্বরি জিনিস নিয়ে গিয়ে সুনীল অত্যন্ত অন্যায় করেছে। এই অন্যায় করার জন্যে তার শাস্তি পাওয়া উচিত। এর ফলে অন্য ট্যাক্সি ড্রাইভাররা ভবিষ্যতে ওই কাজ করতে ভয় পাবে। এ ধরনের অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া কখনওই উচিত নয়। তারপরেই মনে হল, তা হলে তো রতনও একই দোষে দোষী। সুনীলের শাস্তি হলে রতনেরও শাস্তি হওয়া উচিত। অথচ সুনীল যদি মুখ না খোলে তা হলে রতনকে এই ঘটনার সঙ্গে কী ভাবে জড়ানো যাবে ? এর মধ্যে সে নিজেও গোলমাল করে ফেলেছে। রতন বেআইনি পথে টাকা রোজগার করে জানার পরেও সে রতনের সাহায্য নিয়েছে। রতনের ঠিক করে দেওয়া বাড়িতে মিসেস মুখার্জিদের আশ্রয় দিয়েছে। অর্থাৎ জেনেশুনে একজন অপরাধীর সঙ্গে সে হাত মিলিয়েছে।

জয়দীপের ইচ্ছে হচ্ছিল এখনই মিসেস মুখার্জিকে গিয়ে বলে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু বেরিয়ে এলে জামশেদপুরের কোথায় যাবেন ওঁরা। অজয় ভার্মা নিশ্চয়ই চুপচাপ বসে নেই। হঠাৎ খুব অসহায় লাগছিল নিজেকে। অজয় ভার্মার মতো অপরাধীর সঙ্গে লড়াই করতে গেলে যখন পুলিশের সাহায্য পাওয়া যাবে না তখন কোন সৎ পথে সেটা করা সম্ভব ? যুদ্ধ এবং ভালবাসায় কোনও ন্যায় অন্যায়ের পরিকাঠামো নেই। শত্রুর শত্রু মানে আমার মিত্র। আজ নিশ্চয়ই অজয় ভার্মা রতনের শত্রু হয়ে গেছে। সুনীলকে যে পুলিশ ধরবে তা অজয় ভার্মা গতরাতেই জানত। অতএব এই ধরিয়ে দেওয়ার পেছনে তার খেলা আছে। আর অজয় ভার্মা যখন মিসেস মুখার্জিদের শত্রু তখন রতনের সঙ্গে হাত মেলানোর মধ্যে কোনও দোষ থাকতে পারে না। এইরকম ভেবেটেবে জয়দীপ একটু সহজ হল।

সন্ধের পরেই যে বাড়ির গেটে তালা পড়ে যায় কে জানত। অনেক হাঁকাহাকির পর তালা খুলল বুড়ো চাকর। জয়দীপ তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল রতন আর এবাড়িতে ফিরে আসেনি। ওপরে উঠে মিসেস মুখার্জির ঘরের পরদার সামনে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আসতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই।' মিসেস মুখার্জির গলা পাওয়া গেল।

ভেতরে ঢুকে সে দেখল মিসেস মুখার্জি হালকা গোলাপি রঙের ম্যাক্সি পরেছেন এবং অ্যাসট্রেতে সিগারেট ধোঁয়া তুলছে।

'কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো ?'

www.MurchOna.com

'একদম না। তবে এভাবে বসে থাকা তো যায় না। কিছু ঠিক করলেন ?'

'আমি ভেবে পাচ্ছি না। স্বাতীলেখা যদি অজয় ভার্মার সঙ্গে দেখা করার জেদ না ছাড়ে তা হলে কাল সকালে ওর বাড়িতে যেতে পারেন আপনারা।'

সিগারেট তুলে যেভাবে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছাড়লেন মহিলা তা প্রমাণ করে ধূমপানে তিনি অভ্যস্ত। বললেন, 'দেখুন জয়দীপ, এখানে আসার আগে আমরা একজন মাফিয়া নেতার সন্ধানে যাচ্ছি জানলে অবশ্যই আসতাম না। আমি চাই না স্বাতী ওর সঙ্গে আর দেখা করুক। কিন্তু ও কেন চাইছে তার কারণটাও আমি বুঝি। এটা তো আর আফ্রিকার জঙ্গল নয় যে বাড়িতে গেলে খেয়ে ফেলবে। ও যদি অস্বীকার করে তা হলে চলে আসব।' হঠাৎ নিজের আঙুলের দিকে তাকিয়ে মহিলার খেয়াল হতে বলল, 'এই দেখুন, ভুলে গিয়েছি, সিগারেট চলবে ?' বলতে বলতে ইন্ডিয়া কিং সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিলেন মিসেস মুখার্জি।

না বলতে গিয়েও থেমে গেল জয়দীপ। সে সিগারেট খায় না তা তো নয়। কিন্তু একজন বাঙালি মহিলার সিগারেট খাওয়া মেনে নিতে তার অসুবিধে হচ্ছে বলেই কি না বলতে যাচ্ছিল ? এই যে মেনে নিতে না পারা এটার পেছনে শুধুই প্রাচীন সংস্কার কাজ করছে। সংস্কারটা যুক্তিপূর্ণ কিনা তা ভাবার প্রয়োজনবোধ করছে না। একজন পুরুষ যদি সিগারেট খেতে পারে তা হলে একজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা খেতে পারবেন না কেন ? জয়দীপ সিগারেট নিল। দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে মনে হল দামি সিগারেটের মেজাজই আলাদা। তারপর পকেট থেকে চার হাজার টাকার বাণ্ডিলটা বের করে টেবিলে রেখে বলল, 'এটা রেখে দিন।'

'টাকা ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি দেখছি সত্যি ছেলেমানুষ। চুক্তি অনুযায়ী পারিশ্রমিক নিচ্ছেন, এতে সংকোচ কিসের ? আপনি বলেছেন গোয়েন্দা নন। কিন্তু সত্যি কথা হল গোয়েন্দা হওয়ার সমস্ত যোগ্যতা আপনার আছে। আপনি ইচ্ছে করলে যে কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিতে ভাল চাকরি পেতে পারেন।'

'চাকরি ?'

'হ্যাঁ। কলকাতায় না হলে দিল্লিতে চলে আসুন। আমি যোগাযোগ করিয়ে দেব। এখন প্রাইভেট ডিটেকটিভের খুব চাহিদা।'

'দূর ! ওই কাজে কত রকমের ট্রেনিং দরকার হয় !'

'সেটা এজেন্সিই আপনাকে দিয়ে করিয়ে নেবে। আপনি রাজি হয়ে যান।'

'আমি রাজি।' চটপট বলে ফেলল জয়দীপ।

'আমি যে এজেন্সিকে দিয়ে আমার স্বামীর ব্যাপারে ইনভেস্টিগেশন করিয়েছিলাম তাদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক আছে।'

'এরা কোনও খবর দিতে পারেনি ?'

www.MurchOna.com

'না। কিন্তু ওরা যে চেষ্টা করেছিল তাতে আমার সন্দেহ নেই। সিনেমার গোয়েন্দারা প্রতি ক্ষেত্রে সফল হয়, বাস্তবের গোয়েন্দাদের হওয়া মুশকিল যদি না কাকতালীয়ভাবে ভাগ্য সাহায্য করে। যেমন আপনাকে করেছিল। টাকাটা রাখুন।'

'স্বাতীলেখা কোথায় ?'

'ঘর অন্ধকার করে শুয়েছিল। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।'

এই সময় কোথাও টেলিফোন বাজছে এমন আওয়াজ ভেসে এল। জয়দীপ বলল 'আমি চলি। যদি মনে করেন আমার আপনাদের সঙ্গে কাল সকালে অজয় ভার্মার কাছে যাওয়া দরকার তা হলে বলুন, যেতে আপত্তি নেই।'

'এটা তো চুক্তির মধ্যে পড়ছে না।'

'ও, আপনি তা হলে ওই চুক্তিমাফিক আচরণ করছেন ?'

'আপনি তো বারংবার সেটাই মনে করিয়ে দিচ্ছেন।'

এই সময় বুড়ো চাকর দরজায় এসে দাঁড়াল, 'টেলিফোন।'

মিসেস মুখার্জি চমকে উঠলেন, 'কার ?'

'উনার।'

জয়দীপ অবাক হল, 'আমাকে চাইছে ? কে ?'

'রতনবাবু।'

জয়দীপ এবার সহজ হল। মিসেস মুখার্জিকে কিছু না বলে বুড়ো চাকরের পেছন পেছন বারান্দার শেষ প্রান্তের ঘরে চলে এল। রিসিভার তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁ, কী ব্যাপার ?'

'সব ঠিক আছে তো ?'

'হ্যাঁ। তোকে ধন্যবাদ। কোত্থেকে কথা বলছিস ?'

'বলা যাবে না।'

'তুই জানিস সুনীলকে পুলিশে ধরেছে তোর জন্যে !'

'কার জন্যে জানি না তবে ধরেছিল। একটু আগে ও পাম্পে ফিরে এসেছে। ট্যাক্সিটাও নিয়ে গেছে।'

'পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল জয়দীপ।

'হ্যাঁ। না ছেড়ে উপায় ছিল না।'

'কেন ?'

'যে ওকে ধরিয়ে দিয়েছিল তার কথাতেই ছাড়তে হয়েছে।'

'কী করে সম্ভব হল ?'

'হল। তুমি মনে হচ্ছে বুঝতে পেরেছ কে ওকে ধরিয়ে দিয়েছিল ?'

জবাব দিল না জয়দীপ। সুনীলের স্বার্থে রতনকে মিথ্যে কথা বলতে হয়। সেটা বলতে চাইল না সে। রতন হাসল, 'অবশ্য এটা করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। শেষপর্যন্ত যখন ও জানল দুজন মহিলা যে ওর সন্ধানে

জামশেদপুরে এসেছে এই খবরটা আমরা জানি এবং পুলিশ যদি সুনীলকে না ছাড়ে তা হলে আজ রাত্রেই ওঁরা কাগজে স্টেটমেন্ট দেবেন তখন পুলিশকে ছেড়ে দিতে বলতে বাধ্য হল। যাক গে, ওর সঙ্গে দেখা করতে কি ওরা চান ?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আধঘন্টা পরে ও পাম্পে আসবে মুখোমুখি কথা বলতে। এখানে দু দলের মধ্যে বেশিদিন ঝগড়াঝাঁটি চললে কারও লাভ হয় না। এই সময় ওদের নিয়ে আসতে পার তুমি।'

'তারপর ?'

'তারপরের ব্যাপারটা আমার হাতে নেই। তবে এখানে কোনও গোলমাল হবে না কথা দিচ্ছি। রাখছি।' টেলিফোন নামিয়ে রাখল রতন।

ফিরে গিয়ে মিসেস মুখার্জিকে কথাগুলো বলল জয়দীপ। ভদ্রমহিলা বললেন; 'এত রাত্রে ? যদি কিছু বিপদ হয় ?'

'এখানে হওয়ার সম্ভাবনা কম। আমার ভাই-এর লোকজন রয়েছে।'

মিনিট দশেকের মধ্যে ওরা বেরিয়ে পড়ল। এত কম সময়ের মধ্যে স্বাতীলেখা যে মিষ্টি সাজ সেজে নিয়েছে তা জয়দীপের চোখ এড়াল না। অটো ধরে ওরা পাম্পে পৌঁছে গেল আধঘন্টার আগেই। তেল দেয় যে ছেলেটা সে একগাল হেসে বলল, 'সুনীলদা এসে গিয়েছে।'

চারপাশে কেউ নেই, ওরা পাম্পের অফিসে ঢুকল। জয়দীপ ভেবেছিল সেখানে রতন এবং সুনীলকে দেখতে পাবে কিন্তু ওরা কেউ নেই। এমন কী সেই মোটা লোকটাও অনুপস্থিত। ওরা চেয়ারে বসল। কাচের ও পাশে পাম্পটাকে দেখা যাচ্ছে। অপেক্ষা করতে করতে শেষপর্যন্ত ওরা দুটো মোটর বাইককে পাম্পে ঢুকতে দেখল। সে দুটোকে দাঁড় করিয়ে চারজন আরোহী নীচে নেমে নিজেদের মধ্যে কথা বলল। তারপর দুজন এগিয়ে এল অফিস ঘরের দিকে। স্বাতীলেখা চেঁচিয়ে উঠল, 'বিজয় !' সে উঠে দাঁড়িয়েছিল। অফিস ঘরের দরজায় পৌঁছে অজয় ভার্মা বোধহয় জীবনে সব থেকে বেশি অবাক হল। স্বাতীলেখা ছুটে গেল ওর কাছে, 'বিজয় !'

অজয় ভার্মা এক পা সরে দাঁড়াল 'ওটা আমার বাবার নাম। কে আপনি কাকে চান ? আপনিই আমাকে ফোন করেছিলেন ?'

'বিজয় ! তুমি আমাকে এ কী কথা বলছ ?' কেঁদে ফেলল স্বাতীলেখা।

'হোয়াট ইজ দিস ?' চিৎকার করল অজয়, 'ওরা কোথায় ? এ ভাবে আমাকে ট্র্যাপের মধ্যে এনে ফেলার জন্যে ভীষণ দাম দিতে হবে হারামিদের !'

'বিজয় !'

'এই খুকি, বিজয় বিজয় করবেন না তো ! কে আপনাদের আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে, অ্যাঁ ? পাবলিক বুথ থেকে ফোন করছেন, নটরাজ থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও লুকিয়ে আমাকে জব্দ করতে কে এনেছে আপনাদের ?' রাগী ষাঁড়ের মতো চেহারা হয়ে গেল অজয় ভার্মার।

'তুমি, তুমি আমাকে মিথ্যে বলেছিলে ?'

'আপনাকে আমি চিনিই না যে কিছু বলব !'

'তোমার সন্তান আমার শরীরে বিজয় ।' ডুকরে উঠল স্বাতীলেখা ।

'যাচ্চলে ! আমার বাবা যদি কিছু করে থাকে তার জন্যে আমাকে ধরছেন কেন ? ব্ল্যাকমেলিং । তুই কি ভেবেছিস এ সব করার পর তোরা জামশেদপুর থেকে বেরিয়ে যেতে পারবি ? আমার বাবা এম পি ।' ঝট করে কোমর থেকে একটা কালো অস্ত্র বের করল অজয় ভার্মা ।

ঠিক সেই সময় অফিসের ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল তিনজন লোক । জয়দীপ দেখল রতন সুনীলের সঙ্গে সেই মোটা লোকটাও আছে ।

মোটা লোকটা বলল, 'আরে ! এ কী করছেন অজয়সাব । আপনার মতো খানদানি লোক একটা মেয়েছেলেকে পাবলিকলি খুন করবেন ?'

ঘুরে দাঁড়াল অজয়, 'এরা এখানে কী করে এল ?'

মোটা লোকটা বলল, 'ওরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল । বলা হয়ে গেছে । আপনি ওদের চিনতে পারছেন না, ব্যস, চুকে গেল সব । আচ্ছা দিদিরা, আপনারা এবার যেতে পারেন ।'

স্বাতীলেখা পাগলের মতো চিৎকার করল, 'বিজয় । আমি মরে যাব । আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই !'

অজয় কাঁধ ঝাঁকাল । এবার মিসেস মুখার্জি উঠে দাঁড়ালেন, 'আচ্ছা, অজয়বাবু । বাবু বলতে যদিও আমার খুব ঘেন্না হচ্ছে, আপনি মেয়েদের মন নিয়ে খেলা করে তাদের শরীর ভোগ করে যে মজা পান তার শেষ কবে হবে বলুন তো ? শুধু বাবার নাম ভাঙিয়ে কতদিন বাঁচবেন ?'

'এই কুত্তিটা কে ?'

প্রশ্নটা কানে আসামাত্র মিসেস মুখার্জি সোজা এগিয়ে গিয়ে ঠাস ঠাস করে অজয় ভার্মার গালে চড় মেরে বললেন, 'প্রশ্নটা তোমার মাকে করো লম্পট ।'

অজয় এমন হকচকিয়ে গিয়েছিল চড় খেয়ে যে গালে হাত রেখে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল । মিসেস মুখার্জি তখন স্বাতীলেখার হাত ধরে টানতে টানতে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন চিৎকার করতে করতে, 'তোর লজ্জা করছে না ? কার সঙ্গে প্রেম করেছিস ? কার কাছে ছুটে এসেছিলি ? এরা মানুষ ? ছি ছি ছি ।'

ওরা ঘরের বাইরে যেতেই অজয়ের সঙ্গে যে ছেলেটি এসেছিল সে বলে উঠল, 'ওরা চলে যাচ্ছে বস ।'

অজয় নাড়া খেল । জয়দীপ চুপচাপ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে । পকেট থেকে সেলুলার টেলিফোন বের করল অজয়, 'মেয়েছেলে দুটো কোথায় যাচে ফলো করো । কিছু বলার দরকার নেই । জায়গাটা দেখে পাম্পে ফিরে এসো ।'

মোটা লোকটা হাসল, 'আরে সাহেব, ভুলে যাও এ সব । মেয়েছেলের সঙ্গে

www.MurchOna.com

ঝগড়া করা পুরুষদের শোভা পায় না । এখন এসো কাজের কথা শুরু করি ।'

'কখনও না ।' মাথা নাড়ল অজয়, 'এদের কে এখানে নিয়ে এসেছে ?'

মোটা লোকটা বলল, 'ওর ভাই ।'

'তোর ভাই কী করে ওদের জানল ?' রতনের দিকে তাকাল অজয় ।

'যে করে তুমি জেনেছ আমার মাল নিয়ে সুনীল আজ চক্রধরপুর যাচ্ছে । এমন কোনও মাল আছে যে সোর্স বলে দেবে ।'

'তোরা আমার সঙ্গে বেইমানি করেছিস । ব্যবসার কথা বলতে ডেকে এনে মেয়েছেলে লেলিয়ে দিয়েছিস । কেন ? তোরা জানিস না ? মেয়েছেলের সম্পর্ক আমার কাছে টয়লেট পেপারের চেয়ে দামি নয় ! তারপরও ওদের এখানে আনলে আমি কি পেটে বাচ্চুর সমেত গাইকে ঘরে তুলব বলে ভেবেছিস ? এর দাম তোদের দিতে হবে ।' অজয় কথা শেষ করা মাত্র বাইরে বাইক চালু হওয়ার আওয়াজ হল । ওরা মুখ ঘুরিয়ে কাচের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে দেখল একটা অটোর পেছন পেছন কিছুটা দূরত্ব রেখে অজয়ের সঙ্গী দুজন মোটর বাইকে যাচ্ছে । রতন ইশারা করতে সুনীল বেরিয়ে গেল অফিসঘর থেকে । মোটা লোকটা বলল, 'ঠিক আছে, দাম দেওয়া যাবে । তার আগে ফয়সালা হোক তুমি কী দাম দেবে ? এই বেইমানি করলে কেন ?'

'আমি বেইমানি করেছি তার প্রমাণ কী ?'

'নইলে মেয়েটার কথা বলতে তুমি ভড়কি খেয়ে থানায় ফোন করতে না । তা ছাড়া দারোগা বলেছে তোমাদের পারমিশন ছাড়া কিছু করতে পারবে না ।'

'বেইমানি কাকে বলে বে ? আমি কাল রাত্রে সুনীলকে সাবধান করে দিয়েছিলাম যাতে আজ ট্যাক্সি নিয়ে চক্রধরপুর না যায় । আচ্ছা ! কাল মালের ঠেকে সুনীলের সঙ্গে ওই ছেলেটা ছিল, হ্যাঁ, ঠিক, মনে পড়ছে । তোর ভাই-এর সঙ্গে সুনীলের দোস্তি হল কী করে ?'

রতন এবার সোজা হল, 'তুমি সুনীলকে ওয়ার্নিং দিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ । জিজ্ঞাসা কর ।'

কেন ?'

'ওকে দিয়ে পরে বড় কাজ করাব ভেবেছিলাম ।'

'তার মানে তোমার কথায় সুনীল আজ উলটি খাচ্ছিল । গাড়ি খারাপ এই অজুহাত দেখিয়ে চক্রধরপুর যেতে চাইছিল না !'

অজয় হাসল, 'না গেলে তো উপকার হত । মালটা পুলিশের হাতে যেত না । আমি তো শালা উপকার করতে যাচ্ছিলাম । কিন্তু একটা কথা কান খাড়া করে শোন । ওই মেয়েছেলে দুটোকে আজ রাত্রেই আমি এমন শিক্ষা দেব যা ওরা জিন্দেগিতে ভুলবে না । এটা আমার ব্যাপার, তোরা কেউ নাক গলালে আমার চেয়ে খারাপ লোক পৃথিবীতে কেউ হবে না । আরে বুদ্ধু ! আমার বাবা এম পি । প্রাইম মিনিস্টার জামশেদপুরে এলে আমার বাড়িতে লাঞ্চ খায় । সি এম দু বেলা ফোন করে । তাই পুলিশের মা বাপ আমরা । যা বলব ওরা তাই

করবে। আমার সঙ্গে টক্কর দিলে আগুনে হাত দেওয়া হবে না? তার চেয়ে আমার কথা শুনে মাল কামা, আমিই তোদের প্রটেকশন দেব। রাজি?'

মোটা লোকটা বলল, 'মাল যেখানে আমি সেখানে।'

খুশি হল অজয়। একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, 'হুইস্কি লাগাও।'

মোটা লোকটা বলল, 'এই যাঃ। হুইস্কি নেই যে!'

অজয় তার সঙ্গীর দিকে তাকাল, 'বাইক নিয়ে তেওয়ারির দোকানে গিয়ে দু বোতল সিভাস রিগ্যাল নিয়ে আয়। জলদি।'

গেটের কাছে অটো ছেড়ে দিতেই জয়দীপ লক্ষ করল একটা মোটর বাইক ব্রেক কষল। হেডলাইটের আলো ওদের ওপর পড়ল খানিক, তারপর বাইকটা ঘুরে যে পথে এসেছিল সে পথে চলে গেল।

বুড়ো চাকর যখন গেট খুলছিল ঠিক তখনই গাড়ির আওয়াজ হল। হেডলাইট জ্বালিয়ে ট্যাক্সিটা থামতেই সুনীল নেমে এল দ্রুত, 'চটপট গাড়িতে উঠুন। একদম সময় নেই হাতে। এখনই—।'

জয়দীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?'

'ওরা এই বাড়ির খবর জেনে গিয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে অ্যাটাক হতে পারে।'

'কেন?' মিসেস মুখার্জি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মগের মুলুক নাকি?'

'তার চেয়েও খারাপ দিদি। এখন যা বলছি তা করুন, প্লিজ।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই গাড়ি চালু হতেই জয়দীপ জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস এঁদের?'

সুনীল বলল, 'চেষ্টা করব ঘাটশিলায় পৌঁছাতে। জামশেদপুরে এঁরা আজ রাত্রে থাকলে কালকের ভোর দেখতে পাবেন না।'

জয়দীপ পিছনের সিটে তাকাল, 'আমি কী করব?'

'তুই কী করবি মানে? তোর নামও লিস্টে উঠে গেছে। তোকেও যেতে হবে।'

'তা হলে একটা রিকোয়েস্ট। আমার বাড়ি হয়ে চল।'

'কী বলছিস ইয়ার, এই সময় সেন্টু ফেন্টু ছাড়।'

'না। মায়ের সঙ্গে দেখা না করে আমি কোথাও যেতে পারব না।'

'উঃ। রিস্ক নিচ্ছিস বলে দিলাম।'

এই সময় একটা পুলিশের জিপকে খুব জোরে ওদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে দেখল ওরা। জয়দীপের মামার বাড়ির সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে সুনীল বলল, 'দু মিনিট, জলদি।' জয়দীপ দরজা খুলে দৌড়াল।

এখন রাত হয়েছে। কিন্তু মামাই দরজা খুললেন, 'কী ব্যাপার?'

'মানে?'

'তোমার নাকি চাকরির চিঠি আসেনি?'

www.MurchOna.com

'না। মা কোথায়? মা, মা?' ডাকতে ডাকতে ভেতরে গিয়ে মাকে দেখতে পেল সে, 'মা আমি এখনই কলকাতায় যাচ্ছি। খুব জরুরি কাজ। তুমি আমার জন্যে চিন্তা কোরো না। আমি যত শিগগির পারি তোমাকে নিয়ে যাব। আর রতন আছে। ওর ওপর ভরসা রেখো। চললাম।' কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মাকে প্রণাম করে জয়দীপ ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। ট্যাক্সিতে উঠে পেছন ফিরে দেখল খোলা দরজায় মা একা দাঁড়িয়ে আছেন।

মিসেস মুখার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কেউ হন?'

'মা।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ওদের ট্যাক্সি রাতের অন্ধকার চিরে জামশেদপুর শহর ছাড়িয়ে বেরিয়ে এল। সুনীল বারংবার সামনের আয়না আর জানলা দিয়ে পেছনের রাস্তা দেখছিল। জয়দীপ সতর্ক করল, 'অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে।'

'না ইয়ার। এই গাড়ি আমার কথা শোনে। মনে হচ্ছে ধরতে পারবে না। ওরা ভাবতেই পারবে না এত রাত্রে তোদের আমি হাওয়া করতে পারি।'

হাইওয়ে দিয়ে ট্যাক্সি ছুটছিল। শেষপর্যন্ত জয়দীপ না বলে পারল না, 'পুলিশ তোকে ছেড়ে দিল?'

সুনীল কথা না বলে শব্দ করে হাসল।

'এবার ও সব ধান্দা ছেড়ে দে সুনীল।'

সুনীল বলল, 'এখন দুনিয়ার যা হাল তাতে একটা হাত নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না জয়। আমি যদি সৎ ট্যাক্সি ড্রাইভার হই দু দিনে গাড়ি তুলে দিতে হবে আমাকে। চাকর থেকে নেতা সব শালা যখন চোর তখন আমি কি করে ওদের মধ্যে সাধু হয়ে থাকব? তবু এখন আমার ভাল লাগছে। বুঝলেন দিদি, আজ সকালে দুনম্বরি মাল নিয়ে যাচ্ছিলাম চক্রধরপুর। আর আজ রাত্রে মানুষের মতো একটা কাজ করছি এই ট্যাক্সিতেই। কী রকম ব্যালেন্স হয়ে গেল।'

'আমরা কোনদিকে যাচ্ছি?' মিসেস মুখার্জি জানতে চাইলেন।

'গালুডি আসছে। এরপর ঘাটশিলা।'

'এতরাত্রে ঘাটশিলা থেকে ট্রেন পাওয়া যাবে?'

'আমি জানি না দিদি। ট্রাই করবেন।' সুনীল বলল, 'যত তাড়াতাড়ি বিহার ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন তত ভাল হবে।'

'কিছু মনে করবেন না, আমাদের জন্যে এত কষ্ট করছেন কেন বলুন তো?'

'কিছুই করছি না। ফিরে গিয়ে হয়তো দেখব করা হয়ে গিয়েছে।'

'কী করা হয়েছে?'

'এম পি বিজয় ভার্মা পুত্রহারা হবেন আজ রাত্রে।'

'সে কী?'

'ওর তিন সঙ্গীও বাদ যাবে না। কোনও প্রমাণ রাখা হবে না।'

'কেন?'

'এই লাইনে বেইমানরা ওই শাস্তি পায় দিদি।'

ঘাটশিলা স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে সুনীল চলে গেল। ভোর যখন হব হব তখন একটা লোকাল ট্রেন এল। খড়্গপুর যাচ্ছে। ওরা উঠে বসল। জয়দীপ লক্ষ করছিল স্বাতীলেখা একটাও কথা বলছে না।

খড়্গপুরে পৌঁছে মিসেস মুখার্জি নিজেই এগিয়ে গেলেন টিকিট কাউন্টারের সামনে। তারপর সেখান থেকে ইশারায় জয়দীপকে ডাকলেন। জয়দীপ স্বাতীলেখাকে একা রেখে যেতে চাইছিল না। শেষ পর্যন্ত যেতে হল। মিসেস মুখার্জি কথা বলছিলেন। জয়দীপ পেছন থেকে ডাকলেন, 'মিসেস মুখার্জি ?'

হঠাৎ সজোরে মাথা ঘোরালেন মহিলা। তারপর কাউন্টার ছেড়ে সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কি মনে হয় আমার কোনও নাম নেই ?'

'না, মানে—আমি—।'

'কী আমি ? আপনি জানেন না, এই তো ? জানার চেষ্টা করেছেন ? জিজ্ঞাসা করেছেন একবারও ? আশ্চর্য ! সেই থেকে আপনার মুখে মিসেস মুখার্জি শুনে শুনে এত ইরিটেটেড হয়ে গিয়েছি— !

'কিন্তু ওই পরিচয়টা আপনিই দিয়েছিলেন !'

'তখন কি জানতাম এতবার শুনতে হবে ! শুনুন ! আমার নাম পত্রলেখা।'

'ও।'

'খুব পুরনো বস্তাপচা নাম, তাই তো ? কি আর করা যাবে, মায়ের দেওয়া নাম তো আমি আর পালটাতে পারব না। হ্যাঁ, দিল্লির টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে আমাদের দুজনের দিল্লি যাওয়া দরকার। কিন্তু— !'

'আপনারা কলকাতায় ফিরছেন না ?'

'এখন নয়। যারা আমাদের চেজ করতে চায় তারা কলকাতার বাড়িতেও পারে। আমার বোন তো কিছুই বলতে বাকি রাখেনি। তাই বলছিলাম যদি চাই আপনিও আমাদের সঙ্গে দিল্লিতে চলুন তা হলে কি খুব বেশি চাওয়া হবে ?'

'আমি ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কলকাতায় আমার কাজকর্ম—।'

'এই যে শুনলাম আপনি বেকার ?'

'সেটা ঠিক। একটা প্রেসে ছোট কাজ করি আমি !'

'তা হলে কয়েকদিন বাদে গেলে ওটা যদি চলে যায় তা হলে এমন কিছু পার্থক্য হবে না। স্বাতীকে নিয়ে এতসব কাণ্ডের পর আমি একা যেতে ভয় করছি। বেশ, আপনি যদি এসকর্ট হিসেবে সঙ্গে যান তা হলে দক্ষিণা পাবেন।'

জয়দীপ হাসল, 'আপনি আমাকে অনেক টাকা দিয়েছেন। আর যদি অজয় ভার্মা মারা গিয়ে থাকে এর মধ্যে তা হলে আপনাদের আর ভয়ের কিছু নেই।'

'যদি না মারা যায়— ? আমরা তো নিশ্চিত নই।'

www.MurchOna.com

'তা ঠিক। ঠিক আছে, চলুন, আমি সঙ্গে যাচ্ছি। তবে ওই দক্ষিণার কথা বলে আমাকে বিব্রত করবেন না মিসেস মুখার্জি !'

'থাক। আপনার যাওয়ার দরকার নেই।'

'কেন ?'

'আমার নাম জানার পরও যখন মিসেস্ মুখার্জি বলা ছাড়তে পারছেন না— !'

'আসলে চট করে নাম ধরে ডাকা—।'

'বাজে কথা বলবেন না। স্বাতীলেখাকে তো বেশ নাম ধরে ডাকছিলেন।'

'হ্যাঁ। ও বোধহয়, বোধহয় কেন, নিশ্চয়ই, আমার চেয়ে বয়সে ছোট।'

'তাই ? আপনার কি মনে হচ্ছে আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক বড় ?'

'ঠিক আছে, অন্যায় হয়েছে। আর মিসেস মুখার্জি বলব না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

খড়্গপুর থেকে দিল্লি যাওয়ার দ্রুতগামী মেল ট্রেনে আজকেই একটা ফার্স্ট ক্লাস কুপ পাওয়া যাবে ভাবতে পারেনি জয়দীপ। কিন্তু ভদ্রমহিলা অসাধ্যসাধন করলেন। মিসেস মুখার্জিকে পত্রলেখা বলে ভাবতে খারাপ লাগছে না। কিন্তু ওই নামে ডাকতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। ওঁর বয়স ঠিক আন্দাজ করা যাচ্ছে না। স্বাতীলেখার দিদি কিন্তু কত বড় দিদি ? কথাবার্তায় হাঁটাচলায় ব্যবহারে রাশভারি ভাব এসে গিয়েছে।

চতুর্থ আসনটি খালি ছিল। গুছিয়ে বসে পত্রলেখা স্বাতীলেখাকে বললেন, 'ও ভাবে গুম হয়ে থাকিস না। যা হবার তা হয়ে গিয়েছে।'

স্বাতীলেখা কোনও কথা না বলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল।

'তুই কি কথা বলবি না বলে ঠিক করেছিস ?'

'আমাকে তোমরা বিরক্ত কোরো না।'

'বেশ। তোমার যা ইচ্ছে। কোনওরকমে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি আমরা জয়দীপবাবুর জন্যে। ওঁর সঙ্গে পরিচয় না হলে কি ঘটত ভাবলেই গা শিরশির করছে। ওকে অন্তত তোর ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ছিল।'

জয়দীপ বাধা দিল, 'না-না। এ সব কী বলছেন ?'

পত্রলেখা উঠলেন। ব্যাগ থেকে তোয়ালে সাবান বের করে বললেন, 'সারারাত জেগে ধুলোবালি খেয়ে এখন ঘিনঘিন করছে। আমি পরিষ্কার হয়ে আসছি। তুই কি যাবি ?' পত্রলেখার কথার জবাবে মাথা নেড়ে না বলল স্বাতীলেখা। পত্রলেখা বেরিয়ে গেলেন।

কোথা থেকে কী হয়ে গেল। জয়দীপ ছুটন্ত গাছপালা মাঠঘাট দেখতে দেখতে ভাবছিল। ভারতবর্ষে আদালত পুলিশ আইন থাকা সত্ত্বেও কিছু লোক সব কিছুকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে নিজেদের রাজত্ব চালাচ্ছে। অর্থ এবং অস্ত্র এখন শেষ কথা ! আর এই মেয়েটি ওখানে গিয়েছিল ভালবাসার অধিকার নিয়ে। কী রকম গোলমেলে ব্যাপার সব। কাল অজয় ভার্মার সঙ্গে কথা

www.MurchOna.com

বলার পর থেকেই মেয়েটা প্রায় বোবা হয়ে গিয়েছে। মুখচোখে কালো ছায়া ঘন হয়েছে। অথচ ওই মেয়েটির শরীরে অজয়ের সন্তান এসে গিয়েছে। এটা ভাবতেই নড়েচড়ে বসল সে। ঠিক কতদিন গেলে ভ্রূণ মানুষের আদল পায় তা মনে করতে পারল না এই মুহূর্তে। চোখের সামনে বই-এ আঁকা মায়ের পেটে বিভিন্ন সময়ে শিশুর অবস্থানের স্কেচগুলো ভেসে উঠছিল। ঠিক কতদিন হল ধরা পড়েছে ঘটনাটা! বেশি দিন হয়ে গেলে অ্যাবরশন করতে তো ডাক্তাররা রাজি হন না। এতে জীবনসংশয় হতে পারে। অথচ এ সব কিছুই স্বাতীলেখাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না। আর পাঁচটা সুন্দর স্বাস্থ্যের মেয়ের সঙ্গে ওর কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু—। লাইনটা মনে পড়ে গেল, দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু। ঈশ্বর না করুন, সেই সময়সীমা এখনও পেরিয়ে যায়নি। এখন অ্যাবরশন বেআইনি নয়। অথচ আজ থেকে পঁচিশ তিরিশ বছর আগে বিবাহিতরাই ওই কথা বলতে সাহস পেত না। ফলে অবাঞ্ছিত সন্তানের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে গিয়েছিল। এখনও মফস্বলে গ্রামে হাতুড়েদের দিয়ে অ্যাবরশন করিয়ে কত মেয়ে মারা যাচ্ছে! স্বাতীলেখার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু মনের দিক দিয়ে একেবারে ভেঙে পড়েছে মেয়েটা। গতকাল তার সঙ্গে যে ধরনের বেঁকা কথা বলেছিল তাতেও কিছুটা প্রাণ ছিল। জয়দীপ উঠে স্বাতীলেখার পাশে বসল, 'এই যে মশাই, মুখ তুলুন তো!'

স্বাতীলেখা একটুও নড়ল না।

'গতরাত্রে যদি অজয় ভার্মা আমাকে খুন করে ফেলত তা হলে কি আপনার ভাল লাগত? এ ভাবে বসে থাকতে পারতেন?' জয়দীপ হাসল।

'আপনাকে খুন করবে কেন?'

'আপনাদের সাহায্য করার অপরাধে।'

স্বাতীলেখা কোনও কথা বলল না কিছুক্ষণ। ট্রেন ছুটছে শব্দ তুলে। শেষপর্যন্ত ধরা গলায় বলল, 'আপনার উদ্দেশ্য কী?'

'উদ্দেশ্য? মানে?'

'টাকা তো পেয়ে গেছেন। তা হলে এত বড় ঝুঁকি নিলেন কেন?'

'ও। দেখুন, গোয়েন্দা না হয়েও গোয়েন্দা-গোয়েন্দা খেলায় মেতেছিলাম। আর তা থেকে শেষপর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারলাম না। এর মধ্যে উদ্দেশ্য বিধেয় কিছু নেই।'

'অদ্ভুত!' ছোট শব্দটি উচ্চারণ করল স্বাতীলেখা।

'সত্যি অদ্ভুত। তবে জীবনে এমন অদ্ভুত ঘটনা মাঝেমাঝেই ঘটে থাকে।'

হঠাৎ চোখ বন্ধ করে কেঁপে উঠল স্বাতীলেখা। তারপর শব্দ করে কাঁদল।

জয়দীপ একটু নার্ভাস হয়ে বলল, 'আপনি যত কাঁদবেন তত অজয় গুরুত্ব পাবে। না জেনে গর্তে পা পড়ায় পা মচকে যেতে পারে কিন্তু সে কারণে কেউ যদি তার হাঁটাচলা বন্ধ করে দেয় তা হলে—।'

'এক কথা হল না।' স্বাতীলেখা মুখ ফেরাল।

'এক কথাই।'

'না। আমার শরীরে ওর—!'

'দূর।' শব্দ করে হাসল জয়দীপ।

'তার মানে?'

'ফোঁড়া বা টিউমার শরীরে হলে মানুষ যা করে এ তার থেকে বেশি মূল্যবান হতে পারে না। অন্তত অজয়ের মতো অমানুষের ক্ষেত্রে নয়। যাক গে, আপনি একটি শ্যাওড়া গাছের পেত্নির মতো চেহারা করে বসে আছেন মশাই। দয়া করে যদি সামান্য শ্রী ফেরান তা হলে আমরা কৃতার্থ হব।' জয়দীপের কথা শেষ করা মাত্র পত্রলেখা এলেন। কুপেতে ঢুকে বোনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাক, শেষ পর্যন্ত নড়েচড়ে বসেছিস। যা টয়লেটে যা। আমার খুব খিদে পেয়ে গিয়েছে। বাইরে ক্যাটারারের লোক দেখে অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। নেক্সট স্টেশনে খাবার দিয়ে যাবে।'

স্বাতীলেখা উঠল। উঠতেই টলে গেল সামান্য। জয়দীপ দ্রুত ওকে ধরে ফেলতেই সে বলল, 'ঠিক আছে, থাক।'

'একা যেতে পারবেন?'

'হুঁ।' তোয়ালে সাবান নিয়ে স্বাতীলেখা বেরিয়ে গেল।

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পত্রলেখা বললেন, 'আপনি কি কারও প্রেমে আছেন?'

'প্রেম?' চমকে উঠল জয়দীপ, 'না, না তো!'

'কখনও প্রেমে ছিলেন?'

'না। সে সময় হয়নি।' জয়দীপ হেসে ফেলল।

'বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনার সঙ্গে যে সব মেয়ে পড়ত তাদের কারও আকর্ষণীশক্তি ছিল না এ হতে পারে না। ছেলেরা বড্ড মিথ্যে কথা বলে।'

জয়দীপ বলল, 'যথেষ্ট সুন্দরী ছিল তাদের কেউ কেউ। কিন্তু সমবয়সীদের ওরা বন্ধু হিসেবে নিত, তুই তোকারি করত কিন্তু প্রেমিক হিসেবে ম্যাচিওর্ড প্রতিষ্ঠিত ছেলেদের পছন্দ করত। ওরা ঠিক কাজই করত।'

'স্বাতীলেখা তো তা করেনি!' পত্রলেখা বললেন।

এর কি জবাব দেবে জয়দীপ। পত্রলেখা বললেন, 'আসলে আমি দিল্লিতে, বাবা মারা যাওয়ার পরে মায়ের পক্ষে ওর ওপর নজর রাখাও সম্ভব ছিল না। একে বাবার মারা যাওয়া উনি মেনে নিতে পারেননি তারপর জামাই নিখোঁজ হয়ে গেছে সেই শকও ছিল। আমি কলকাতায় থাকলে স্বাতী ওই ভুল করত না।'

'কিছু মনে করবেন না, মিস্টার মুখার্জির কী হয়েছিল?'

'সেটা আমিও জানি না। আমার বিয়ে হয়েছে বছর পাঁচেক। সেকেন্ড

ইয়ারে পড়তে পড়তে সম্বন্ধ এল। বাবা ভাল ছেলে পেয়ে লোভ সামলাতে পারেননি। বিয়ের পর দিল্লিতে গিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করি। হঠাৎ ও চাকরি ছেড়ে ক্যাটারিং-এর ব্যবসায় নামল। কে কে ওর শত্রু ছিল তা জানি না আমি। কিন্তু ও চলে গিয়েছে বলে আমার জীবন শেষ এ কথা আমি মানতে চাই না। আইন অনুযায়ী আমি এখনও ওর স্ত্রী। কিন্তু ও যদি বেঁচে থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে যায় তা হলে ওর অস্তিত্ব আমি স্বীকার করব কেন? বোঝাই যাচ্ছে আমার কোনও মূল্য ওর কাছে নেই। আর যদি ও মারা গিয়ে থাকে—, জানি না। আমার উকিল আর কিছুদিন বাদেই আদালতে যাবেন।' পত্রলেখা মাথা নাড়লেন।

'মিস্টার মুখার্জির আত্মীয়স্বজন?'

'আছেন। ছেলে উধাও হওয়ার পর কানপুর থেকে গিয়ে ব্যবসার ভাগ নেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে আবার ফিরে গিয়েছেন। ওরা কানপুরের বাঙালি।'

'উনি উধাও হওয়ার পর কেউ টেলিফোন বা চিঠি দেয়নি?'

'না। কেউ না।' হঠাৎ হাসলেন পত্রলেখা, 'বাঃ, আপনি দেখছি এর মধ্যে আগ্রহী হয়ে পড়েছেন। বেশ তো, এই কেসটা নিয়ে নিন। ও নির্বাসনে গিয়েছে নাকি মারা গিয়েছে খুঁজে বের করুন। আপনাকে আমি চারমাস সময় দেব। যদি যে কোনও দুটোর একটা হয়েছে এমন প্রমাণ এনে দিতে পারেন তা হলে আপনাকে আমি এক লক্ষ টাকা দেব। পেশাদার গোয়েন্দারা যা পারেনি তা আপনি যদি পারেন তা হলে পরে আপনার সঙ্গে পার্টনারশিপে একটা ইনভেস্টিগেশন কোম্পানি খোলা যেতে পারে। রাজি?' হাত বাড়ালেন পত্রলেখা।

ঠিক সেই সময়ে দরজা খুলে গেল। স্বাতীলেখা ঢুকল। জয়দীপ বলল, 'বাঃ, একদম পালটে গিয়েছেন। বসুন, আরাম করে বসুন।'

স্বাতীলেখা বলল, 'আমাকে পেত্নি বলেছিলেন, দয়া করে নিজের চেহারা দেখুন। অন্যকে উপদেশ দিতে বাঙালিদের খুব ভাল লাগে।'

পত্রলেখা হাসল, 'কেমন জব্দ! কিন্তু আপনার সঙ্গে তো কোনও জিনিসপত্র নেই!'

'না নেই। কারণ আমি জানতাম না আমাকে বেশ কিছুদিন কলকাতার বাইরে থাকতে হবে। আমার প্ল্যান ছিল যে দিন আমি জামশেদপুরে গিয়েছিলাম সে দিনই কলকাতায় ফিরে যাব। আপনাকে আমি খড়্গপুর স্টেশনে বলতে চেয়েও পারিনি।'

পত্রলেখা উঠলেন, 'আমি বুঝতে পারছি। দিল্লিতে পৌঁছবার আগে তো কিছু করা সম্ভব নয়। অবশ্য আমার সঙ্গে একটা সাদা লুঙ্গিসেট আছে। ওটা যদি ব্যবহার করেন তা হলে খুব খারাপ দেখাবে না।'

জয়দীপ বলল, 'আমাকে একটা তোয়ালে আর সাবান দিন। গেঞ্জি খুলে

www.MurchOna.com

রাখলে মনে হয় আর একটা দিন এতেই চালিয়ে দেওয়া যাবে।'

সারাটা দুপুর ঘুমিয়ে কাটিয়েছে জয়দীপ। নীচের দুটো বার্থে মেয়েরা শুয়েছিল। ওপরের বার্থে শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছিল সে। চার মাস সময় এবং তার মধ্যে একটা নিখোঁজ হওয়া লোককে খুঁজে বের করে দিতে পারলে এক লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। ওঁদের যদি তিন হাজার টাকা দৈনিক রোজগার হয় তা হলে ছুটির দিন বাদ দিলে মাসে ষাট হাজারের মতো হয়। এক লক্ষ টাকা সে ক্ষেত্রে এমন কিছু বেশি নয়। মুখার্জিদের সম্পত্তির পরিমাণ কত? হঠাৎ যেন সুনীলের গলা কানে এল, 'আরে ইয়ার, দু লাখ টাকা চা। দেখবি রাজি হয়ে যাবে।' এখন জয়দীপের মনে হল তাড়াহুড়োয় কথাটা মনে ছিল না একদম। সুনীলকে অন্তত হাজার দুয়েক টাকা দিয়ে আসা উচিত ছিল। ও সঙ্গে থেকে মদত না দিলে এই টাকা সে কখনওই রোজগার করতে পারত না। জয়দীপ হাসল। বাঃ, এর মধ্যে সে রোজগার বলে ভেবে নিতে পারছে!

ট্রেন কোনও একটা স্টেশনে থেমেছিল। পত্রলেখার গলা পাওয়া গেল, 'কী মশাই, আর কত ঘুমাবেন? চা চলবে কি?'

'নিশ্চয়ই। আমি বলছি!' ওপর থেকে নামার চেষ্টা করল জয়দীপ।

ততক্ষণ চাওয়ালাকে ডেকে তিন ভাঁড় চায়ের অর্ডার দিয়ে ফেলেছেন পত্রলেখা। স্বাতীলেখা উঠে বাবু হয়ে বসে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করল। জয়দীপ বলল, 'খুব মিষ্টি দিয়ে ফেলেছে।'

স্বাতীলেখা বলল, 'দিয়ে ফেলেছে মানে? যেন আপনি রোজ এই স্টেশনের চা খান তাই মনে হচ্ছে আজই মিষ্টি বেশি দিয়েছে!'

জয়দীপ তাকাল, 'আপনি কেন যে আমার ওপর রেগে আছেন আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আমার অন্যায়টা কোথায়?'

'আপনি পুরুষ এটাই আপনার অপরাধ। আমার কাছে।'

'এটা আমার অপরাধ?' অবাক হল জয়দীপ।

'হ্যাঁ। কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে তার সর্বনাশ স্বচ্ছন্দে করতে পারেন।'

'আমি সেটা করতে পারি বলে আপনার মনে হচ্ছে?'

'এতদিন ভাবিনি এখন তো তাই মনে হচ্ছে। কাগজে দেখেছি বাবা মেয়েকে ধর্ষণ করেছে, মামা ভাগ্নীকে। মনে হত ওরা পিশাচ। ব্যতিক্রম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে প্রকৃতি আপনাদের প্রবৃত্তিকে এমনভাবে তৈরি করেছে যে—।' মাথা নাড়ল স্বাতীলেখা, কথা শেষ করতে পারল না।

খুব রাগ হয়ে গেল জয়দীপের, 'ও। তার মানে এই যে আমি আপনার সঙ্গে এক কুপেতে আছি, এতে নিজেকে আনসেফ মনে করছেন আপনি?'

'না।'

'না কেন? এই তো বললেন—!' ব্যঙ্গ করল জয়দীপ।

'আর কী নতুন ক্ষতি করবেন আপনি ? একবার কনসিভ করলে দ্বিতীয়বার তো কেউ সেটা করাতে পারে না।' ভাঁড় জানলার বাইরে ফেলে দিল স্বাতীলেখা।

পত্রলেখা বলল, 'তুই অন্যায় করছিস স্বাতী। কেউ একজন দোষ করেছে বলে সবাইকে দোষী ভাবা বোকামি। জয়দীপবাবু, আপনি কিছু মনে করবেন না।'

জয়দীপ তখনও উত্তেজিত ছিল। বলল, 'দেখুন স্বাতীলেখা, আমি আজ পর্যন্ত এমন কোনও কাজ করিনি যাকে ইমমর‍্যাল বলা হয়। চারপাশের লোকজন যখন ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়েছে তখন তাদের দলে যোগ দিতে পারিনি আমি। এম-এ পরীক্ষার আগের দিন জানতে পেরেছিলাম প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গিয়েছে। টাকা দিলেই সেটা পাওয়া যেতে পারত, আমার সেই প্রশ্ন কেনার ইচ্ছে একটুও হয়নি। আমি সাধারণ মানুষ কিন্তু মনুষ্যত্ব নিয়ে বাস করতে চাই যতদিন পারব। আজ আপনার দিদি অনুরোধ না করলে আমি আপনাদের সঙ্গে দিল্লি যেতাম না। তাই অনুরোধ, এ সব কথা দ্বিতীয়বার আমাকে বলবেন না!'

সন্ধের মুখে দরজায় শব্দ হল। কন্ডাক্টার গার্ড এসে হেঁকে বললেন, 'এখানে একটা বার্থ খালি আছে, বয়স্ক প্যাসেঞ্জার দিলে আপত্তি নেই তো ?

পত্রলেখা বললেন, 'যদি অন্য কুপেতে বার্থ খালি থাকে তো সেখানে দিন না। বুঝতেই পারছেন অজানা অচেনা লোক— !'

'বুঝতে পারছি ম্যাডাম। এই বার্থটা কটক থেকে বুকড ছিল কিন্তু প্যাসেঞ্জার আসেনি। মুশকিল হল এখন ওরা একশো টাকা এক্সট্রা দিতে চাইছে— !'

ব্যাগ খুললেন পত্রলেখা। একটা একশো টাকার নোট বের করে এগিয়ে ধরলেন লোকটির সামনে। ছোঁ মেরে সেটি নিয়ে লোকটি বলল, 'আর কোনও চিন্তা করবেন না ম্যাডাম। দিল্লি পর্যন্ত আপনারা আরাম করুন।'

জয়দীপ হতবাক হয়ে দৃশ্যটি দেখছিল। লোকটি চলে যেতেই সে বলল, 'এটা কী করলেন ? ওকে ঘুষ দিলেন ?'

'না, আরাম কিনলাম। এই ছোট্ট জায়গায় আর একটা উটকো লোক নাকের সামনে বসে থাকবে ? একশো টাকা দিয়ে তাকে বিদায় করলাম।' বেশ জোরের সঙ্গে পত্রলেখা বললেন।

'কিন্তু এটা অন্যায়। আপনি নিজে অন্যায় করলেন আবার ওকেও প্রশ্রয় দিলেন।' জয়দীপ কথাটা বলামাত্র স্বাতীলেখা মুখ ফেরাল ওর দিকে। কথাগুলো শুনে যেন সে-ও বেশ অবাক হয়েছে।

'না জয়দীপ। আমি কোনও অন্যায় করিনি। আমি অ্যাফোর্ড করতে পারি বলে টাকা দিয়ে আরাম কিনেছি। আমি না দিলে লোকটা অন্য এক প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে ওই টাকা নিত। আমি সেটা বন্ধ করতে পারতাম

www.MurchOna.com

না। ধরুন যে লোকটা আসত সে অতি বদ লোক। তার ভয়ে আমাদের সারারাত জেগে বসে থাকতে হত। তখন আপনি কী করতেন ?'

'ওর বিরুদ্ধে কমপ্লেন করতাম।'

'বাঃ। চমৎকার। সেটা শুনে ব্যবস্থা নেবার জন্যে এই ট্রেনে কে অপেক্ষা করছে বলতে পারেন ? কেউ না। একটু বাস্তবে নেমে আসুন মশাই। নইলে জীবন আপনার সঙ্গে প্রতি পায়ে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।'

গুম হয়ে গেল জয়দীপ। হ্যাঁ, অজানা লোকটি অসভ্য হলে তাদের নিশ্চয়ই অসুবিধে হত কিন্তু এই ভাবে ঘুষ দেওয়াটা মেনে নিতে বাধছিল তার। রাতের খাওয়া শেষ হলে যে যার মতো শুয়ে পড়ল। পত্রলেখা তার সঙ্গে আর বেশি কথা বলেননি। চুপচাপ সিগারেট খেয়ে গেছেন গোটা পাঁচেক। আর স্বাতীলেখা তো কথাই বলছে না।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল জয়দীপের। প্রচণ্ড শব্দ তুলে ট্রেন ছুটছে। চাকার সঙ্গে লাইনের ঘর্ষণ এই রাত্রে ভয়ঙ্কর আওয়াজ তুলছে। কিন্তু সেটা ছাপিয়ে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ কানে এল। সে নীচের দিকে ঝুঁকে দেখল পত্রলেখা দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরে ঘুমাচ্ছেন। পাশের নীচের বার্থে জানলার ধারে বসে আছে স্বাতীলেখা। হাঁটুর ওপর গাল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। জয়দীপ নেমে এল ওপর থেকে, 'স্বাতীলেখা, প্লিজ, শান্ত হোন। আপনি কার জন্যে কাঁদছেন ?' কান্না প্রবল হল। এবার ঘুম ভাঙল পত্রলেখার। একরাশ বিরক্তি নিয়ে তিনি ঘুমভাঙা চোখে ওদের দেখলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আবার কী হল ?'

জয়দীপ বলল, 'নিজেকে শক্ত করুন স্বাতীলেখা। আপনি তো নিজের চোখে দেখে এসেছেন সব। ও রকম লোকের জন্যে কান্নার কোনও যুক্তি আছে ?'

কান্না গিলল স্বাতীলেখা। শোওয়ার সময় জানলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। জয়দীপ এগিয়ে গিয়ে তার একটা খুলে দিতে হু হু হাওয়া স্বাতীলেখার চুল উড়িয়ে দিতে চাইল। পত্রলেখা বললেন, 'শুয়ে পড়। এ সব আর ভাল লাগছে না।'

'তোমার পক্ষে এটা বলা স্বাভাবিক।' স্বাতীলেখা বেশ জোর দিয়ে বলল। জানলা খোলায় বাইরের আওয়াজ এখন বেশ বেড়ে গিয়েছে।

'তার মানে ? কী বলছিস তুই ?' চিৎকার করলেন পত্রলেখা।

'তুমি তোমার বোনের সমস্যার সমাধান করতে চাইছ। আমি আমার নিজের সমস্যায় জেরবার হচ্ছি। এ দুটো তো এক হতে পারে না।'

'হবে। দিল্লিতে গেলে দিন তিনেকের মধ্যে সমাধান হয়ে যাবে।'

'না!' মাথা নাড়ল স্বাতীলেখা।

'না মানে ?'

'আমি অ্যাবরশন করাব না।'

'কি পাগলের মতো কথা বলছিস ?'

'আমি ভেবেচিন্তে সুস্থ মানুষের মতো বলছি।'

উঠে বসলেন পত্রলেখা, 'স্বাতী !'

'আমি অনেক চিন্তা করে এই সিদ্ধান্ত নিলাম দিদি।'

'কী আশ্চর্য !' ছটফট করলেন পত্রলেখা, 'তোর মাথার ঠিক নেই। তুই অবিবাহিতা। এদেশে অবিবাহিতা মেয়ের শরীরে সন্তান এসেছে জানলে চারধারে ছি ছি শুরু হয়ে যায়। তার আবার বিয়ে হওয়াই মুশকিল। তার ওপরে যদি তুই কুমারী অবস্থায় মা হতে চাস তা হলে কী পরিণতি হবে ভাবতে পারিস ?'

'পারি। কারণ আমার আগে এ দেশে অনেক মেয়ে কুমারী অবস্থায় মা হয়ে দিব্যি আছে। কাজকর্ম করছে। সমাজ তাদের নিয়ে মাথা ঘামায়নি।'

'তারা সামাজিক মানুষ নন। ইম্পসিবল।'

'আমাকেও কেন সামাজিক হতে হবে। তা ছাড়া এই যে এতদিন ধরে একটু একটু করে বড় হলাম, কোনও সমাজের অস্তিত্ব তো আমার চোখে পড়েনি। সমাজ বলে কিছু এখন নেই এ কথাটা তুমি ভুলে যাচ্ছ দিদি !'

'বাঃ। চমৎকার ! তারপর ? বাচ্চাটাকে কী পরিচয় দিবি ?'

'আমার পরিচয়ই ওর পরিচয় হবে।'

'একটা লম্পট মাফিয়া গুণ্ডার বাচ্চাকে বড় করবি কোন আশা নিয়ে ? ওই রক্ত যার শরীরে থাকবে তার ভবিষ্যৎ বুঝতে পারছিস না ?'

'পারছি।'

'তবু এটা চাইছিস ?'

'হ্যাঁ। আমি যেটা পারলাম না ওকে দিয়ে তাই করাব। কাল আমি ওর কাছে ভিক্ষে করেছিলাম কিন্তু আমার উচিত ছিল ওকে খুন করা। আমি তা পারিনি। কিন্তু ওর রক্ত আমার সন্তানের শরীরে থাকবে বলে তাকে দিয়ে স্বচ্ছন্দে খুন করাতে পারব। এটাই আমার একমাত্র লক্ষ্য হবে।'

'মাই গড !' চাপা গলায় বললেন পত্রলেখা।

'এ নিয়ে আর চিন্তা কোরো না !'

'তোর নিজের ভবিষ্যৎ ? অবৈধ সন্তান আছে এমন মহিলাকে কোনও পুরুষ বিয়ে করবে ভেবেছিস ? সারা জীবন তোকে একা থাকতে হবে।'

'বেঁচে থাকতে হলে যে একজন পুরুষ দরকার এই থিওরিতে আমি বিশ্বাস করি না। আমি আমার মতো বেশ থাকতে পারব।'

'তাই ? তা হলে অজয় ভার্মার সঙ্গে প্রেম করতে গিয়েছিলি কেন ?'

'প্রেম জীবনে একবারই আসে। ওটা এসেছিল, চলেও গেল।'

পত্রলেখা জয়দীপের দিকে তাকাল, 'কী বলি বলুন তো ! আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন না ! আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে !'

স্বাতীলেখা বলল, 'বললাম তো, এ সব নিয়ে তুমি ভেবো না।'

www.MurchOna.com

জয়দীপ এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। স্বাতীলেখার মধ্যে অদ্ভুত এক জেদ দেখতে পাচ্ছিল সে। আত্মহত্যা করার ঠিক আগের মুহূর্তে মানুষ কি এ রকম জেদ খুঁজে পায় ? সে স্বাতীলেখাকে বলল, 'আপনার পরিকল্পনা নিয়ে একটা কথা বলার আছে।'

স্বাতীলেখা তাকাল।

'আপনি যে আশা নিয়ে বাচ্চাটাকে বড় করবেন তা মিথ্যে হয়ে যেতে পারে।'

'তার মানে ?'

'আপনি নিজে যা পারেননি তা ওকে দিয়ে করাতে চাইছেন। আপনি এই ভাবে প্রতিশোধ নিতে চান। কিন্তু কার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবেন ? সে তখন পৃথিবীতে থাকবে না বলে আমার বিশ্বাস !'

স্বাতীলেখা কোনও কথা না বলে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

'আপত্তি শুনেছেন কিনা জানি না, যে ছেলেটি ট্যাক্সিতে আমাদের ঘাটশিলায় পৌঁছে দিয়েছিল সে বলে গিয়েছে গতরাতেই অজয় ভার্মা এবং তার তিন সঙ্গীকে ওরা শেষ করে দেবার পরিকল্পনা নিয়েছে। আমরা যখন জামশেদপুর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম তখন পুলিশের জিপকে পাম্পের দিকে ছুটে যেতে দেখেছি। শেষ পর্যন্ত ঘটনা কী হয়েছে তা আমি জানি না। ধরা যাক, গতকাল ওরা মারতে পারেনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখায় পড়েছি, অন্যায়ের ছুরির কোনও বাঁট থাকে না। যে সেই ছুরি মারে তার হাতও রক্তাক্ত হয়। এই অবিশ্বাস, গায়ের জোর অর্থাৎ মাস্তানির জগতে একজন লোক কখনই দীর্ঘজীবন বেঁচে থাকতে পারে না। আজ না হয় কাল কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে ওকে মেরে ফেলবেই। তাই প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পাবেন না।' জয়দীপ খুব গম্ভীর ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল।

পত্রলেখা বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন জয়দীপ। আচ্ছা, গতরাতে কিছু হয়েছে কিনা তা দিল্লিতে গিয়ে ফোন করে জানতে পারা যায় না ?'

'যাবে।' কথাটা বলার পরেই জয়দীপের মনে হল কী করে যাবে ? রতন কিংবা সুনীলের টেলিফোন নাম্বার তার জানা নেই। সংশোধন করতে গিয়েও থেমে গেল সে। কারণ ওই মুহূর্তে স্বাতীলেখা অসহায়ভাবে পেছনের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। একেবারে ভেঙে পড়লে মানুষ ওই ভঙ্গিতে, বসে থাকে। সত্যি কথা বললে ও উৎসাহিত হতে পারে, তাই না বলাই ভাল।

দিল্লির করলবাগে পত্রলেখার বাড়িটি বেশ বড়। প্রায় দিন ছয়েক তিনি ছিলেন না কিন্তু ব্যবসার কোনও ক্ষতি হয়নি। এক বৃদ্ধ বিশ্বস্ত কর্মচারী সব দেখাশোনা করেন। বাড়ির পেছন দিকে শেড করে রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে। অনেকগুলো মানুষ কাজ করছে সেখানে। একতলার বাঁ দিকের গেস্টরুমে

থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল জয়দীপকে। পৌঁছনোর কয়েক মিনিটের মধ্যে সেই বৃদ্ধ কর্মচারী জয়দীপকে ভাল করে লক্ষ করে বেরিয়ে গেলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে নতুন দুটো শার্ট প্যান্ট, আন্ডারওয়্যার এবং তিন প্রস্থ পাজামা-পাঞ্জাবি এসে গেল। খেয়েদেয়ে লম্বা ঘুম দিল সে। তার ঘরটিও শীততাপনিয়ন্ত্রিত।

ঘুম থেকে উঠে একটু শীত শীত করতে লাগল তার। এরকম ঘরে ঘুমাবার অভ্যেস নেই বলেই মেশিনটা বন্ধ করে দিল। জয়দীপের মনে পড়ল এ বাড়িতে ঢোকার পর থেকে স্বাতীলেখা অথবা পত্রলেখার দেখা পাওয়া যায়নি। স্নানের পর তাকে খেতে দেওয়া হয়েছিল নীচের ডাইনিংরুমে। বাইরে যেটা সম্ভব হয়নি নিজের বাড়িতে পৌঁছে সেই তফাতটা জানিয়ে দিচ্ছেন কি পত্রলেখা? হয়তো নয়, জয়দীপ নিজেকে বোঝাল, প্রত্যেক বাড়ির নিজস্ব সিস্টেম থাকে। সেটা মানতেই হয়।

এখন তার কী করা উচিত? এঁরা সুস্থভাবে পৌঁছে গিয়েছেন দিল্লিতে। তার কর্তব্য শেষ। অতএব কলকাতায় ফিরে যেতে অসুবিধে নেই। যদিও পত্রলেখা তাকে প্রস্তাব দিয়েছেন স্বামীর হদিশ বের করে দিতে কিন্তু পরে এ নিয়ে কোনও কথা বলেননি। দিল্লিতে এসে গিয়েছে বলেই জয়দীপের ইচ্ছে হচ্ছিল সেই চেষ্টা করার। এক লক্ষ টাকা কম কথা নয়। কিন্তু সে জানা দূরের কথা ভদ্রলোকের নাম পর্যন্ত শোনেনি। জয়দীপ ঠিক করল পত্রলেখার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলবে। উনি যদি উৎসাহ না দেখান তা হলে কালই কলকাতায় ফিরে যাবে। মোট পাঁচ হাজার পেয়েছিল সে পত্রলেখার কাছ থেকে। কিছু খরচ হয়েও বাকি টাকা যা আছে তা বেশ কয়েকমাস লড়বার পক্ষে যথেষ্ট।

বিকেলে সে পোশাক পরিবর্তন করে নিয়ে হলঘরে এল। সেক্ষের ওপর একজন মধ্যবয়স্ক মানুষের ছবি রাখা আছে স্ট্যান্ডে। লোকটি কে? ছবিটির সামনে দাঁড়িয়ে সে ভাল করে দেখল। অতি সাধারণ চেহারা। সুন্দর বলা যায় না কোনওভাবেই। একটু কি মোটা ছিলেন? শুধু মুখ দেখে শরীর আন্দাজ করা মুশকিল।

'সাহেবের ছবি দেখছেন?'

প্রশ্ন শুনে ঘুরে জয়দীপ দেখল বৃদ্ধ কর্মচারী পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

'তিন বছর হয়ে গেল, না?'

'হ্যাঁ। জ্বলজ্যান্ত মানুষটা একেবারে কর্পূরের মতো উবে গেল।'

'আপনার কোনও ধারণা নেই?'

'না। আমাকে ধরে নিয়ে এসেছিলেন ব্যবসা দেখার জন্যে। এর আগে এক বড় কোম্পানিতে ক্যাটারিং-এর কাজ করেছি আমি। বললেন, আপনাকেই আমার চাই। তা তিনি গেলেন হারিয়ে আমাকে হাল ধরিয়ে দিয়ে।'

'কী নাম যেন ওঁর?'

www.MurchOna.com

'অমিতাভ মুখার্জি। ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, কেন যে ব্যবসায় এলেন?'

'আপনার কি মনে হয় ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্যায় উনি উধাও হয়েছেন?'

'তা জানি না। পুলিশ পারল না, ডিটেকটিভ এজেন্সি ফেল করে গেল।'

'ওঁর কি সাধুসন্ন্যাসীতে ভক্তি ছিল?'

'না, না। ওদের দু'চোখে দেখতে পারতেন না। বলতেন কাজকর্ম করবে না বলে ভেক ধরে পাবলিককে এক্সপ্লয়েট করছে। মুখার্জি সাহেবের মতো মানুষ সাধু হতে পারেন না।' বৃদ্ধ কর্মচারী কথা বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়ালেন। বারান্দা পেরিয়ে এক ভদ্রলোক ততক্ষণে হলঘরে ঢুকে পড়েছেন। বৃদ্ধ বললেন, 'নমস্কার! মেমসাহেব এসে গিয়েছেন।'

ছিপছিপে শক্ত পেটানো শরীরের মানুষটি বললেন, 'হ্যাঁ, ফোন পেয়েছি। খবর দিন।'

বৃদ্ধ চলে যেতে ভদ্রলোক তাকালেন জয়দীপের দিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এক্সকিউজ মি, আপনাকে আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।'

'স্বাভাবিক। আমি দিল্লিতে এই প্রথম এলাম। আমার নাম জয়দীপ।'

'আমি অশোক রায়।' হাত বাড়ালেন অশোক, 'পত্রলেখার আত্মীয় নিশ্চয়ই!'

'না। ওঁর অনুরোধে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।'

'বুঝলাম না!'

'আমাদের পরিচয় অল্প দিনের। আপনি?'

'আমি অমিতাভর বন্ধু ছিলাম। সেই সূত্রে পত্রলেখারও।'

এই সময় পত্রলেখাও নেমে এলেন ওপর থেকে, 'আরে, কেমন আছ?'

'চলছে। তুমি?' এগিয়ে গেলেন অশোক।

'উঃ যা টেনশন গেল। বেঁচে ফিরে আসতে পারব বলে ভাবিনি।'

'সেকী? কী হয়েছিল?' প্রচণ্ড উদ্বেগ দেখালেন অশোক।

'সে অনেক কাহিনী। তোমাদের তো আলাপ হয়ে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ। উনি অবশ্য ওঁর পরিচয় দেননি।'

'সবাই তো তোমাদের মতো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট নয়। জয়দীপ একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার। উনি যে সাহায্য করেছেন তা ভাবা যায় না।'

'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার? উনি তো দিল্লিতে এর আগে কখনও আসেননি। যদি তুমি অমিতাভর ব্যাপারে ওঁকে নিয়ে এসে থাকো তা হলে সেটা ইউজলেস হবে। এখানকার দুঁদে গোয়েন্দারাই কিছু করতে পারল না, অপরিচিত শহরে উনি কী করবেন?' অশোক রায় হাসতে হাসতে বললেন।

'দেখা যাক। তুমি কি ওপরে যাবে? স্বাতীলেখা এসেছে।'

'তাই নাকি?'

'কিন্তু ওর শরীর ভাল নেই। ওকে ডিস্টার্ব না করাই ভাল।'
'তা হলে চলো, বাইরে কোথাও যাওয়া যাক।'
'আজ থাক অশোক। আজ আমি খুব টায়ার্ড। তা ছাড়া এই ক'দিন ব্যবসার খবরাখবর নিতে হবে। তুমি বোসো, চা খাও।'
'তোমাকে আজ একদম অন্য মানুষ মনে হচ্ছে পত্রলেখা।'
'সবাই কি রোজ একরকম থাকতে পারে ? ডোন্ট মিসআন্ডারস্ট্যান্ড মি।' পত্রলেখা মিষ্টি করে হাসলেন।
'বেশ। আমি তা হলে যাচ্ছি। তুমি যখন ক্লান্ত বা ব্যস্ত থাকবে না তখন আমাকে ফোন করলে ভাল লাগবে।' অশোক রায় জয়দীপের দিকে তাকালেন, 'এলাম জয়দীপবাবু।' উত্তরের অপেক্ষা না করে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।
ওর চলে যাওয়াটা যেন সময় নিয়ে দেখলেন পত্রলেখা। তারপর অদ্ভুতভাবে মাথা নাড়লেন। তারপরই আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝরঝরে হাসলেন, 'কি, কীরকম লাগছে ?'
'ঠিক আছে।'
'চলুন, দিল্লি শহরটা আপনাকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসি।'
জয়দীপ বলল, 'আজ আপনি ক্লান্ত, থাক না, পরে হবে।'
'দূর! ওটা তো অশোককে বললাম। হঠাৎই ওর কোম্পানি আজ ভাল লাগল না। আমার ব্যবসা দেখেছেন ?'
'দেখলাম। খুব রান্নাবান্না হল।'
'হ্যাঁ, এত মানুষের টেস্টকে স্যাটিসফাই করতে না পারলে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। অবশ্য এব্যাপারে মিস্টার দে-র ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে আমাকে। আচ্ছা, আপনি চাকরি না খুঁজে এই শহরে ব্যবসায় নেমে পড়ুন না। অমিতাভ চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় চলে এসেছিল।'
'ক্যাপিটাল কে দেবে ? তা ছাড়া যোগাযোগও তো নেই।'
'আমি যদি সঙ্গে থাকি ?'
জয়দীপ হেসে ফেলল, 'কাল থেকে আপনি আমাকে অনেক প্রস্তাব দিয়ে চলেছেন। আমি সত্যি কৃতজ্ঞ।'
'তার মানে ?'
'আপনি আমাকে গোয়েন্দা হতে বলেছেন, গোয়েন্দা হবার ট্রেনিং নিতে সাহায্য করবেন জানিয়েছিলেন, ওই সংক্রান্ত কোম্পানি খুলবেন বলে ভরসা দিয়েছিলেন। আবার এখন অন্য ব্যবসার কথা বলছেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'
'ঠিক ঠিক।' মাথা নাড়লেন পত্রলেখা।
'পত্রলেখা, আমার মনে হয় আগামীকালই কলকাতা ফিরে যাওয়া উচিত। এখানে অলসভাবে বসে থেকে কী লাভ !' জয়দীপ বলল।

www.MurchOna.com

'সেকী ? আপনাকে আমি এক লাখ টাকা অফার করেছিলাম যদি আপনি আমার স্বামীর সন্ধান এনে দিতে পারেন। ওটা নিশ্চয়ই অলসভাবে বসে থাকা নয় ! আপনি রাজি নন ?'
'আপনি কি সত্যি আগ্রহী ?'
'হ্যাঁ। আপনি কাজ শুরু করুন। মিস্টার দে-র সঙ্গে কথা বলুন। ওর সম্পর্কে জানতে পারবেন অনেককিছু। যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করার দরকার হয়, করতে পারেন। গো অ্যাহেড।' পত্রলেখা কথা শেষ করে আবার ওপরে চলে গেল।
এই মহিলার সঙ্গে খড়্গপুরের টিকিট কাউন্টারে দাঁড়ানো মানুষটির কোনও মিল নেই। একদম বদলে গিয়েছেন এখানে এসে।
সন্ধেবেলা বৃদ্ধ কর্মচারীর সঙ্গে বসল জয়দীপ। ভদ্রলোক থাকেন পুসা রোডের শেষ প্রান্তে। রোজ রাতে বাড়ি ফিরে যান, ভোরে আসেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলে যে ছবিটা জয়দীপের সামনে এল তা হল, অমিতাভ মুখার্জির বয়স বছর পঁয়ত্রিশেক। স্ত্রীর চেয়ে তিনি দশ বছরের বড় ছিলেন। খুব সাধাসিধে মানুষ, মড হওয়ার কোনও চেষ্টাই ছিল না তাঁর। অর্থ এলেও জীবনযাত্রার কোনও পরিবর্তন ঘটাননি তিনি। তুলনায় মিসেস মুখার্জি অনেক বেশি আধুনিকা। এবং স্ত্রীর ওই জীবনযাত্রা সম্পর্কে কখনও কোনও আপত্তি তিনি করেছেন বলে মনে হয় না।
ক্যাটারিং-এর ব্যবসা শুরু করে অল্প কয়েকমাসের মধ্যে দশটি বড় অফিসের কর্মচারিদের জন্যে লাঞ্চের দায়িত্ব যোগাড় করতে পেরেছিলেন। বাজারদর থেকে কম দামে খাবার সরবরাহ করতে হত এবং এ বাবদ অনুদান সেইসব অফিস থেকে পাওয়া যায়। দেড় হাজার প্লেট থেকে গড়পড়তা দুটাকা করে তিন হাজার টাকা দৈনিক লাভ হয়। এই লাভের কিছু অংশ প্রতি মাসে অফিসের কিছু কর্তাকে প্রণামী হিসেবে দিতে হয়। এটা চালু ব্যবস্থা। এইসব অফিসের মধ্যে রয়েছে হিন্দুস্থান বিস্কুট, আই পি আই, সিসকো অ্যান্ড অ্যালায়েন্স ইত্যাদি। প্রতি মাসে মিস্টার মুখার্জিকে যেতে হত পেমেন্ট আনতে। তার আগে বিল পৌঁছে দিতেন মিস্টার দে। অমিতাভ ওইরকম পেমেন্ট আনতে গিয়েই আর ফিরে আসেননি।
জয়দীপ জানতে চাইল কোন অফিসে পেমেন্টের জন্যে গিয়েছিলেন অমিতাভ। মিস্টার দে জানালেন হিন্দুস্থান বিস্কুট অফিসে যাচ্ছেন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন অমিতাভ। পরে পুলিশ এবং গোয়েন্দারা বলেছে ওই অফিস থেকে চেক কালেক্ট করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। আর তারপর থেকেই ওঁকে আর দেখা যায়নি। উনি যেখানে যেখানে যেতে পারেন সেইসব জায়গায় খোঁজ নিয়ে ব্যর্থ হতে হয়েছে। কানপুরের বাড়িতেও তিনি যাননি। মুশকিল হল ওঁর ব্যবহৃত পোশাক বা অন্য কিছু কোথাও পাওয়া যায়নি।
শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে সিগারেট ধরাতে সঙ্কোচ হচ্ছিল তবু না ধরিয়ে পারল

না জয়দীপ। অমিতাভর ব্যাপারটা কিভাবে শুরু করা যায় ? হিন্দুস্থান বিস্কুট অফিসে গিয়ে যার কাছ থেকে চেক নিয়েছিলেন অমিতাভ তার সঙ্গে প্রথমে কথা বলা দরকার। নিশ্চয়ই পুলিশ গোয়েন্দারা অনেক জেরা করেছে তাকে তবু যদি কিছু বেরিয়ে আসে ! এখন যে সমস্যা হতে পারে সেটা হল, ওই ভদ্রলোক যদি তার সঙ্গে কথা না বলতে চান ? তার স্ট্যাটাস কী ? কোনও কার্ড সে দেখাতে পারবে না ! কিন্তু তার জন্যে থেমে গেলে চলবে না। সম্ভাব্য সব জায়গায় যাবে সে। এক লক্ষ টাকা তাকে পেতেই হবে।

এই সময় দরজায় শব্দ হল। জয়দীপ উঠে দরজা খুলতেই অবাক হয়ে গেল। তাকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে স্বাতীলেখা ভেতরে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিল, 'আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

'কী ব্যাপার ?' অবাক হয়ে গেল জয়দীপ।

'আপনি কি কালই কলকাতায় ফিরে যেতে চাইছেন ?'

'কেন বলুন তো ?'

'আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন।' দ্রুত বলছিল স্বাতীলেখা, 'যদি আপনি যান তা হলে আমিও আপনার সঙ্গে যাব।'

'সে কী ? কেন ?'

'আমি এখানে থাকব না।'

'কেন ?'

'এখন আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। প্লিজ দুটো টিকিট কাটবেন। আমার কাছে টাকা নেই। কিন্তু কথা দিচ্ছি কলকাতায় গিয়ে আপনাকে টিকিটের দাম দিয়ে দেব।'

'সেটা ঠিক আছে। কিন্তু।'

'কিন্তু ?'

'আপনার দিদি চাইছেন অমিতাভবাবুর নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আমি খোঁজ খবর করি। বুঝতেই পারছেন ?'

'আপনি কি নির্বোধ ?'

'মানে ?'

'যে মানুষ নিজে ইচ্ছে করে হারিয়ে যেতে চায় তাকে কেউ খুঁজে বের করতে পারে ? দিদি ভাল করে জানে অমিতাভদাকে কখনওই পাওয়া যাবে না।'

'তা হলে আমাকে খোঁজ করতে বলছেন কেন।'

'সে সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখতে চাইছে।'

'তার মানে উনি ওঁর অনুপস্থিতি এখনও মানতে পারছেন না !'

'উলটোটাও তো হতে পারে। দিদি নিশ্চিত হতে চাইছে, অমিতাভদা যাতে কখনওই ফিরে না আসে। অমিতাভকে ও কখনও পছন্দ করত না।'

'সেকী ?'

www.MurchOna.com

'এসব কথা বলা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু উপায় নেই। প্লিজ কাজটা নেবেন না। দিদি জীবনে কাউকে ভালবাসেনি। ভালবাসার কোনও অনুভূতি ওর নেই।'

'কিন্তু স্বামী ফিরে না এলে যদি উনি খুশি হন তা হলে সন্ধান নিচ্ছেন কেন ?'

'আমি জানি না। হয়তো ফিরে আসার পথটা বন্ধ করতে।'

'তাতে ওঁর কী লাভ ?'

'লাভ ? যান না ওপরে, গিয়ে দেখে আসুন।'

'কী দেখব ?'

'আমার কথা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে না। প্লিজ জয়দীপবাবু, কাল ফিরে চলুন। আপনি কিছুতেই অমিতাভদাকে খুঁজে বের করতে পারবেন না। সব জায়গায় অ্যাকসিডেন্ট ঘটে না। মাঝখানে সময় নষ্ট হবে। এক লক্ষ টাকার লোভ ছেড়ে দিন, প্লিজ।'

'কিন্তু আপনার ব্যাপারটা— !'

'সেটা কলকাতায় গিয়েও করা সম্ভব।'

'কিন্তু এখানে কী অসুবিধে ?'

'আমার ভয় করছে। কাল বিকেলের ট্রেনের টিকিট কেটে রাখবেন।' দরজায় পৌঁছে গেল পত্রলেখা, 'আপনাকেও কি আমি বিশ্বাস করতে পারব না ?'

অনেক কথা বলতে পারত। কিন্তু কিছু না বলে নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল জয়দীপ। পত্রলেখা চলে গেল। আর সে চলে যাওয়ামাত্র যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কোনও ঘোরের মধ্যে সে আলটপকা গোয়েন্দা হতে রাজি হয়েছিল। যা সে নয়, যে জ্ঞান তার নেই সেই ভূমিকায় নিজেকে নিতে চাওয়া স্রেফ এক লক্ষ টাকার জন্যে ? স্বাতীলেখা ঠিকই বলেছে। অজয় ভার্মার সঙ্গে জামশেদপুরে তার যোগাযোগ স্রেফ কাকতালীয়ভাবে হয়েছে। ওরকম আবার হবে অমিতাভর বেলায় এ সে কী করে আশা করে ? তার চেয়ে নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়াই ভাল। ওই লুকিয়ে লুকিয়ে অফিসের টেবিলে না থেকে কোনও মেসে সিট খুঁজে নিতে এখন অসুবিধে হবে না। অন্তত চার-পাঁচ মাসের টাকা তার পকেটে আছে। এই সময়টার মধ্যে তাকে যেমন করে হোক একটা কাজ যোগাড় করে নিতে হবে। এই শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘর, আরামের বিছানা, ভাল খাবার, দামি পোশাক তার জন্যে নয়। এই অবধি ভাবতে পেরে খুব স্বস্তি বোধ করল সে। কিন্তু স্বাতীলেখা হঠাৎ তার দিদির ওপর এত রেগে গেল কেন ? কীসের ভয় পাচ্ছে সে ? ব্যাপারটা খুব গোলমেলে লাগছে !

ঘরের বাইরে এল জয়দীপ। এখন ঘড়িতে রাত সাড়ে নটা। একজন কাজের লোক এগিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, খাবার দেবে কিনা ! মাথা

নাড়ল জয়দীপ, 'খিদে নেই। তোমাদের যদি জেগে থাকতে অসুবিধে হয় তা হলে ঘরে ঢেকে রেখে যেতে পারো।'

'মেমসাহেব ঘরে খাবার দিলে অসন্তুষ্ট হন।'

'তা হলে ডাইনিং টেবিলেই ঢেকে রাখো।'

লোকটি চলে গেলে জয়দীপ ওপরে তাকাল। কী দেখতে বলেছিল স্বাতীলেখা নিজের চোখে? কৌতূহল বাড়ছিল। ঠিক সেই সময় হাসির শব্দ কানে এল। হাসিটা পত্রলেখার। ওপর থেকে নীচে আসছে কথাগুলো, 'তুমি যে এত জেলাস হয়ে পড়বে আমি ভাবিনি।'

'আমাকে তুমি ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। এত খারাপ লাগছিল—।'

পুরুষ এবং পত্রলেখার গলার স্বর জড়ানো। ওরা এবার চোখের সামনেই আসতেই আড়ালে সরে গেল জয়দীপ। পত্রলেখা বললেন, 'আমি জানি ও গোয়েন্দা নয়। তবে খুব লাকি লোক। এরকম কপাল থাকলে আচমকা কখন কি করে ফেলে তা কেউ বলতে পারে না। ওকে ইনভেস্টিগেট করতে বলেছি ওর কপালটাকে পরীক্ষা করতে।'

'তাই বলো।'সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল যে লোকটা তাকে চিনতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেল জয়দীপ। অশোক রায় আবার কখন ফিরে এসেছেন? অশোক রায় দু'হাত তুলে বললেন, 'যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না।'

'বোকার মতো কথা বোলো না। বাড়ি যাও। অনেক খেয়েছ।'

'ওকে।' হাত নাড়লেন অশোক রায়, 'গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

অশোক রায় টলতে টলতে বেরিয়ে গেলে ওপরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন পত্রলেখা। সেই সুযোগে চট করে দরজা খুলে ঘরের ভেতরে চলে এল জয়দীপ। এসবের মানে কী? বিকেলে পত্রলেখার ব্যবহারে মনে হয়েছিল তিনি অশোক রায়কে পছন্দ করছেন না। কিন্তু—? অমিতাভর উধাও হওয়াতে কি অশোক রায় উপকৃত হয়েছে? সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নেওয়ামাত্র দরজা খুলে গেল। শব্দ পেতে ঘুরে দাঁড়াতেই জয়দীপ দেখল দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আবছা পত্রলেখা, 'একটা আমাকে দিন।'

'আপনি?'

'হুঁ। আজ তোমাকে দেখতে এলেম অনেকদিনের পরে।' বলে শব্দ করে হাসলেন, 'ঠিক মানাল না। খাওয়া হয়েছে? হয়নি। তাড়াতাড়ি ডিনার করে নেওয়া উচিত। দিন সিগারেট।' জয়দীপ প্যাকেট এগিয়ে দিতে মাথা নাড়লেন পত্রলেখা, 'নো! এই সিগারেট চলবে না। আপনি ভিখিরিদের সিগারেট খান কেন? হ্যাঁ?'

'আপনার কাছে এটা ভিখিরি ব্রান্ড হতে পারে কিন্তু আমার পক্ষে এর চেয়ে দামি সিগারেট কেনা সম্ভব নয়। তা ছাড়া এই সিগারেট খেতে আমার ভাল

www.MurchOna.com

লাগে।' জয়দীপের মুখ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

'ও হো! আপনাকে আমি হার্ট করতে চাইনি জয়দীপবাবু। জামশেদপুরে আপনার যে রোজগার হয়েছে তার পর আপনি নিশ্চয়ই অ্যাফোর্ড করতে পারেন। আসলে কী জানেন ওপরে উঠতে হলে আপনাকে একটু অ্যাম্বিশাস হতে হবে। আপনি স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং না বাড়ালে কাউকে ইমপ্রেস করতে পারবেন না। দিল্লিতে ওটার খুব প্রয়োজন। যাকগে, আপনি কোথা থেকে কাজ শুরু করবেন ভাবছেন?'

'কী ব্যাপারে?' অন্যমনস্ক গলায় জিজ্ঞাসা করল জয়দীপ।

'ওঃ! অমিতাভর কেসটা কী ভাবে শুরু করবেন?'

'ও। ভাবছি হিন্দুস্থান বিস্কুটের অফিসে যাব। ওখানেই তো ওঁকে শেষ দেখা গিয়েছিল!'

'হ্যাঁ। কিন্তু কোনও লাভ হবে না।'

'কেন?'

'ওখানকার কেউ নতুন কথা আপনাকে বলবে না। এখানকার ডিটেকটিভ এজেন্সি যে ফাইল আমাকে পাঠিয়েছিল সেটা আপনাকে দেব। পড়ে দেখবেন।' এক সেকেন্ড তাকালেন পত্রলেখা, 'স্বাতীলেখার সঙ্গে এখানে আসার পর তো আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি, কোনও কোনও মেয়ে এত সেন্টিমেন্টাল হয়!'

'কেন? কী হয়েছে?'

'ঘরের কোণায় মুখ লুকিয়ে বসে আছে। সহজভাবে কথা বলছে না। যে দেখবে সে-ই বুঝবে কিছু একটা হয়েছে। এই যে একটু আগে আমার একজন গেস্ট এসেছিল, সে তো বার পাঁচেক জিজ্ঞাসা করেছে ওর কী হয়েছে? লজ্জায় ফেলে দেয়।'

'লজ্জায় আছে বলেই বোধহয়—।'

'লজ্জা! ওসব করার সময় লজ্জা ছিল না? এখন মনে হচ্ছে ওই মাফিয়া ছেলেটাকে দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই একহাতে তালি বাজে না সাতানব্বই সালের একটি শিক্ষিত মেয়ে নিরাপত্তার কথা না ভেবে সেক্স করছে, কল্পনা করা যায়? ওর এই অবস্থার জন্যে ও নিজেও দায়ী।'

'ভুল তো মানুষমাত্রেই হয়।'

'আমি তো করিনি। অমিতাভকে আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছিলাম বিয়ের পাঁচবছরের মধ্যে আমি মা হতে চাই না। আমি সেটা মেনটেন করেছি।'

'এসব নিয়ে ভাবছেন কেন? ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন!'

'সেটাও তো ঠিক করে বলছে না। কখনও বলছে তিনমাস আগে কখনও বা চারমাস। ইউরিন রিপোর্ট থেকে তো সময়টা বোঝা যাবে না। আশা করি অ্যাবরশনের নর্মাল সময় পেরিয়ে যায়নি। মাথা খারাপ করে দেয়। শুধু মায়ের কথা ভেবে এসব ঝক্কি নিয়েছি আমি। মাকে আর নতুন কোনও শক

www.MurchOna.com

দিতে চাইনি।' দরজাটা খুললেন পত্রলেখা, 'আমি আশা করব আপনি আমার কথা শুনবেন। কোথাও আপনার মধ্যে কিছু ছিল নইলে এ রকম গোপন পারিবারিক লজ্জার কথা কেন বলতে যাব আপনাকে ? আর আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হলে আপনি প্রচুর উপকৃত হবেন জয়দীপ।' বেরিয়ে গেলেন পত্রলেখা।

এতক্ষণে সিগারেট ধরাল জয়দীপ। এই পত্রলেখাকে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না তেমন। কিন্তু দিদিকে নিয়ে বোন অত ভয় পাচ্ছে কেন ? দিল্লিতে ব্যবসা করে একা বেঁচে থাকতে হলে যে বেপরোয়া এবং উদ্ধত মেজাজ দরকার তা পত্রলেখার আছে। নিজের আচরণের জন্যে কোনও কৈফিয়ত তিনি দেন না। যে অশোক রায়কে বিকেলবেলায় এ বাড়ি থেকে একরকম সরিয়েই দিলেন তার সঙ্গে সন্ধের পর মদ্যপান করলেও তাকে শুধু গেস্ট বলে চিহ্নিত করলেন। জয়দীপ বুঝতে পারছিল এই মহিলার বন্ধুত্ব পেলে সে জীবনে প্রতিষ্ঠা না পেলেও অর্থাভাবে থাকবে না। একটু একটু করে লোভ হচ্ছিল ওর। স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লোভ, ভাল থাকার জন্যে লোভ। রতন সুনীলেরা যে ভাবে অন্যায়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা নিয়ে বেঁচে আছে সেই ভাবে না থেকে যদি পত্রলেখার বন্ধুত্ব তাকে অন্যভাবে বাঁচতে সাহায্য করে তা হলে দিল্লিতে থেকে যেতে অসুবিধে কোথায় ? স্বাতীলেখা যা বলছে সেটাই যে সত্যি তার প্রমাণ কোথায় ?

একটু বেলায় ঘুম ভাঙল। সে দেখল গতকাল এসেই সে যে পোশাক ছেড়ে দিয়েছিল তা কেচে ইস্ত্রি হয়ে চলে এসেছে। নিজের পোশাক পরে স্বচ্ছন্দ হল জয়দীপ। ব্রেকফাস্ট শেষ হতেই কাজের লোকটি জানাল মেমসাহেব তার জন্যে স্টাডি রুমে অপেক্ষা করছেন। লোকটির দেখিয়ে দেওয়া ঘরে ঢুকে জয়দীপ দেখল এর মধ্যেই পত্রলেখা স্নান সেরে শার্ট প্যান্ট পরে চেয়ারে বসে ফাইল দেখছেন।

'গুডমর্নিং। বসুন। এই নিন ফাইল। অমিতাভ কোন কোন সম্ভাব্য জায়গায় যেতে পারে সেখানে গিয়ে গোয়েন্দারা ডিটেলসে রিপোর্ট করেছে। পড়ে দেখুন।' ফাইল এগিয়ে দিলেন পত্রলেখা।

টেবিলে ফাইল রেখে পাতা ওলটাল জয়দীপ। প্রথমেই অমিতাভর ছবি। দেওয়ালে টাঙানো ছবির সঙ্গে তেমন পার্থক্য নেই। তারপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন দৈনিক কাগজে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল তার কপি। স্বামীর সন্ধানে প্রচুর খরচ করেছেন মহিলা। মনে পড়ছে এ রকম একটা বিজ্ঞাপন সে আনন্দবাজারে দেখেছিল। কিন্তু উৎসাহ না থাকায় তখন পড়েনি।

পত্রলেখা সম্ভবত তাঁর ব্যবসার কাগজপত্র পরীক্ষা করছিলেন। জয়দীপ একমনে রিপোর্টগুলো পড়ে গেল। পড়া শেষ হলে মনে হল ব্যাপারটা ঠিক পেঁয়াজের মতো হল। খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে শেষতক কিছুই না পাওয়া।

কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই চমকপ্রদ। গোয়েন্দারা ডিটেলসে রিপোর্ট দিয়েছে। এর পর আর কোন নতুন রাস্তা খোলা আছে বলে মনে হয় না।

'পড়া হল ?'

'হ্যাঁ।'

'কোনও ত্রুটি চোখে পড়ছে ?'

'এখনও নয়।'

'দুজন লোকের অভিমত চাওয়া হয়নি ওই রিপোর্টে। অমিতাভর সম্পর্কে ওর কর্মচারীদেরও জিজ্ঞাসা করেছে গোয়েন্দারা কিন্তু দুজনকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন মনে করেনি।'

'কোন দুজন ?'

'একজনের সঙ্গে গতকাল আপনার আলাপ হয়েছিল। ওর বন্ধু, অশোক রায়। অশোকই গোয়েন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। ওঁদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিল। তাই হয়তো ওকে জেরা করার কথা ওঁদের মাথায় আসেনি। দ্বিতীয়জন হলাম, আমি।'

'আপনি ?' জয়দীপ অবাক হয়ে গেল।

'হ্যাঁ। আমাকেও কোনও প্রশ্ন করেনি ওরা।' পত্রলেখা বললেন, 'আমরা ওঁদের দিয়ে অনুসন্ধান করাচ্ছি মানে এই নয় যে আমাদের কাছে কোনও গোপন তথ্য থাকতে পারে না। শুনেছি গোয়েন্দারা শুরু করেন এই ভেবে যে কেউই নির্দোষ নয়। তা হলে এটাকে ত্রুটি বলা যায় ?'

'এই দুজনকে প্রশ্ন করলে আমি কী কোনও নতুন তথ্য পেতে পারি ?'

'ইট ডিপেন্ডস, আপনি কী প্রশ্ন করছেন, প্রশ্ন করে কতটা কথা বের করতে পারছেন তার ওপরে সব নির্ভর করছে।' হেসে উঠলেন পত্রলেখা, 'দেখুন, প্রথমেই আপনাকে কেমন ঘাবড়ে দিলাম। অমিতাভ গান শুনতে ভালবাসত। সস্তা হিন্দি সিনেমার গান। না, রেকর্ড বা টিভিতে নয়। সামনাসামনি কেউ গাইলে ওর ভাল লাগত। তাই প্রায়ই ও একটা বার কাম রেস্টুরেন্টে যেত গান শুনতে। ওই যে যেখানে সিনেমার গায়িকাদের নকল করে কিছু ছেলেমেয়ে গান গেয়ে খদ্দেরদের মনোরঞ্জন করে থাকে, সেইরকম বারে। ও মদ খেত না, বিয়ারও নয়। কোল্ড ড্রিঙ্ক নিয়ে বসে থাকত। ঘণ্টাখানেক গান শুনে চলে আসত। ওর ওই কোল্ড ড্রিঙ্ক নিয়ে বসে থাকার জন্যে ওই বারের বেয়ারারা ওকে চিনত। পুলিশ এবং গোয়েন্দারা ওখানেও গিয়েছে। তারা জেনেছে, পড়েছেন নিশ্চয়ই, উধাও হওয়ার দিন দশেক আগে ও শেষবার ওখানে যায়। গান শোনে, চলে আসে। ওর সম্পর্কে ওখানে কোনও নতুন তথ্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু জয়দীপবাবু আমার সন্দেহ ওখান থেকে নতুন তথ্য পাওয়া যেতে পারে। ও যতই বলুক, শুধু গান শোনার জন্যে করলবাগ থেকে অতদূরে ও সপ্তাহে দু তিনদিন যেত বলে আমার মনে হয় না। আপনি ওখান থেকে শুরু করতে পারেন।'

জয়দীপ মাথা নাড়ল, 'জায়গাটার নাম কী ?'

'দরবার। গান শুরু হয় বিকেল চারটে থেকে।'

'আপনার যদি খটকা লেগেই থাকে তা হলে অন্য কাউকে ওখানে খোঁজ নিতে পাঠালেন না কেন ?'

'পাঠিয়েছি কিন্তু কাজ হয়নি। আপনি গেলে যে সাকসেসফুল হবেনই এমন কোনও কথা নেই আবার হয়েও যেতে পারেন। আপনার ভাগ্যটা যে বেশ ভাল।'

'তাই ? আচ্ছা, মিস্টার অশোক রায় কোথায় থাকেন ? ঠিকানাটা— ?'

'কেন ? ওর ঠিকানা নিয়ে কী করবেন ?'

'একটু আগেই যে বললেন কেউ ওকে জেরা করেনি— !'

'ও হ্যাঁ। অশোক থাকেন চিত্তরঞ্জন পার্কে। বাড়িটা চিনি কিন্তু বাড়ির নাম্বারটা—।'

'টেলিফোন নাম্বারটা বলুন !'

একমুহূর্ত ভেবে একটা স্লিপে নাম্বারটা লিখে এগিয়ে দিলেন পত্রলেখা।

'তা হলে আমি উঠি।'

'আমার মনে হয় আপনার গাড়ির দরকার হবে। অমিতাভর গাড়িটা আপনি নিতে পারেন। আমি বলে দিচ্ছি, অচেনা শহরে গাড়ি উপকারে আসবে।'

না বলতে গিয়েও বলল না জয়দীপ। সঙ্গে গাড়ি থাকলে সত্যিই ঝামেলা কমবে।

মিনিট পাঁচেক বাদে সে অমিতাভবাবুর মারুতি গাড়ির ড্রাইভারের পাশে বসেছিল। দিল্লির সঙ্গে কলকাতার পার্থক্য এত বড় যে চোখে না পড়ে উপায় নেই। ঐতিহাসিক হলেও এই শহরের ট্রাফিক সিস্টেম কলকাতার থেকে অনেক পরিকল্পিত। জয়দীপ ড্রাইভারের দিকে তাকাল। বছর চল্লিশেকের অবাঙালি মানুষ।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার দেশ কোথায় ?'

'রাণীক্ষেত।'

'আপনি পাহাড়ের মানুষ ?'

'হাঁ সাব। দিল্লিতে প্রায় পনেরো বছর হয়ে গেল।'

'এই সাহেবের গাড়ি চালাচ্ছেন কতদিন ?'

'দশ বছর। সাহেব যখন চাকরি করত তখন থেকে আছি।'

'তা হলে তো পুরনো লোক বলতে হবে।'

'আর পুরনো লোক। ভাল মানুষের কোনও দাম আজকাল নেই সাব। মুখার্জি সাহেব একদম ঠাণ্ডা মাথার মানুষ ছিলেন। রাস্তায় গাড়ি চালালে একটু আধটু ধাক্কা লাগেই, চোট খায় গাড়ি কিন্তু উনি আমাকে কখনও তার জন্যে একটা কড়া কথা বলেননি। আর সেই লোকটা কোথায় চলে গেল !'

'কোথায় যেতে পারে বলে আপনার ধারণা ?'

www.MurchOna.com

'আমি কী করে বলব সাব ? পুলিশ বলতে পারেনি, মেমসাহেব জানেন না, আমি তো সামান্য মানুষ।' ড্রাইভার কথা বলেই যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

পুলিশ এবং গোয়েন্দা তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে অমিতাভর ড্রাইভার তার মালিকের অন্তর্ধান সম্পর্কে কিছুই জানাতে পারেনি। সেদিন হিন্দুস্থান বিস্কুটে এই ড্রাইভার অমিতাভকে নিয়ে গিয়েছিল। অফিসের পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করে সে সাহেবের জন্যে বসেছিল। সকালে গিয়ে যখন বিকেল চারটের সময়ও সাহেব অফিস থেকে নেমে গাড়ির খোঁজে এলেন না তখন সে চিন্তিত হয়। অতক্ষণ সে ভেবেছিল অফিসের ভেতরে সাহেব কাজের মধ্যে ফেঁসে গেছে। চিন্তিত হয়ে সে গাড়ি লক করে হিন্দুস্থান বিস্কুট অফিসে ঢোকে। সেখানকার রিসেপশনে গিয়ে খোঁজ করে। তারা টেলিফোনে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে খবর নিয়ে ওকে বলে অমিতাভ মুখার্জি বেলা বারোটার একটু আগে চেক নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। ড্রাইভার খুব অবাক হয়। পার্কিং লটে গাড়ি আছে জানা সত্ত্বেও সাহেব চলে গেল কী করে যদি অন্য কারও সঙ্গে যাওয়ার দরকার হয়েও থাকে তা হলে তিনি জানিয়ে যেতেন। ড্রাইভার তখনই সাহেবের বাড়িতে টেলিফোন করে। মিস্টার দে জানান সাহেব বাড়িতে ফেরেননি কিন্তু সে যেন ওখানে সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করে তবেই বাড়িতে ফিরে আসে। ড্রাইভার তাই করেছিল।

'আপনার নামটা জানা হল না ভাই !'

'অশোককুমার।'

'বাঃ। দারুণ নাম। সিনেমার অশোককুমারকে নিশ্চয়ই আপনার ভাল লাগে ?'

এবার হাসি ফুটল ড্রাইভারের মুখে, 'ওঁকে সাব কার না ভাল লাগে !'

দিল্লি শহরটা ঘুরে দেখিয়ে দিল অশোককুমার। রাজপথ জনপথ, পুরনো দিল্লি, লাল কেল্লা থেকে শুরু করে কুতুব মিনার। দুপুর হয়ে যেতে সে জোর করে অশোককুমারকে নিয়ে একটা পাঞ্জাবি দোকানে ঢুকে রুটি মাংস খেয়ে নিল। অশোককুমারের ব্যবহার এখন বেশ সহজ হয়ে গেছে।

খাওয়া শেষ করে নিউ দিল্লি স্টেশনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ি দাঁড় করাতে বলল জয়দীপ। স্টেশনের টয়লেটে যাবে বলে সে একাই চলে গেল ভেতরে। রিজার্ভেশন কাউন্টারে পৌঁছে একটু চিন্তা করল। স্বাতীলেখা সঙ্গে যেতে চাইছে। ওর পক্ষে সেকেন্ড ক্লাস থ্রিটায়ারে এতটা পথ যাওয়া কী সম্ভব হবে ? যদিও বলেছে কলকাতায় ফিরে গিয়ে টাকা শোধ করে দেবে কিন্তু কোনও চান্স নেওয়া ঠিক হবে না। সে কলকাতার ট্রেনের খোঁজ করল।

আগামি পরশুর আগে কোনও টিকিট নেই। রাজধানী এক্সপ্রেসের স্লিপার ক্লাসের টিকিট আছে যেটা জয়দীপের আয়ত্তের বাইরে। কী করবে বুঝতে না পেরে সে আর একবার কাউন্টারের লোককে অনুরোধ করল, 'দেখুন,

কলকাতায় যাওয়া আমার খুব প্রয়োজন। প্লিজ দেখুন না।'

'আমার কিছু করার নেই মশাই। এখন কম্পিউটারের যুগ। তবে জরুরি যখন বলছেন তখন স্টেশনের বাইরে রয়্যাল বেঙ্গল ট্রাভেলে চলে যান। পেয়ে যাবেন।'

স্টেশনের বাইরেই অনেকগুলো ট্রাভেল এজেন্সি। এর মধ্যে দালালরা তার পেছনে লেগেছিল। তাদের কাটিয়ে রয়্যাল বেঙ্গল ট্রাভেল এজেন্সি খুঁজে বের করল সে। প্রস্তাব শুনে প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাসলেন, 'আপনি ঠিক জায়গায় এসেছেন। বাঙালিকে বাঙালি না দেখলে কে দেখবে বলুন। আমার এখানে কোনও ডুপ্লিকেসি নেই। একেবারে নামে নামে টিকিট পাবেন। এই ফর্ম ফিল-আপ করে ফেলুন।'

জয়দীপ দ্রুত লিখে ফেলল। স্বাতীলেখার টাইটেল কী? ওর দিদি বিয়ের পর মুখার্জি হয়েছেন নিশ্চয়ই, বিয়ের আগে কী ছিলেন সেটা বলেননি। সে একটু ইতস্তত করে শুধু নামটাই লিখল। বয়সটা অনুমানে বসাল। ভদ্রলোক ফর্ম নিলেন, 'মিস না মিসেস?'

'মিস।'

'তা হলে লিখতে হয় মিস স্বাতীলেখা। টাইটেল জানা নেই অথচ সঙ্গে যাচ্ছে যখন তখন তো সিনেমার নায়িকার মতো শুধু নাম দিয়ে ছেড়ে দিতে পারেন না। আজকের ট্রেনে চাইছেন?'

'হ্যাঁ।'

'পার টিকিট চারশো এক্সট্রা দিন। আরাম করে ঠাণ্ডা খান, আধঘণ্টার মধ্যে টিকিট পেয়ে যাবেন। এই কাল্লু, আর্জেন্ট টিকিট আছে।' লোকটি চেঁচাল।

'পার টিকিট চারশো এক্সট্রা কেন?'

'সার্ভিস চার্জ। আগামিকাল হলে একশো টাকা দিলেই হবে।'

'কিন্তু এত সার্ভিসচার্জ হওয়ার তো কথা নয়।'

'কথা তো কিছুই থাকে না মশাই। এই যে কাউন্টারে যান, বলবে টিকিট নেই। তা সেই টিকিট আবার এখানে তো থাকার কথা নয়। অথচ আছে এবং আপনি নিতে এসেছেন।'

'আপনি অন্যায় করছেন। এটা বেআইনি ব্যাপার।'

লোকটি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনার টিকিট চাই কী চাই না?'

'না।' বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এল জয়দীপ। এটা অন্যায়। এদের কাছ থেকে টিকিট কেনা মানে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া। তা হলে তার সঙ্গে রতনের পার্থক্য কোথায়? কিন্তু গতরাত্রে স্বাতীলেখা যেভাবে তাকে অনুরোধ করেছে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে তার কী হবে?

এইসময় অফিসের ভেতর থেকে লোকটি বেরিয়ে এল, 'আপনি এখনও ভাবছেন? ঠিক আছে, ভেতরে আসুন, কিছু কম করে দিচ্ছি। আপনি কি দিল্লির লোক?'

www.MurchOna.com

'না। কলকাতার।'

'তাই। আগে দেখিনি। হোটেলে উঠেছেন? হোটেলের চার্জ ভাবুন, সেটা বাঁচবে।'

'আমি করলবাগে উঠেছি।'

'আচ্ছা। কার বাড়িতে?'

'কেন?'

'ওখানকার সবাইকে আমি চিনি। দিল্লিতে তিনপুরুষ আছি ভাই।'

হঠাৎ জয়দীপের মাথায় অন্য ভাবনা এল, 'অমিতাভ মুখার্জির বাড়িতে।'

লোকটা অবাক হয়ে তাকাল, 'অমিতাভ আপনার কেউ হয়?'

'দূর সম্পর্কের আত্মীয়।'

'খুব স্যাড এখনও তো কোন খবর পাওয়া যায়নি, তাই না? প্রায়ই দেখতাম স্টেশনে এসে ঘোরাঘুরি করতেন। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, এই যে এত লোক আসছে আবার কত লোক চলে যাচ্ছে, এটা দেখতে নাকি তাঁর খুব ভাল লাগে। যাকগে, আড়াইশো করে দেবেন?'

'না। আমি ব্ল্যাকে টিকিট কিনব না।' জয়দীপ হাঁটতে হাঁটতে শুনল, 'অচল, একেবারে অচল। এর অবস্থা একদিন অমিতাভর মতো হবে।'

তার মানে? লোকটার কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে? অমিতাভ কী করেছেন যাতে তাঁর অবস্থা এমন হল? অমিতাভ কি সততায় বিশ্বাস করতেন? দুনম্বরি কাজ করতেন না? ব্যবসা করতে হলে সেটা না করে সফল হওয়া কি সম্ভব? যেসব অফিসের সঙ্গে তাঁর ব্যবসা ছিল তাদের অফিসারদের যে ঘুষ দিতে হত সেটাই তো দুনম্বরি ব্যাপার।

একটা টেলিফোন বুথ পেয়ে ঢুকে গেল সে। ডায়াল করতেই অশোক রায়ের গলা পেল সে, 'স্পিকিং।'

'মিস্টার রায়, আমি জয়দীপ, গতকাল অমিতাভ মুখার্জির বাড়িতে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ওঁর ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই। আপনার ঠিকানাটা বলবেন?'

'ও। আপনি সত্যি কাজে নেমেছেন দেখছি। কিন্তু ভাই, এখন তো আমার সময় নেই।'

'কখন সময় হবে?'

'আগামিকাল একবার ফোন করে দেখবেন!'

'ব্যাপারটা জরুরি। অমিতাভবাবু আপনার বন্ধু ছিলেন বলে জেনেছি। আপনি ওর কথা ভেবে আজই একটু সময় বের করুন।'

'আশ্চর্য! আমার সঙ্গে কথা বললেই অমিতাভকে খুঁজে পাওয়া যাবে এ ধারণা কী করে হল আপনার? ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? পত্রলেখার এমন উটকো ব্যাপার করার কি দরকার ছিল জানি না। ঠিক আছে, চলে আসুন। রাইট নাউ।' বেশ বিরক্ত হয়ে ঠিকানা বললেন অশোক রায়।

ঠিকানা শুনে অশোককুমার বলল, 'রায়সাহেবের অফিস তো ? চলুন ।'

আধঘণ্টা বাদে মুখোমুখি বসেছিল জয়দীপ । অশোক রায় বললেন, 'চটপট করুন ।'

'আপনার কি মনে হচ্ছে ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে ?'

'নিশ্চয়ই । যেখানে দুঁদে গোয়েন্দারা হার মেনেছে— !'

'আপনি দরবারে গান শুনতে গিয়েছেন ?'

আচমকা প্রশ্নটি শুনে চোখ ছোট হয়ে গেল ভদ্রলোকের, 'কী বলতে চাইছেন ?'

'খুব সরল প্রশ্ন ।'

'হ্যাঁ গিয়েছি । দু'তিনবার হবে । বড্ড লাউড বলে আর যেতে ইচ্ছে করেনি ।'

'প্রথমবার গিয়ে লাউড বলে মনে হয়নি ?'

'হয়েছিল । কিন্তু অমিতাভ ইনসিস্ট করাতে পরের দুবার গিয়েছি ।'

'ওখানে অমিতাভবাবুর সঙ্গে কারও সখ্যতা হয়েছিল ?'

'সখ্যতা বলতে আপনি কী মানে করছেন ? বারে গেলে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং সেটা বারেই শেষ হয়ে যায় । ওসব সখ্যতা-টখ্যতা হয় না ।'

'আপনি যখন যাওয়া বন্ধ করলেন তখন তো হতে পারে ।'

'আমি বিশ্বাস করি না । অমিতাভ বেসিক্যালি মুখচোরা মানুষ ছিল । গায়ে পড়ে আলাপ করা ওর স্বভাবে ছিল না । ও চুপচাপ থাকতেই ভালবাসত ।'

'আপনি অমিতাভবাবুর সম্পর্কে বলতে গিয়ে-ছিল, ভালবাসত, বলছেন । তার মানে আপনার কাছে তিনি বেঁচে নেই । তাই তো ?'

'উঃ । একটা মানুষ এতদিন উধাও, কেউ ট্রেস পাচ্ছে না । স্বাভাবিকভাবেই জিভে ওইরকম শব্দ উঠে আসে । এটা কোনওরকম প্ল্যান করে নয় ।'

'অমিতাভবাবু কি টাকা পয়সা রোজগারের ব্যাপারে যে কোনও পথেই যেতে পারতেন ?'

'এটা ওর অফিসের লোক বলতে পারবে ।'

'আন্ডারগ্রাউন্ডের লোকজনের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ ছিল ?'

'আমাকে বলেনি । থাকলেও আমি জানি না ।'

'মিসেস মুখার্জি ছাড়া অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে ওঁর সম্পর্কের কথা আপনি জানেন ?'

'এটা আপনাকে কে বলেছে ?'

'যেই বলুক, যদি সহযোগিতা করেন তা হলে সুবিধে হয় ।'

'নো । পত্রলেখার এটা বলা উচিত হয়নি ।'

'আমি ওঁর নাম করিনি ।'

'দেখুন মশাই, আপনার বয়স অল্প । এখনও কিছুই দ্যাখেননি আপনি ।

www.MurchOna.com

বিবাহিত পুরুষরা স্ত্রীর বাইরে যখন অন্য নারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন তখন তাদের চরিত্রহীন বলা হয় । কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ক্লিক নাও করতে পারে । ক্লিক করছে না বলেই ডিভোর্স করার কথা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন না । এই সময় নিশ্চয়ই তাদের অভাববোধ তৈরি হয় । আর তখন তাঁদের জীবনে অন্য নারীর আবির্ভাব হবার সম্ভাবনা হয় । এটাই স্বাভাবিক ।'

'স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তো একই ব্যাপার হতে পারে ।'

'মানে ?'

'স্বামীর জীবনে অভাববোধ থেকে অন্য নারী এলে সেই একই অভাববোধ থেকে স্ত্রীর জীবনে অন্য পুরুষ আসা অস্বাভাবিক নয় । অমিতাভবাবুর জীবনে কেউ কি এসেছিলেন ?'

'না । স্টেডি কেউ আসেনি । তবে যে কথা বউকে বলা যায় না তা বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করা যায় । কোনও কোনও মেয়েকে দেখলে অমিতাভ যে দুর্বল বোধ করত সে কথা আমাকে সে বলেছে । ব্যাস, ওইটুকু, এগোয়নি সে ।' অশোক রায় বললেন ।

'অমিতাভবাবুকে কেউ খুন করতে পারে ?'

'আমাকে বলে তো কেউ করবে না ।'

'কাউকে সন্দেহ করেন ?'

'নো ।'

'এরকম বড় ব্যবসা, বাড়ি, সুন্দরী স্ত্রীকে ছেড়ে তিনি কেন উধাও হয়ে যাবেন ?'

'মানুষের মন ।'

'মিসেস মুখার্জিকে আপনার কেমন লাগে ?'

'কী বলতে চাইছেন ? তিনি আমার বন্ধু-পত্নী ।'

'আপনার বান্ধবী নন ?'

প্রচণ্ড রেগে গিয়েও কোনওমতে নিজেকে সামলে নিলেন ভদ্রলোক, 'আপনি কী চাইছেন বলুন তো ?'

'অমিতাভবাবুকে খুঁজে বের করতে গেলে আমাকে কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন করতেই হবে ।'

'ওয়েল । হ্যাঁ । অমিতাভ চলে যাওয়ার পর আমরা কিছুটা কাছাকাছি এসেছি ।'

'গতকাল বিকেলে উনি আমার সামনে আপনার সঙ্গে বেরোতে আপত্তি করেছিলেন বলে আপনি চলে গিয়েছিলেন । উনি আপনার কম্পানি চাননি । অথচ অনেক রাত্রে আপনি ওপর থেকে নেমেছিলেন সম্ভবত ড্রিঙ্ক করে । কখন আবার ফিরে এলেন, কী করে আপনার কম্পানি ওঁর আবার ভাল লাগল সেই প্রশ্ন করে আপনাকে বিব্রত করব না । শুধু জানতে চাইব, অমিতাভ উধাও হয়ে গেছেন বলে মিসেস মুখার্জি কতটা লাভবান হচ্ছেন ?' জয়দীপ সিগারেট

ধরাল।

'শেষ পর্যন্ত আপনি সরল সমাধানে পৌঁছে গেলেন? স্বামী উধাও হয়ে গেলে প্রথমেই সন্দেহ করা হয় স্ত্রী। কারণ সে-ই সব বিষয়সম্পত্তির মালিক হয়। পত্রলেখা কখনও সেই ভুল করবে না।'

'আপনি এতটা কনফিডেন্ট?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি বিবাহিত?'

'আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার এর মধ্যে কী করে আসছে?'

'আসছে।'

'হ্যাঁ। ওরা কলকাতায় থাকে। আমার স্ত্রী কলকাতার এক নামী স্কুলের প্রিন্সিপাল।'

'এখানে একাই থাকেন?'

'হ্যাঁ। ওরা ছুটিতে আসে।'

'স্বাতীলেখার সঙ্গে আলাপ আছে?'

'স্বাভাবিক। ওদের বাড়িতে দীর্ঘদিন যাচ্ছি। অমিতাভর বিয়েতেও ছিলাম।'

'স্বাতীলেখাকে কেমন লাগে?'

'ভাল মেয়ে। তবে খুব ইমোশন্যাল। অমিতাভ—।'

'থামলেন কেন?'

'এখন ব্যাপারটা শুনতে খারাপ লাগবে। শালিকা জামাইবাবুর ফ্যান হয়ে পড়েছিল বলে একটু অশান্তি হয়েছিল ওদের মধ্যে, আই মিন পত্রলেখা আর অমিতাভর মধ্যে। আসলে স্বাতীলেখার নেচার বেশি পছন্দ ছিল অমিতাভর।

'কাল ওর সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'না। ওর নাকি শরীর এবং মন খুব খারাপ। আমার সামনে আসেনি। মনে হয় এখানে এসে অমিতাভর অনুপস্থিতি ওকে আরও আপসেট করেছে।'

'আপনাকে স্বাতীলেখা পছন্দ করেন?'

হেসে ফেললেন অশোক রায়, 'কোনও মহিলা তো কখনও আমার ব্যবহার নিয়ে কমপ্লেন করেননি। এসব কথার সঙ্গে অমিতাভর উধাও হওয়ার সম্পর্ক কোথায়?'

'আসলে আমি জানতে চাইছি পত্রলেখা দেবী যদি অমিতাভবাবুর অনুপস্থিতিতে লাভবান হন তা হলে সেই লাভের কতটা আপনি উপভোগ করবেন!'

সোজা হয়ে বসলেন অশোক রায়, 'এবার আপনি ভদ্রভাবে চলে যান। অনেকক্ষণ আপনাকে টলারেট করেছি। নো মোর। বেরিয়ে যান।'

জয়দীপ হাসল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এত অল্পে রেগে গেলেন? আমি তো এখনও জিজ্ঞাসা করিনি মিসেস মুখার্জির সঙ্গে প্ল্যান করে আপনি

www.MurchOna.com

অমিতাভবাবুকে সরিয়ে দিয়েছেন কি না?'

'হোয়াট? আপনার স্পর্ধা কম নয় তো? আমি এখনই পত্রলেখাকে ফোন করছি। ওরই বাড়িতে থেকে আপনি—, মাই গড।' টেলিফোনের দিকে অশোক রায় হাত বাড়াতেই জয়দীপ বেরিয়ে এল অফিস থেকে। খবরটা শুনে পত্রলেখার প্রতিক্রিয়া কী রকম হবে? তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন? তাতে কী লাভ হবে ওঁর। সে ফিরে যাবে কলকাতায়।

কলকাতার কথা মনে পড়তেই আফসোস হল। যেদিনকার টিকিট কাউন্টার থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল সেদিনকার টিকিট কেটে নিলেই হত। দুদিন বাদে আইনসঙ্গতভাবে যদি যাওয়া যায় তা হলে আগাম টিকিট কেটে রাখাই ভল। সে এতক্ষণ স্রেফ জেদের মাথায় অশোক রায়ের সঙ্গে কথা বলেছে। অমিতাভ মুখার্জিকে খুঁজে বের করার কোনও পদ্ধতি তার জানা নেই। হাজার চেষ্টা করলেও তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। শুধু দিল্লিতে বসে থাকাই সার হবে। আর একটা পথ খোলা আছে সামনে। পত্রলেখার বিশ্বাসভাজন হয়ে এ বাড়িতেই থেকে যাওয়া। কিন্তু একজন মহিলার উপগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকার জন্যে সে কি এতকাল পড়াশুনা করেছে? ওই মহিলা যেদিন মনে করবেন তার কম্পানি ভাল লাগছে না সেদিনই বিদায় করে দেবেন।

গাড়িতে উঠে জয়দীপ অশোককুমারকে বলল, 'আর একবার স্টেশনে যেতে হবে ভাই। কলকাতার টিকিট কাটতে হবে। আমার তখন খেয়াল ছিল না।'

অশোককুমার বলল, 'টিকিটের জন্যে স্টেশনে যাবেন কেন সাব? সাহেব যে অফিস থেকে টিকিট করাতেন তাদের বললেই টিকিট দিয়ে দেবে।'

'ওরা নিশ্চয়ই ব্ল্যাক নেবে?'

'না সাব। ওরা শুধু সার্ভিসচার্জ নেয়। আমি যখন দেশে যাই তখন ওদের কাছ থেকে টিকিট কিনি। কুড়ি টাকা করে সার্ভিসচার্জ নেয়।'

'ওদের অফিস কোথায়?'

'চলুন, নিয়ে যাচ্ছি।'

ট্রাভেল এজেন্সির অফিসে অশোককুমারই জয়দীপকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল। দু'টো কলকাতার টিকিট বলতে গিয়েও সামলে নিল সে। অশোককুমারের সামনে স্বাতীলোখার নাম বলা উচিত হবে না। যতই ভাল ব্যবহার করুক, পত্রলেখাকে যে বলে দেবে না তার কোনও স্থিরতা নেই। ট্রাভেল এজেন্সি জানাল আগামিকালের রাজধানী এক্সপ্রেসের দু'টো টিকিট ওরা দিতে পারে। একটা কাগজে নামদুটো এবং বয়স লেখার সময় স্বাতীলেখার নামের পাশে ব্যানার্জি লিখল জয়দীপ। এজেন্সির লোক টিকিটের দাম নিয়ে বলল সন্ধের আগে অমিতাভ মুখার্জির বাড়িতে টিকিট পৌঁছে দেবে। জয়দীপ জানাল তার দরকার নেই। সে নিজে কাল সকালে ওই অফিসে এসে টিকিট নিয়ে যাবে।

এই সময় এক ভদ্রলোক অফিসে ঢুকলেন। অশোককুমারকে দেখে এগিয়ে

এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি মিস্টার এ মুখার্জির ড্রাইভার, তাই তো ?'

'হ্যাঁ সাব।'

'মিস্টার মুখার্জির খবর এখনও পাওয়া যায়নি ?'

'না সাব।'

'স্ট্রেঞ্জ। যেদিন কাগজে খবরটা দেখেছিলাম তার দুদিন আগে উনি আমাদের ফোন করেছিলেন রাজধানী এক্সপ্রেসের স্লিপার ক্লাসে কলকাতার টিকিটের জন্যে। উনি বলেছিলেন টিকিট বাড়িতে যেন না পাঠানো হয়, এখান থেকেই কালেক্ট করবেন, টিকিটের দাম উনি ক্যাশে পে করে এখান থেকে নিয়ে যান। তার পর দিনেই উনি কিন্তু নিখোঁজ হন। ওই ঘটনার পর ওঁর স্ত্রীকে এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে বিরক্ত করতে চাইনি।' ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন।

'এই ঘটনার কথা আপনি পুলিশকে বলেছেন ?' জয়দীপ জিজ্ঞাসা করল।

'না। পুলিশ জিজ্ঞাসা করলে অবশ্যই বলতাম। কিন্তু আগ বাড়িয়ে পুলিশের সামনে যেতে কেউ চায় না, আমিও চাইনি। তা ছাড়া কলকাতা যাওয়ার টিকিটের সঙ্গে নিখোঁজ হওয়ার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না বলে জানানোটা জরুরি বলে মনে করিনি।'

'কোন তারিখের টিকিট ছিল ?'

'ওই তো, যেদিন নিখোঁজ হয়েছেন তার পরের দিন।'

জয়দীপ অশোককুমারকে নিয়ে বেরিয়ে এল। পরের দিনের জন্যে কলকাতায় যাওয়ার টিকিট কেটে কেউ সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারে না। রহস্য রয়েছেই, কিন্তু মুশকিল হল সেই রহস্য সমাধানের রাস্তা তার জানা নেই। বিকেলের একটু আগে বাড়িতে ফিরে এল ওরা। গাড়ি থেকে নামার সময় সে অশোককুমারকে হাসিমুখে ধন্যবাদ জানাল।

জয়দীপ ভেবেছিল বাড়িতে ঢোকামাত্র তাকে পত্রলেখার মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু মিস্টার দে জানালেন, মেমসাহেবকে খুব জরুরি কাজে বেরুতে হয়েছে। ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে। একটু স্বস্তি পেল জয়দীপ। একবার ভাবল মিস্টার দে-কে বলে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। একটা রাত যে কোনও হোটেলে কাটিয়ে দিতে অসুবিধে হবে না। তার পরেই স্বাতীলেখার কথা মনে পড়ল। মেয়েটার সঙ্গে কথা বলা দরকার।

দোতলায় চলে এল সে। কারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কাজের লোকজনও নেই।

'বলুন।' গলা শুনে সে পেছন ফিরে দেখল স্বাতীলেখা দরজায় দাঁড়িয়ে। হলুদ শাড়ি হলুদ জামার সঙ্গে খোলা চুলে দারুণ দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু মুখে একটুও আলো নেই।

'আপনার সঙ্গে কথা বলতে এলাম।'

'বলুন।'

'আজ কোনও ট্রেনের টিকিট নেই। ব্ল্যাকে অবশ্য পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু

www.MurchOna.com

আমি ওভাবে কিনতে চাই না।'

'কেন ?'

'কাজটাকে অন্যায় বলে মনে করি।'

'তা হলে ?'

'আগামিকালের রাজধানী এক্সপ্রেসের টিকিট পেয়েছি।'

'ওঃ।'

'একটা দিনতো, কোনওরকমে থেকে যান।'

'দিদি আগামিকাল সকালে ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে।'

'ভালই তো।'

'আমার কিসে ভাল হয় সেটা আপনাকে বুঝতে হবে না।' স্বাতীলেখা ফোঁস করে উঠল, 'আমি এখানে ওসব কিছু করতে চাই না।'

'আমি বুঝতে পারছি না, এরকম সিদ্ধান্ত নিলে এখানে এলেন কেন ? খড়্গপুর থেকেই কলকাতায় ফিরে যেতে পারতেন। দিদিকে বললে তিনি হয়তো রেগে যেতেন কিন্তু জোর করে নিয়ে আসতে নিশ্চয়ই পারতেন না।' জয়দীপ বিরক্ত হয়ে বলল।

'তখন আমার মাথা কাজ করছিল না।'

'আপনি কি না বলে চলে যাবেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কেন ?'

'এর উত্তর আপনাকে এখনই দিতে পারব না।'

'বেশ, তা হলে রাজধানী এক্সপ্রেস ছাড়ার মিনিট পনেরো আগে স্টেশনে চলে যাবেন। আমি গেটের সামনে আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।'

'আপনি তো এক লক্ষ টাকা পেতে উদ্যোগী হয়েছেন বলে কানে এল। টাকাটা না নিয়েই চলে যাবেন ?' এবার এতক্ষণে ছোট্ট হাসির আওয়াজ হল।

গায়ে মাখল না জয়দীপ, 'সাইকেল চালাতে গেলেও ওটা শিখতে হয়। আমি যা নই তা চেষ্টা করে কিছুটা হতে পারি কিন্তু তার জন্যে সময় দরকার। রাতারাতি আমি পেশাদার গোয়েন্দাদের হার মানিয়ে আপনার জামাইবাবুকে খুঁজে বের করব এটা হতে পারে না।'

'তা হলে দায়িত্ব নিয়েছিলেন কেন ?'

'টাকাটার লোভ নিশ্চয়ই মনে ছোবল মেরেছিল।'

'যাক, স্বীকার করলেন শেষপর্যন্ত। অমিতাভদাকে আপনি কখনওই খুঁজে পেতেন না।'

'আমি জানি।'

'কী জানেন ?'

'আমার ক্ষমতা কতটুকু তা আমি জানি।'

'আপনি কিস্যু জানেন না।' স্বাতীলেখা ছটফটিয়ে উঠল, 'এবার আপনি

নীচে চলে যান।'

'ঠিক আছে।' জয়দীপ ঘুরে দাঁড়াল।

পেছন থেকে স্বাতীলেখা বলল, 'একটা অনুরোধ করব, যাওয়ার আগে কখনওই দিদির সঙ্গে ঝগড়া করবেন না, ওকে বুঝতে দেবেন না যে আপনি চলে যাচ্ছেন।'

নিজের ঘরে ফিরে এল জয়দীপ। এখন সে যদি হোটেলে চলে যায় তা হলে তো পত্রলেখার সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে চলে যাবে। অতএব আগামিকাল পর্যন্ত তাকে এখানেই থাকতে হবে অভিনেতা হয়ে। স্বাতীলেখার কথা সে ভাবল। দিদিকে ও পছন্দ করে না। কেন ? ও কী সন্দেহ করে অমিতাভর নিরুদ্দেশের ব্যাপারে পত্রলেখার হাত আছে ? যে সন্দেহটা স্বাভাবিকভাবে মনে দানা বাঁধছিল ও সেইটেই ভাবছে ? আর সেই কারণেই গতকাল স্বাতীলেখা অশোক রায়ের সঙ্গে দেখা করেনি ? অমিতাভকে নিশ্চয়ই খুব শ্রদ্ধা করত স্বাতীলেখা। তাই দিদির কার্যকলাপ ও মেনে নিতে পারছে না।

দরজায় শব্দ হল। জয়দীপ খাটে শুয়েছিল, উঠে বসে বলল 'কাম ইন'।

দরজা খুলে পত্রলেখা চোখ থেকে গগলস সরালেন। এখন তাঁর পরনে নীল রঙের দারুণ ছাঁটের স্কার্ট। বললেন, 'আরে আরে, আপনি বিশ্রাম করুন।'

'না-না, আমি টায়ার্ড নই।'

'আমি এসেছিলাম আপনাকে কনগ্রাচুলেট করতে।'

'কেন ?'

'বাঃ। পাকা গোয়েন্দার মতো অশোক রায়কে জেরা করে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন আপনি। অশোক আমাকে টেলিফোন করেছিল। প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে গিয়েছে বেচারা।'

'আমি তো তেমন কিছু বলিনি !'

'যা বলেছেন তাতেই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে ওর।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি বিরক্ত হবেন।'

'আশ্চর্য ! যা স্বাভাবিক আপনি তাই করেছেন। অমিতাভ না থাকলে সবচেয়ে বেশি লাভবান তো আমার হবার কথা। আমাকেও আপনার প্রশ্ন করা উচিত।'

হেসে ফেলল জয়দীপ, 'ধরুন আপনাকে প্রশ্ন করে আমি কোনও ক্লু পেলাম। সেইমতো এগিয়ে আবিষ্কার করলাম অমিতাভবাবু খুন হয়েছেন এবং সেই খুনের জন্যে দায়ী আপনি। তা হলে ?'

'আপনার একলক্ষ টাকা আপনি পেয়ে যাবেন।'

'কিন্তু—।'

'আমার যা শাস্তি হবার তা হবেই। খুন করলে সেটা হওয়াই উচিত।'

'কিন্তু কোনও খুনি চায় না যে তার শাস্তি হোক।'

www.MurchOna.com

'চায় না একথা ঠিক। কিন্তু ধরা পড়ে গেলে আর কী করা যাবে !'

'তার চেয়ে আমাকে তদন্ত করতে নিষেধ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে, তাই না ?'

'দায়িত্ব যখন দিয়েছি তখন এত দেরিতে নিজের বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে লাভ কী ! তা এই সন্ধেবেলায় এখানে বসে থেকে কী করবেন ? চলুন গান শুনে আসি।'

'গান ? কোথায় ?'

'দরবারে। যেখানে অমিতাভ গান শুনতে যেত।'

'থাক। কারণ আমি এই কাজটা করব না বলে ঠিক করেছি।'

'ঠিক করেছেন ? কখন ? আজ দুপুরেও আপনি অশোককে জেরা করেছেন।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি আমার দ্বারা এর সমাধান করা সম্ভব নয়।'

'এত তাড়াতাড়ি হতাশ হচ্ছেন কেন জয়দীপ ? কলকাতায় গিয়ে আপনি কী করতে পারেন ? কেউ আপনার জন্যে চাকরি নিয়ে সেখানে বসে নেই। কিন্তু তদন্তের পাশাপাশি আপনি আমার কাছে চাকরি করতে পারেন।'

'চাকরি ?'

'হ্যাঁ। আমার ক্যাটারিং ব্যবসাটা ভাল চলছে। এটিকে আরও বাড়াতে চাই। মিস্টার দে-র বয়স হয়েছে। ওঁর পক্ষে বেশিদিন সক্রিয় থাকা সম্ভব নয়। আপনি দু'তিন মাসে ওঁর কাছে কাজটা বুঝে নিন। ট্রেনিং পিরিয়ড শেষ হলে আপনাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা মাইনে দিতে পারি।'

'তা হলে তো আমাকে দিল্লিতে থাকতে হয়।'

'একজন বেকার মানুষের পক্ষে চাকরি পেলে যে কোনও শহরই তার নিজের শহর হওয়া উচিত।'

'কিন্তু ক্যাটারিং-এর ব্যবসা।'

'একজন ইঞ্জিনিয়ার যদি এ ব্যবসায় নেমে খুশি হয় তা হলে আপনার আপত্তির কী থাকতে পারে ! আর সেই ফাঁকে আপনি তদন্তের কাজ চালিয়ে যদি সফল হন তা হলে তো সোনার সোহাগা।'

'আমাকে ভাবতে দিন।'

'কী বুড়োদের মতো ভাবতে বসবেন ? চলুন, তৈরি হয়ে নিন। আমি মিনিট পনেরো সময় দিচ্ছি।' পত্রলেখা বেরিয়ে গেলেন। জয়দীপ লক্ষ করল, পত্রলেখা এ ঘরে আসেন বটে কিন্তু কথা বলেন দরজায় দাঁড়িয়ে, বসেন না। কিন্তু এখন কী করা যায় ? পাঁচশো থেকে পাঁচহাজার ? এখানেই যখন রান্না হয় তখন খাওয়া ফ্রি। সে যদি এ বাড়িতে থাকে তা হলে থাকাটাও। না, সেটা সম্ভব হবে না, মাকে নিয়ে আসতে হবেই। দিল্লিতে কি অল্প টাকায় ঘর ভাড়া পাওয়া যায় ?

কিন্তু স্বাতীলেখা ? তাকে কী বলবে সে ? আশ্চর্য ! বলতেই যে হবে তার

কী মানে আছে ? ওর প্রতি তার কোনও দায় নেই। এটুকু ভাবতেই মনে স্বস্তি এল। দায় নেই বলা চলে ? সে তো কথা দিয়েছে ওকে কাল কলকাতায় নিয়ে যাবে। চাকরির লোভে সে এখানে থেকে যাচ্ছে, স্বাতীলেখার ঠোঁটের বেঁকা হাসিটা যেন স্পষ্ট দেখতে পেল জয়দীপ। নিশ্চয়ই চাকরির লোভ তার আছে। এম-এ পাশ করে সে চিরকাল বেকার হয়ে বসে থাকতে পারে না। আর এই কাজটায় কোনও দুনম্বরি ব্যাপার নেই। লোক দিয়ে রান্না করিয়ে ঠিক সময়ে অফিসে অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া— এতে অন্যায় নেই।

পত্রলেখার গাড়িতে উঠে বসতেই আরাম লাগল। শীততাপনিয়ন্ত্রিত বলেই নয় আসনটিও খুব আরামের, যেন ফুলের পাহাড়ে ডুবে যাওয়া। দারুণ সেজেছেন ভদ্রমহিলা। গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হিন্দি গান আপনার ভাল লাগে ?'

জয়দীপ বলল, 'গান ভাল হলে খারাপ লাগার তো কোনও কারণ নেই।'

'আমি পুরনো মেলডির কথা বলছি না। এই যে এখনকার র‍্যাপ জাতীয় ব্যাপার যাকে গান বলে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে শুধু শরীর দোলাবার সুযোগ তৈরি করে দিতে, সেগুলো ?'

'কিছু কিছু খারাপ লাগে না।'

'আপনি নাচতে পারেন ?'

হেসে উঠল জয়দীপ। জবাব দিল না।

'তার মানে আপনি মোটেই আধুনিক নন।'

গাড়ি পার্ক করে ওরা যে বাড়িটিতে ঢুকে পড়ল সেখানে সম্ভবত সব রকমের দোকান এবং রেস্টুরেন্ট রয়েছে। দোতলার একটা দরজা খুলে পত্রলেখা এগোতে জয়দীপ সুন্দর একটি নারীকণ্ঠের গান শুনতে পেল। সম্ভবত পঞ্চাশের দশকের হিন্দি জনপ্রিয় গান গাইছেন মহিলা। এটি একটি বার কাম রেস্টুরেন্ট। টেবিলগুলোকে কেন্দ্র করে চেয়ার সাজানো। হালকা নীল আলোয় চারপাশ মায়াময়। একপাশে ডায়াস, সেখানে গায়িকা দাঁড়িয়ে। পত্রলেখা একটা টেবিলে পৌঁছে বললেন, 'অমিতাভর সঙ্গে এসে এই টেবিলে বসেছি একসময়। বসুন।' ওরা বসল। জয়দীপ দেখল এই সন্ধেবেলায় দর্শকের সংখ্যা খারাপ নয়। এঁরা সবাই পান করছেন। এই সময় বেয়ারা এল। পত্রলেখা জিজ্ঞাসা করল, 'কী নেবেন ? হুইস্কি চলবে ?'

'না-না। কোল্ড ড্রিঙ্কস তো পাওয়া যায় !'

'নিশ্চয়ই যায়। অমিতাভ তাই খেত।'

বেয়ারাকে তাই দিতে বললে সে অবাক হল। সম্ভবত খুব কম লোকই এখানে এসে মদ্যপান করে না। সে বলল, 'ম্যাডাম, শুধু কোল্ড ড্রিঙ্ক সার্ভ করা নিষেধ হয়ে গিয়েছে।'

'তার মানে ?'

'কিছু মনে করবেন না, একটা কোকাকোলা নিয়ে কেউ যদি এখানে একঘণ্টা

www.MurchOna.com

বসে থাকে তা হলে ব্যবসা কি চলতে পারে ? আপনিই বলুন !'

'কিন্তু এতদিন তো তাই দেওয়া হত। আমার হাজব্যান্ড এখানে প্রায়ই আসত গান শুনতে আর সে হার্ড ড্রিঙ্ক করত না। তার মানে, আমাদের চলে যেতে হবে ?'

'না ম্যাডাম। আপনি কোল্ড ড্রিঙ্ক খেতে পারেন কিন্তু বিয়ারের দাম দিতে হবে।'

'মাই গড ? যাও তাই নিয়ে এসো।'

লোকটি ঝুঁকে সেলাম জানিয়ে চলে গেল। পত্রলেখা বললেন, 'আইনত এটা করতে পারে না। এটা শুধু বার নয়, রেস্টুরেন্টও।'

'অমিতাভবাবু একদম মদ্যপান করতেন না ?'

'আমি কখনও করতে দেখিনি। মেয়েটার গলা ভাল।' পত্রলেখা ডায়াসের দিকে তাকালেন। বেয়ারা দুটো গ্লাসে ঠাণ্ডা পানীয় ঢেলে নিয়ে এল, 'ম্যাডাম একটা কথা বলব ?'

'কী ব্যাপার ?'

'আপনি বললেন আপনার হাজব্যান্ড এই রেস্টুরেন্টে এসে ড্রিঙ্ক করতেন না ?'

'হ্যাঁ। ও হিন্দি গান শুনতে ভালবাসত এবং কোকাকোলা বা পেপসি খেত।'

'হ্যাঁ। ওঁকে নিয়ে একসময় কোনও প্রবলেম হয়েছিল, তাই না ?'

'তুমি জানলে কী করে ?'

'তখন পুলিশ এসেছিল এখানে। এখন তো সব মিটে গেছে ?'

'একথা কে বলল তোমাকে ?'

'সাহেব অনেকদিন পরে গতকাল গান শুনতে এসেছিলেন। নতুন নিয়মের কথা শুনে একটু রাগ করেছিলেন। তারপর আপনাদেরই মতো হুইস্কির দাম দিয়ে কোকাকোলা খেয়েছিলেন গান শুনতে শুনতে। ওঁকে দেখে মনে হয়েছিল সেইসব ঝামেলা বোধহয় মিটে গেছে।'

পত্রলেখা উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী রকম দেখতে লোকটা ? ও যে আমার হাজব্যান্ড তা তুমি জানলে কী করে ? টেল মি ?'

এইসময় একজন স্টুয়ার্ড এগিয়ে এল, 'ম্যাডাম, এনি প্রবলেম ?'

পত্রলেখা বললেন, 'হ্যাঁ, আমি একটা ডেফিনিট ইনফরমেশন চাই !'

'দয়া করে আপনি অফিসে আসুন। এখানে উত্তেজিত হয়ে কথা বললে অন্য কাস্টমাররা ডিস্টার্বড হবে। আসুন ম্যাডাম— ।'

পত্রলেখা এগিয়ে যেতে জয়দীপ তাঁকে অনুসরণ করল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল এই বেয়ারার পক্ষে ভুল করা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু পত্রলেখা এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ?

ম্যানেজার বসেছিলেন টেবিলের ওপাশে। পত্রলেখা ঘরে ঢুকেই বলল,

www.MurchOna.com

'আমি আপনার টেলিফোন ব্যবহার করতে পারি ? পুলিশকে ফোন করা এখনই দরকার।'

'কী হয়েছে বলুন, প্লিজ।'

জয়দীপ এগিয়ে গেল। মোটামুটি ঘটনাটা খুলে বলল সে। এবার ম্যানেজার নার্ভাস হয়ে যাওয়া বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কিসে মনে হল কাল যে লোক কোকাকোলা খেয়ে গেছে এখানে সে আর এঁর হাজব্যান্ড একই লোক ? গায়ে পড়ে এরকম মারাত্মক স্টেটমেন্ট দিয়ে বসলে, তুমি প্রমাণ করতে পারবে ? বলো, পারবে ?'

লোকটি মাথা নাড়ল, না। ম্যানেজার ধমকালেন, 'তা হলে আগ বাড়িয়ে বলার কী দরকার ছিল ?' লোকটা মাথা নিচু করল। তার ওপরওয়ালার ইঙ্গিত বোধহয় সে বুঝতে পেরেছিল।

ম্যানেজার বললেন, 'ম্যাডাম, আমরা খুবই দুঃখিত। এরকম টাচি ব্যাপারে আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। ও কাকে দেখতে কাকে দেখেছে আর তাই বলে ফেলেছে।'

পত্রলেখা মাথা নাড়লেন, তারপর জয়দীপের দিকে তাকালেন। জয়দীপ বুঝতে পারল পত্রলেখা ম্যানেজারের কথা বিশ্বাস করছেন না। সে বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন আমি বেয়ারাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

ম্যানেজার বলল, 'করুন, করুন, আমার কী আপত্তি !'

জয়দীপ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এখানে কদ্দিন কাজ করছেন ?'

'তিন সাল।'

'বাঃ। গতকাল এক ভদ্রলোক এখানে এসে ঠাণ্ডার অর্ডার দিয়েছিলেন। আপনি নতুন নিয়মের কথা বলায় হুইস্কির দাম পেয়েছেন। তাই তো ?'

'জি।'

'আমরাও আজ তাই দিয়েছি। ঠিক ?'

'জি।'

'এর আগে কবে কেউ এখানে এসে কোল্ড ড্রিঙ্ক খেয়েছে ?'

'কেউ কেউ এসে চায় কিন্তু হুইস্কির দাম দিতে হবে শুনে চলে যায়।'

'কাল যে ভদ্রলোক কোকাকোলা খেয়েছেন তিনি এর আগে এসেছেন ?'

বেয়ারা ম্যানেজারের দিকে তাকাল। জয়দীপ বলল, 'তোমার কোনও ভয় নেই, বলতে পারো।'

'হ্যাঁ সাহেব। উনি মাঝেমাঝেই গান শুনতে আসতেন। মাঝখানে অনেকদিন আসেননি।'

এইসময় পত্রলেখা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওকে কীরকম দেখতে বলত ?'

লোকটি বর্ণনা করল। পত্রলেখা চোখ বন্ধ করলেন। জয়দীপের মনে হল যে ছবি সে ও বাড়ির দেওয়ালে দেখেছে তার সঙ্গে বর্ণনার মিল আছে।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'সাহেব কখন এসেছিলেন ?'

'এইসময়ে।'

'ওঁর সঙ্গে কেউ ছিল ?'

'না।'

'কী পরেছিলেন উনি ?'

'শার্ট প্যান্ট।'

'কতক্ষণ ছিলেন ?'

'একঘন্টা। মিস সুনীতার গান শেষ হতেই উনি বিল পে করে চলে যান।'

'মিস সুনীতা ! ইনি কি আগেও গাইতেন ?'

এবার ম্যানেজার বললেন, 'স্যার, আপনি কিন্তু অকারণে আমাদের স্টাফদের জড়াতে চাইছেন। এই ভদ্রলোকের ব্যাপারটা কী জানতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই। ইনি এই ভদ্রমহিলার স্বামী। অবশ্য দুজন যদি একই মানুষ হন। ওঁর নাম অমিতাভ মুখার্জি। মিস্টার মুখার্জি গত তিনমাস নিখোঁজ। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও ওঁর ট্রেস পায়নি। আমরা ধরে নিচ্ছিলাম উনি মারা গিয়েছেন। হঠাৎ এখানে এসে জানতে পারলাম গতকাল উনি এখানে এসেছিলেন। আপনার এখানে তিনমাস আগে উনি প্রায়ই আসতেন গান শুনতে।'

'কিন্তু এই দুজন যে একই মানুষ তা নাও হতে পারে।'

'সম্ভব। কিন্তু বর্ণনা মিলে যাচ্ছে, আপনার বেয়ারাও আইডেন্টিফাই করছে। আপনার কাছে একটা অনুরোধ করছি। যদি ওই ভদ্রলোক আবার এখানে আসেন তা হলে চটপট মিসেস মুখার্জিকে টেলিফোনে খবরটা দেবেন। আপনার সঙ্গে কার্ড আছে ?'

পত্রলেখাকে প্রশ্ন করতে তিনি পুতুলের মতো ব্যাগ থেকে কার্ড বের করে টেবিলে রাখলেন। ম্যানেজার সেটা তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করলেন, 'মিস্টার মুখার্জি কেন এরকম করছেন ?'

জয়দীপ বলল, 'সেটা তিনিই বলতে পারেন।'

'দেখুন মশাই, আপনারা যদি কথা দেন এর মধ্যে পুলিশের কোনও ভূমিকা থাকবে না তা হলে উনি এলেই আমি জানিয়ে দেব। কিন্তু পুলিশের ঝামেলায় আমি জড়াতে রাজি নই।'

জয়দীপ কথা দিল। তারপর পত্রলেখাকে নিয়ে বেরিয়ে এল। আচমকা যেন একদম পালটে গেছেন পত্রলেখা। এমন কী হাঁটতেও যেন কষ্ট হচ্ছিল। মুখ সাদা হয়ে গিয়েছে। ভদ্রমহিলা প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে গিয়েছেন বোঝা যাচ্ছিল। এই অবস্থায় ওঁকে গাড়ি চালাতে দেওয়া ঠিক হবে না। জয়দীপ এই কথা বলতেই পত্রলেখা মাথা নাড়লেন, 'না-না। কিছু হয়নি আমার। গাড়ি চালাতে পারব না কেন ?'

গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং ধরে কিছুক্ষণ বসে থাকলেন পত্রলেখা, 'আশ্চর্য ব্যাপার।'

জয়দীপ বলল, 'লোকটার কথা কী নির্ভরযোগ্য ?'

'এসব ক্ষেত্রে ওদের ভুল হয়না জয়দীপ। চেহারাটাও তো মিলিয়ে দিল।'

'তা হলে ?'

'তা হলে অমিতাভ মারা যায়নি। এখন এই দিল্লিতেই আছে !'

'কিন্তু কেন ?'

'আমি জানি না জয়দীপ। ও যেদিন নিখোঁজ হয়েছিল সেদিন খুব অসহায় বোধ করেছিলাম। অভিমানও হয়েছিল। কিন্তু আজ প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করছি।' মাথা নাড়লেন পত্রলেখা, 'যাক গে, আপনার সন্দেহভাজনদের লিস্ট থেকে তা হলে আমি আর অশোক বাদ পড়লাম !'

'মানে ?'

'ও না থাকলে আমি বেশি উপকৃত হতাম, সেই সঙ্গে অশোক। তাই না ? কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওকে আমরা সরাইনি। তা হলে নিজেদের উপকৃত করার বাসনা আমাদের ছিল না।' গাড়ি চালু করলেন পত্রলেখা। খানিকক্ষণ চুপচাপ যাওয়ার পর পত্রলেখা বললেন, 'ভাবতেই পারছি না, একটা লোক তার ব্যবসা ছেড়ে, আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে এই শহরে গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কেন ?'

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। মিস্টার মুখার্জি যাওয়ার সময় সঙ্গে কীরকম টাকা পয়সা নিয়েছিলেন ?'

'ব্যাঙ্ক থেকে কিছু তোলেনি। ব্যবসার ক্যাশ টাকাও ঠিক আছে। হয়তো অ্যাকাউন্টের বাইরে ও কিছু টাকা রেখেছিল। তার পরিমাণ কত আমি জানি না।'

'এই তিনমাসে ওঁকে নিশ্চয়ই খরচ করতে হয়েছে। ফিরে না আসা পর্যন্ত তো টাকা লাগবে। যদি সেই অ্যারেঞ্জমেন্ট করে উনি নিখোঁজ হন তা হলে বুঝতে হবে এটা হঠাৎ হয়নি।'

'এতদিন মনে হত হঠাৎই হয়েছে। হয় উধাও হয়ে গেছে সংসার ত্যাগ করে নয়তো কেউ ওকে খুন করেছে। কিন্তু কাল সন্ধেবেলায় যদি ও গান শুনতে দরবারে গিয়ে থাকে তা হলে বুঝতে হবে এসবের পেছনে ওর কোনও মতলব আছে।'

'উনি কলকাতায় যেতে পারেন।' জয়দীপের মনে পড়ল ট্রাভেল এজেন্সির লোকটি বলেছে অমিতাভ টিকিট নিয়ে গিয়েছিলেন। অন্যান্যবারের মতো কলকাতার টিকিট বাড়িতে পাঠাতে নিষেধ করেছিলেন তিনি। তিনমাস আগে কোনও যাত্রী ট্রেনে উঠেছিলেন কিনা তার প্রমাণ এখন পাওয়া প্রায় অসম্ভব। না গিয়ে যদি টিকিট ফেরত দিয়ে থাকেন তা হলে কী এখনও কম্পিউটারে তার রেকর্ড পাওয়া যাবে ? ভদ্রলোকের মধ্যে নিশ্চয়ই অস্থিরতা ছিল। নইলে নিউদিল্লি স্টেশনে গিয়ে তিনি সময় কাটাতে চাইবেন কেন ? মনের মধ্যে তোলপাড় না হলে মানুষ অস্বাভাবিক আচরণ করে না।

www.MurchOna.com

গাড়ি থেকে নেমে সোজা ওপরে চলে গেলেন পত্রলেখা। যাওয়ার আগে কাজের লোকদের বলে গেলেন তাঁকে যেন একটুও বিরক্ত করা না হয়। এমন কী অশোক রায় এলেও নয়।

তা হলে এক লক্ষ টাকা এ বাবদ আর পাওয়া গেল না। পত্রলেখা নিশ্চয়ই স্বামীকে খুঁজে বের করতে আগ্রহী হবেন না। জয়দীপ অনেকক্ষণ ধরে অমিতাভকে নিয়ে ভাবল। মানুষটার এই অদ্ভুত আচরণের কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিল না। যেদিন নিখোঁজ হয়েছেন তার পরের দিন কলকাতায় যাওয়ার টিকিট ছিল অমিতাভর। ধরা যাক উনি কলকাতায় গিয়েছিলেন, সেখানে আত্মীয়স্বজন বলতে স্বাতীলেখা এবং তার মা ছিল। তাঁর কলকাতায় যাওয়ার কারণ কী হতে পারে ? কাজে কর্মে হলে মিস্টার দে নিশ্চয়ই জানতেন, তা হলে বেড়াতে গিয়েছিলেন ? কলকাতায় গেলে ওঁর পক্ষে স্বাতীলেখার সঙ্গে দেখা করা খুবই স্বাভাবিক। স্বাতীলেখা তখন হাসিখুশি, অজয় ভার্মা ওরফে বিজয় গুপ্তার সঙ্গে প্রেমে মশগুল। জামাইবাবুকে স্বাতীলেখা শ্রদ্ধা করত। স্বাতীলেখা সম্পর্কে অমিতাভ একটু দুর্বল ছিল ? হঠাৎ মাথার ভেতরে কিছু একটা যেন জানান দিল। অশোক রায়ের কথায় এরকম একটা হালকা ইঙ্গিত ছিল না ? কিন্তু স্বাতীলেখা ভালবাসত তার বিজয় গুপ্তাকে। বয়স্ক জামাইবাবুর দিকে তার মন যাওয়ার কথা নয়। দুই বোনের বিপরীত স্বভাবের জন্যে অমিতাভ শালিকা সম্পর্কে খানিকটা দুর্বল হতে পারে। কিন্তু আজ বিকেলেও স্বাতীলেখা অত জোর দিয়ে তার জামাইবাবু সম্পর্কে মন্তব্য করল কেন ? কেন সে গোড়া থেকে জয়দীপকে তদন্তের ব্যাপারে উৎসাহী হতে ইঙ্গিতে নিষেধ করছিল ? স্বাতীলেখার সঙ্গে কী অমিতাভর যোগাযোগ আছে ? আর এমন যদি হয় সেই যোগাযোগের কথা পত্রলেখা জানেন। মাথা গরম হয়ে গেল জয়দীপের। গল্পের গোরুকে সে ভাবতে ভাবতে মগডালে তুলে দিয়েছে। পত্রলেখার যদি জানাই থাকে তা হলে তিনি জয়দীপের সঙ্গে খামোকা অভিনয় করতে যাবেন কেন ?

পরদিন সকালে পত্রলেখার অন্য চেহারা। ক্যাটারিং-এর ব্যাপারে নিজেই খোঁজ খবর তদারকি করছেন সকাল থেকেই। মিস্টার দে'র সঙ্গে কাজের কথা বলে ওদিকে আসতেই জয়দীপকে দেখতে পেলেন, 'গুডমর্নিং ! আজ থেকেই জয়েন করছেন তো ?'

মাথা নাড়ল জয়দীপ, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমি ঠিক করেছি আজই কলকাতায় ফিরে যাব। আপনার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে।'

'আপনি মনে রাখলে আমার তো কোনও লাভ হবে না। আমার একজন বিশ্বাসী লোক দরকার। ভেবেছিলাম আপনি কাজটা নেবেন। বেশ, যান, জোর করব না।'

'মিস্টার মুখার্জি যখন দিল্লিতে ফিরে এসেছেন তখন যে কোনও মুহূর্তে বাড়িতে এসে যাবেন। আপনার ব্যবসার সমস্যা কিছুটা মিটে যাবে।'

'বাঙালির এই হল বদরোগ। নিজে করবে না আবার অন্যকে উপদেশও দেবে। তা যাবেন যে, আপনার টিকিট হয়ে গিয়েছে ?'

'ও ম্যানেজ করে নেব।'

'আপনার ট্রেনভাড়া আমার দেওয়া উচিত। আমার কথায় আপনি এসেছিলেন।'

'না। আপনি আমাকে অনেক দিয়েছেন।'

'ঠিক আছে। আমাকে এখনই ব্যাঙ্কে ছুটতে হবে। সেখান থেকে কয়েকটা অফিসে ঢুঁ মেরে বাড়ি ফিরে আবার বিকেলবেলায় ডাক্তারের কাছে যেতে হবে স্বাতীকে নিয়ে। আচ্ছা !' ব্যস্ত ভঙ্গিতে ওপরে উঠে গেল পত্রলেখা। হঠাৎ জয়দীপের মনে হল ভদ্রমহিলাকে সে কিছুই বুঝতে পারেনি। যখনই যা ভেবেছে উনি পরমুহূর্তেই তার উলটোটা করেছেন।

বেরোবার সময় একটু সঙ্কোচ ছিল। পত্রলেখা বাড়িতে ছিলেন না। সোজা ট্রাভেল এজেন্সিতে পৌঁছে টিকিটগুলো নিল সে দাম মিটিয়ে। তারপর অটো ধরে চলে এল স্টেশনে। ক্রমশ সে বেশ নার্ভাস হয়ে পড়ছিল। স্বাতীলেখা নাবালিকা নয়। তার সঙ্গে প্রেম করে পালিয়েও যাচ্ছে না। কিন্তু যার আজ দিদির সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা সে যদি কাউকে না বলে কলকাতায় চলে যায় তা হলে একধরনের অপরাধ করে ফেলে বইকি। জয়দীপের মনে হল স্বাতীলেখা যদি না আসে তা হলে সে খুশি হবে। ক্রমশ ট্রেন ছাড়ার সময় এগিয়ে আসছিল। পনেরো মিনিট যখন পাঁচে পৌঁছাল তখন স্বাতীলেখাকে দেখতে পেল। একটা হাতব্যাগ নিয়ে স্টেশনে ঢুকছে একমুখ উদ্বেগ নিয়ে। জয়দীপকে দেখতে পেয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সে। জয়দীপ বলল, 'তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠুন। আর দেরি নেই।'

পাশাপাশি আসনে বসামাত্র ট্রেন চলতে শুরু করল।

স্বাতীলেখা চোখ বন্ধ করল হেলান দিয়ে, 'বাঁচলাম।'

চারধারে টিকিটের জন্য হাহাকার, ব্ল্যাকে বিক্রি হচ্ছে অথচ রাজধানী এক্সপ্রেসে ভিড় নেই বললেই চলে। এটা কী করে সম্ভব রেল কোম্পানি জানেন। জয়দীপরা যেখানে বসে ছিল সেখানে একজন মাড়োয়ারি ভদ্রলোক ছাড়া চতুর্থ ব্যক্তি নেই।

অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলেনি। ইতিমধ্যে সন্ধে নেমে গিয়েছে। শেষপর্যন্ত জয়দীপ না জিজ্ঞাসা করে পারল না, 'আপনি কোনও খবর না রেখেই চলে এসেছেন ?'

'না। একটা চিঠি লিখে এসেছি।'

'ভাল করেছেন।'

'আমি খারাপ করি একথা আপনাকে কে বলল ?'

'আপনি বড্ড বাঁকা বাঁকা কথা বলেন।'

'সেটাও আপনার আগে আমাকে কেউ বলেনি।'

www.MurchOna.com

ডিনারের পর স্বাতীলেখা একটু সহজ হল। আচমকা হাসল সে, 'তা হলে আর লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছেন না ? নাকি আমার জন্যে সেটা ফসকে গেল ?'

'আপনার জন্যে কিছুটা তো বটেই।'

'কী রকম ?'

'বারংবার বুঝিয়েছেন আমি অপদার্থ, আমার দ্বারা হবে না।'

'মোটেও ওকথা আমি বলিনি।'

'তা ছাড়া আপনার কথাই ঠিক, অমিতাভবাবুকে খুঁজে বের করা অসম্ভব ব্যাপার।'

'হঠাৎ ভাল ছেলের মতো মেনে নিচ্ছেন ?'

'যে নিজে হারিয়ে গেছে তাকে পাওয়া কী সহজ ব্যাপার ?'

'নিজে হারিয়েছে বুঝলেন কী করে ?'

'কেউ ওঁকে খুন করেনি, তাই। উনি দিব্যি বেঁচে আছেন ?'

'কোনও প্রমাণ পেয়েছেন ? নাকি কল্পনা করে নিয়েছেন ?'

জয়দীপ তাকাল স্বাতীলেখার দিকে, 'যেদিন এখানে ওঁর নিখোঁজ হওয়ার কথা জানা গেল তার পরের দিন উনি কলকাতায় গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করেননি ?'

হঠাৎ শাঁখের মতো সাদা হয়ে গেল স্বাতীলেখা।

'উত্তরটা দিন।'

'আপনি জানলেন কী করে ?'

'ওই কাকতালীয় ভাবেই জেনেছি। কিন্তু আর কেউ এই ঘটনার কথা জানে না।' জয়দীপ হাসল, 'অবশ্য আপনি অস্বীকার করলে আমি কোনও প্রমাণ দিতে পারব না।'

'হ্যাঁ। গিয়েছিল।'

জয়দীপ নিজেই চমকে গেল। স্বাতীলেখা যে এত সহজে স্বীকার করবে তা সে কল্পনাও করেনি। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কথাটা আপনার দিদি জানেন ?'

নীরবে মাথা নাড়ল স্বাতীলেখা, 'না।'

'আপনি বলেননি কেন ?'

'বলা সম্ভব ছিল না, তাই।'

'কলকাতায় কতদিন ছিলেন উনি ?'

স্বাতীলেখা সোজা হল, 'দেখুন, আপনি তো আর দিদির হয়ে জামাইবাবুকে খুঁজে বের করার কাজে নেই। তাই এ ব্যাপারে আর মাথা ঘামাচ্ছেন কেন ?'

থিতিয়ে গেল জয়দীপ। সত্যি তো ! সে আর কথা বাড়াল না। এবং আশ্চর্য, আর কোনও কথাও ওরা খুঁজে পেল না। যেন হাওড়া স্টেশন যত তাড়াতাড়ি চলে আসে তত ভাল। এমন একটা আবহাওয়া তৈরি হয়ে গেল। অথচ ঘুম আসছিল না জয়দীপের। মধ্যরাতে যখন কামরায় সবাই গভীর ঘুমে তখন সে দরজা খুলে টয়লেটের সামনে এক চিলতে জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত নয় বলে ওখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাওয়া যায়। প্রচণ্ড জোরে ট্রেন ছুটছে। পায়ের তলায় কামরার মেঝে ভয়ঙ্করভাবে দুলছে। এ ছাড়া পৃথিবীর কোথাও কোনও প্রাণের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না। সিগারেট ধরাল জয়দীপ। তার মনে হচ্ছিল, অনেক ভালমানুষি হয়েছে। সে যা ছিল তাই থাকাই ভাল। এইভাবে এদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া একদম ঠিক হয়নি। এখন যখন কলকাতায় ফিরে যাচ্ছে তখন মুক্ত হবার সুযোগ চলে এসেছে। কয়েকদিন আগেও যা ভাবতে পারত না সে, কী দ্রুত সেইসব অভিজ্ঞতা হয়ে গেল।

স্বাতীলেখার শরীরে সন্তান এসেছে। সন্তান কতদিন শরীরে থাকার পর পার্থক্য বোঝা যায় তা জয়দীপ জানেনা। স্বাতীলেখা নিজে কী বুঝতে পারছে? মনে পড়ল, দিল্লি যাওয়ার পথে স্বাতীলেখা জেদ ধরেছিল, ওই সন্তানকে জন্ম দেবে। কুমারী মা হবে। হঠাৎ মনে হল ওই জেদ ঠিক ছিল। যে ঘটনার ফলে সন্তান ওর শরীরে এসেছে সেই ঘটনাটিকে উপভোগ করার সময় ওর মনে পাপবোধ ছিল না। থাকলে উপভোগ করত না। তা হলে সেই ঘটনার পরিণতিকে নির্মূল করার কোনও মানে নেই। অবশ্য যদি ওকে ভুল বুঝিয়ে অজয় ভার্মা সুযোগ নিয়ে থাকে তা হলে অন্য কথা! এখন সমাজ সংসারের কথা ভেবে নিজেকে লুকিয়ে নেওয়ার কী মানে আছে? জয়দীপের মনে হল, হয়তো এই কারণেই স্বাতীলেখা ওর দিদির দিল্লীর ডাক্তারের কাছে গেল না। তারপরেই মনে হল, পত্রলেখা বলেছেন অজয় ভার্মার রক্ত যার শরীরে সেই শিশুর ভবিষ্যৎ কখনই সুস্থির হতে পারে না। জেনেশুনে আর একজন ক্রিমিন্যালকে পৃথিবীতে নিয়ে আসা কতখানি যুক্তিযুক্ত? তার নিজের বোন হলে সে কী পরামর্শ দিত?

'এইসময় সিগারেট খাচ্ছেন?'

জয়দীপ দেখল ট্রেনের গতির সঙ্গে তাল রাখতে হিমসিম খাচ্ছে স্বাতীলেখা, তবু দরজা থেকে বেরিয়ে দেওয়াল আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

জয়দীপ জবাব দিল না, অন্যদিকে তাকাল।

'আপনার কী হয়েছে?'

'কিছু না।'

'আমার সঙ্গ খুব খারাপ লাগছে?'

'নাঃ। চলুন। ভেতরে যাই। আধখাওয়া সিগারেট নিভিয়ে ফেলল জয়দীপ। স্বাতীলেখা আর কথা বাড়াল না। ধীরে ধীরে ভেতরে চলে গেল। হঠাৎ মন খারাপ হয়ে গেল জয়দীপের। মেয়েটাকে সে বুঝতে পারছে না। হ্যাঁ, আর পাঁচটা কুমারী মেয়ের মতো ও স্বাভাবিক নয়। ওর শরীরে আর একজনের অস্তিত্ব ক্রমশ প্রকাশ পাবে যাকে ও মেনে নিতে পারছে না এখন। একটা টিউমার শরীরে আবিষ্কৃত হলে যে দুশ্চিন্তা তৈরি হয় এ নিশ্চয়ই তার চেয়েও বেশি। টিউমারের কথা পাঁচজনকে বলা যায়, এটা যায় না। আজ

www.MurchOna.com

বিকেল থেকে কামরায় যেসব যাত্রী যাতায়াত করেছে তাদের দৃষ্টি স্বাতীলেখার ওপর পড়েছে। আর সেই দৃষ্টিতে রূপমুগ্ধতা যেমন ছিল তেমনি কামনাও প্রকাশ পেয়েছিল কয়েকজনের চোখে। অথচ ওরা কেউ জানে না স্বাতীলেখার ভেতর-শরীরের কথা। জানলে মুগ্ধতা নিশ্চয়ই উধাও হয়ে যেত। তাই বা বলা যায় কী করে, খবরের কাগজে গর্ভবতী মহিলাকে ধর্ষণের কাহিনী তো প্রায়ই ছাপা হয়। কিন্তু সেসব নেকড়ে-মানুষের কাজ। স্বাভাবিক মানুষ নিশ্চয়ই মুখ ফিরিয়ে নেবে।

জয়দীপ ফিরে এল। মাড়োয়ারি ভদ্রলোক নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছেন। স্বাতীলেখা বসে আছে জানলায় হেলান দিয়ে, দুটো পা সিটের ওপর তোলা। একটু তফাতে বসল জয়দীপ, 'ঘুম আসছে না?'

'আমার না আসার কারণ আছে, আপনার কী হল বুঝতে পারছি না।'

'কিছুই হয়নি।'

'ভয় পাবেন না। শুধু হাওড়া স্টেশনে পৌঁছানো পর্যন্ত, তারপর আপনাকে কোনও দায় বইতে হবে না।' স্বাতীলেখা চাপা গলায় কথা বলে চোখ বন্ধ করল।

'দায় বলে কিছু বহন করছি এরকম একবারও ভাবিনি। মুশকিল হল, আপনি নিজের চারপাশে এমন কুয়াশা ছড়িয়ে রেখেছেন যে আপনাকে আমি বুঝতে পারছি না।' স্বাতীলেখা তাকাল। মুহূর্তেই জল এসে গেল চোখের কোণদুটোয়। চট করে মুখ ফিরিয়ে নিল সে।

হাওড়ায় পৌঁছেছিল ঠিক সময়ে। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে স্বাতীলেখা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এখন কোনদিকে যাবেন?'

এখন ভরদুপুর। ছুটির দিন নয়। সুনীলদার অফিসে পুরোদমে কাজ চলছে। এসময় ওখানে যাওয়ার মানে হয় না। অথচ স্নান ইত্যাদি সারা দরকার। রবিবাবুর প্রেসে গেলে স্নান করা যাবে না বটে কিন্তু—। জয়দীপ বলল, 'আমহার্স্ট স্ট্রিটে। ওখানকার এক প্রেসে আমি কাজ করতাম।'

'সেকী? স্নানটান করবেন না? ফ্রেশ হবেন না?'

'সেটা রাত দশটার আগে সম্ভব নয়।'

'তা হলে এখন আমাদের বাড়িতে চলুন। ওখান থেকে নাহয় প্রেসে চলে যাবেন।'

'না-না। আমার কোনও অসুবিধে হবে না।'

ওরা ট্যাক্সির লাইনে দাঁড়িয়েছিল। স্বাতীলেখা বলল, 'অসুবিধে আমাদের হলে নিশ্চয়ই আপনাকে বলতাম না। অবশ্য আপনি যদি আর যোগাযোগ না রাখতে চান তা হলে আলাদা কথা।'

'দেখুন, কাউকে বিব্রত করতে আমার ইচ্ছে করে না।'

'বেশ, আমাকে নামিয়ে দিয়ে না হয় চলে যাবেন।'

গেটওয়ালা পুরনো বাড়িটির শরীর জানান দিচ্ছে এখানে অভিজাত পরিবার বাস করে। নিশ্চয়ই অর্থের প্রাচুর্য ছিল, এখন কতটা তা এঁরাই জানেন। দারোয়ান গোছের লোক গেট খুলে নমস্কার করলে ট্যাক্সি গাড়িবারান্দার নীচে দাঁড়াল।

'সত্যি নামবেন না ?'

আর না বলতে পারল না জয়দীপ। তার মনে হল সঙ্কোচ করে লাভ নেই। এখন পরিষ্কার হলে সে তৃপ্তি পাবে। স্বাতীলেখা খুশি হল। বাড়িটি দোতলা। ঘরগুলো বড় বড়, সিলিং উঁচুতে। সুন্দর সাজানো। বাইরের ঘরে তাকে বসিয়ে ভেতরে চলে গেল স্বাতীলেখা। হঠাৎ মেয়েটি একদম পালটে গিয়েছে। এই কদিন যেরকম গোমড়া মুখে ছিল তা একদম উধাও। মিনিট পাঁচেক বাদে একজন পরিচারিকা ট্রে-তে চায়ের কাপ আর বিস্কুট নিয়ে এল। ওর পেছন পেছন স্বাতীলেখা এল তার মাকে সঙ্গে নিয়ে। এই পাঁচ মিনিটেই পোশাক পালটে ফেলেছে সে, 'এই হল আমার মা।'

উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল জয়দীপ, 'আমি জয়দীপ'।

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন। পঞ্চাশের ওপর বয়স। মাথার চুল পাকেনি। চওড়া পাড় শাড়িতে রঙের আধিক্য নেই। বললেন, 'সঙ্কোচ করার তো কিছু নেই। আপনি ওকে দিল্লি থেকে নিয়ে এসেছেন, এখানে স্নান খাওয়া করে গেলে আমাদের ভাল লাগবে।'

'খাওয়ার দরকার নেই। আপনি যখন বলছেন— ।'

'বেশ। আপনার যাতে সুবিধে হয় তাই করবেন।' ভদ্রমহিলা চলে গেলেন।

জয়দীপের মনে হল ইনি যথেষ্ট মার্জিত কিন্তু উচ্ছ্বাস খুবই কম। স্বাতীলেখা উলটোদিকে বসল, 'এবার সহজ হয়েছেন তো। নিন, চা খেয়ে স্নান করে ফেলুন। কিন্তু আপনি তো সঙ্গে কিছু আনেননি। আপনার অন্য জামাপ্যান্ট— ?'

'ওগুলো আপনার দিদি কিনে দিয়েছিলেন— ।'

'ও।'

নীচের তলাতেই সব ব্যবস্থা রয়েছে। মিনিট কুড়ির মধ্যে তৈরি হয়ে নিল জয়দীপ। এখন বেশ আরাম লাগছে। বাইরের ঘরে এসে দেখল স্বাতীলেখা তেমনি বসে আছে। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে তো তাড়া দিলেন, নিজে এখনও বসে আছেন ?'

'আমার হাতে তো অফুরন্ত সময়। নিন।' একটা কাগজ এগিয়ে দিল স্বাতীলেখা। জয়দীপ দেখল তাতে টেলিফোন নাম্বার লেখা।

'আমার তো নির্দিষ্ট কোনও ঠিকানা নেই। আমহার্স্ট স্ট্রিটের প্রেসে কাউকে যেতে বলা যায় না। তবে রোজ সন্ধের পর কলেজ স্ট্রিটের কফিহাউসে আড্ডা মারতে যাই।'

www.MurchOna.com

'আমি যাদবপুরের বাইরে একদম চিনি না।'

জয়দীপ তাকাল। স্বাতীলেখা চোখ সরিয়ে নিল। জয়দীপ বলল, 'আপনি আর দেরি করবেন না কিন্তু— !'

'কীসের দেরি ?'

'আপনার দিদি যে জন্যে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন— !' জয়দীপ মাথা নামাল, 'অবশ্য এসব ব্যাপার আপনার ভাবার কথা, আমার বলা ঠিক নয়।'

'ঠিক নয় কেন ?'

'আপনার সিদ্ধান্তটা তো আমার জানা নেই।'

'আমি বুঝতে পারছি না কী করব !'

'কেন ?'

'কোথায় যাব বুঝতে পারছি না। আমাদের হাউজ ফিজিসিয়ানকে তো বলা যাবে না।'

'তা হলে দিদির কথা শুনলেন না কেন ?'

'সেটা শোনা সম্ভব ছিল না। প্লিজ জিজ্ঞাসা করবেন না।'

'আচ্ছা ! আমি এলাম।'

বাইরে বেরিয়ে এল জয়দীপ। ওর মন খুব খারাপ লাগছিল। যতদিন যাবে তত বিপদ বেড়ে যাবে স্বাতীলেখার। কী এমন ঘটনা ঘটেছিল যার জন্যে ও দিদির সাহায্য নিতে পারল না। ওখানে অ্যাবরশন করলে কেউ টের পেত না, ভাল ব্যবস্থায় হতে পারত।

প্রেসে ঢোকামাত্র রবিবাবু হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন, 'কী মশাই ! না বলে কয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে গিয়েছিলেন ? সুনীলবাবু তো খুব দুশ্চিন্তায় আছেন। ব্যাপারটা কী বলুন তো ?'

'কিছু না। হঠাৎই একটা কাজের খবর পেয়ে কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল।'

'সুনীলবাবু আপনার ওপর খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন। উনি আপনার জন্যে একটা মেসের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন সেটাও বোধহয় হাতছাড়া হয়ে গেছে।'

'মেস ?'

'হ্যাঁ। ওঁর অফিসে আর আপনার থাকা হবে না। বাড়িওয়ালা ওয়ার্নিং দিয়েছে। ওই তো, আপনার বিছানাপত্র স্যুটকেস উনি এখানে রেখে গেছেন।'

'সেকী ?'

'আর সেকী বললে চলবে ? এদিকে আপনার নাম করে কবিতার বই-এর প্রুফ দেখার জন্যে টাকা সামন্তবাবুর কাছ থেকে নিয়েছিলাম। সেটা নাকি

আপনি দাতব্য করে গেছেন! এদিকে সামন্তবাবু খুব খোঁজ করেছিলেন আপনার। কী যে করলেন!'

এইসময় সুনীলদা এলেন প্রেসে। জয়দীপকে দেখে বললেন, 'কী হে? কী ব্যাপার?'

একই কথা বলল জয়দীপ। সুনীলদা বললেন, 'যতই হোক, তোমার উচিত ছিল একটা টেলিফোন করে আমাকে বলে যাওয়া। তুমি এতটা দায়িত্বহীন তা আমি ভাবিনি।'

'আমি খুবই দুঃখিত সুনীলদা।'

'তা এখন কী করবে ভেবেছ?'

'আমি কিছুই ভাবতে পারছি না।'

সুনীলদা বললেন, 'রবিবাবু ওর বিছানাপত্র স্যুটকেস আমার গাড়িতে তুলে দিন তো!'

জয়দীপ বলতে চাইল 'আপনি আবার—!'

তাকে থামিয়ে দিলেন সুনীলদা, 'আর কথা বাড়িও না। সন্ধের পর রবিবাবু তোমাকে ওঁর প্রেসে থাকতে দেবেন না। পকেটে কত টাকা আছে?'

'আছে।'

'কত আছে? হাজারখানেক হবে?'

'হ্যাঁ।'

'বাঃ, তুমি দেখছি বেশ বড়লোক হয়ে ফিরে এসেছ!' সুনীলদা হেসে উঠলেন।

কথাটা ভাল লাগল না জয়দীপের। কিন্তু সুনীলদার মুখের ওপর সেটা বলতে বাধল তার। ভদ্রলোক এত উপকার করেছেন—! মিনিট তিনেকের মধ্যে সূর্য সেন স্ট্রিটের একটা বাড়ির সামনে গাড়ি পৌঁছে গেল। সুনীলদা বললেন, 'এসো। দেখি তোমার কপাল কীরকম?'

পুরনো ইঁটের করা বাড়ি। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই বিশাল চাতাল। চাতালের চারধারে বারান্দা। ডানদিকের একটা ঘরের দরজায় পিজবোর্ডের ওপর হাতে লেখা 'অফিস'। সেখানে একজন খুব মোটা ভদ্রলোক খালি গায়ে বসে কিছু লিখে চলেছেন। সুনীলদা ডাকলেন, 'কী ব্যাপার? শান্তিবাবু?'

ভদ্রলোক মুখ তুললেন, 'আরে আসুন। কিন্তু এত দেরি করে এলেন?'

'ইনি তার জন্যে দায়ী। নিশ্চয়ই বলবেন ভর্তি হয়ে গেছে?'

'প্রায় তাই। আজ সকাল অবধি দেখে সিঙ্গল সিটটা একজনকে দিয়ে দিলাম। ইনি?'

'হ্যাঁ।'

'কী করা হয়?' শান্তিবাবু জয়দীপকে জিজ্ঞাসা করলেন।

জয়দীপ এতক্ষণে অনুমান করতে পেরেছে। রবিবাবু যে মেসের কথা বলছিলেন সেখানেই নিয়ে এসেছে তাকে সুনীলবাবু। সে বলতে চাইল, আমি

www.MurchOna.com

বেকার, কিন্তু তার আগেই সুনীলদা বললেন, 'এখন পর্যন্ত আমার পত্রিকায় আছে, এক তারিখ থেকে বড় পত্রিকায় জয়েন করবে।'

'ও বাবা! কাগজের লোক। মুশকিল হয়ে গেল। খারাপ লাগলেই কাগজে দু কলম লিখে দেবেন। তখন আমি সর্ষের ফুল দেখব।' হাসলেন শান্তিবাবু। 'আমার এখানে এক ভদ্রলোক আছে। রিটায়ার্ড ম্যান। তিরিশ বছর ধরে আছেন। রেগে গেলেই আমার বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপালকে চিঠি লেখেন। একবার পুলিশও এসে গিয়েছিল তার সূত্র ধরে। তা আপনি যখন এনেছেন তখন ভরসা করতে পারি। একটাই সিট আছে, ডাবল বেড রুম।'

'তাই হবে।' সুনীলদা বললেন।

'মাসে আটশো টাকা। দু'বেলা খাওয়া, সকালের চা ফ্রি। দু' মাসের অ্যাডভান্স নিই, আপনার লোক যখন তখন এক মাসের দিলেই হবে। হ্যাঁ, খাওয়াটা বলে দিচ্ছি। সপ্তাহে একদিন মাছ আর তিন দিন ডিম। মাসে একবার মাংস। অন্যগুলো নিরিমিষির ওপর থাকতে হবে।'

'তাই হবে।'

ঝট করে খাতা এগিয়ে দিলেন শান্তিবাবু, 'নামধাম লিখে ফেলুন। আর হ্যাঁ, সব ব্যাটাছেলে এখানে। ঘরে মেয়েদের নিয়ে যাওয়া চলবে না। স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড।'

'তাই হবে। লিখে দাও জয়দীপ।'

জিনিসপত্র নিয়ে ঘরে গিয়ে ওরা দেখল এক ভদ্রলোক তক্তপোষের ওপর শীতলপাটি বিছিয়ে শুয়ে আছেন দেওয়ালের দিকে মুখ করে। কোনও বিছানাপত্র নেই। ভদ্রলোকের পরনে একটি লুঙ্গি, উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। পাশের খাটটি খালি। শান্তিবাবু বললেন, 'এইটে আপনার খাট। ঠিক সাড়ে সাতটায় ডিনার শুরু, সাড়ে নটায় শেষ। সকালে সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত। এখানে সবাই অফিস-গোয়ার্স। কোনও অসুবিধে হলে বলবেন আমাকে।'

সুনীলদা বললেন, 'নট ব্যাড। হ্যাঁ, কাল সকাল দশটায় প্রেসে যাবে। হয়তো কালই তোমাকে ইন্টারভিউ দিতে যেতে হতে পারে। ডিগ্রিগুলো সঙ্গে নিয়ে যেও।'

'কোথায়?'

সুনীলদা নাম বলতে অবাক হয়ে গেল জয়দীপ। বাংলা ভাষার এত বড় কাগজে তার চাকরি হতে পারে সে কল্পনা করতে পারেনি। পরক্ষণেই মনে হল, ইন্টারভিউ পাওয়া মানে চাকরি পাওয়া নয়। অবশ্য এই ইন্টারভিউ সে দরখাস্ত করলে পেত কিনা সন্দেহ, সুনীলদার কাছে ঋণ আরও বাড়ল।

ওরা চলে গেলে জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে জামা খুলে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল সে। আটশো টাকা মাসে খরচ, সঙ্গে যা আছে তাতে প্রায় তিন মাস সে

এখানে থাকতে পারবে। এর মধ্যে যদি চাকরি হয়ে যায় তা হলে তো কথাই নেই। যদি না হয় তা হলে অন্য চিন্তা করা যাবে। যে টাকাটা পাওয়ার কথা ছিল না তা দিয়ে অন্তত কিছুটা দিন আরাম করা যাক। সুনীলদা তার জন্যে এত করলেন কিন্তু একবারও বললেন না প্রুফ দেখার চাকরিটা তার আছে কিনা। জয়দীপের মনে হল, এই সামান্য টাকার জন্যে তাকে কত চিন্তা করতে হচ্ছে অথচ রতনরা কী সহজে এর চেয়ে অনেকগুণ টাকা খরচ করে। হয়তো ওদের কথাই ঠিক, জীবনযাপনের সংজ্ঞা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। ন্যায় সততা এইসব শব্দগুলো ক্রমশ অভিধানেই খুঁজে পাওয়া যাবে, জীবন ওদের বর্জন করেছে। দিল্লিতে থাকলে পত্রলেখা তাকে চাকরি দিতেন। আপাত চোখে সেই চাকরিতে কোনও অন্যায় করতে হত না। তবু সে মানতে পারেনি কারণ পত্রলেখার চালচলনে গোলমাল ঠেকেছিল। স্বাতীলেখাও তো চলে এল। হঠাৎ স্বাতীলেখার জন্যে খারাপ লাগা শুরু হল। একথা খুবই স্বাভাবিক, ইউনিভার্সিটিতে পড়া একটি মেয়ে কী করে জানবে কোনও ডাক্তারের কাছে যেতে হবে অ্যাবরশনের জন্যে। কোনও মেয়ের পক্ষে কী গিয়ে বলা সম্ভব আমি প্রেগন্যান্ট, অ্যাবরশন করাতে চাই। কাগজে একটি বিশেষ কোম্পানির বিজ্ঞাপন প্রায়ই চোখে পড়ে। রাস্তায় তাদের পোস্টার ছড়িয়ে। চলে আসুন, মুক্ত হয়ে হেঁটে ফিরে যান। কেউ টেরটি পাবে না। সেখানে গেলে কেবল হয়? এ নিয়ে কখনও ভাবেনি সে, কিন্তু আজ মনে হল ওরকম চটজলদি ব্যাপারে কিঞ্চিৎ অবহেলা মিশে থাকবেই। হয়তো সবার নয়, কেউ কেউ সেই অবহেলার শিকার হতে বাধ্য। অথচ কারও সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে পারছে না। রজত বা অহনা জানতে চাইবে কারণটা কী? ওদের অবশ্য সব কথা খুলে বলা যায়। হঠাৎ খেয়াল হল কিছুদিন আগে পার্ক সার্কাসের এক নার্সিংহোমে অহনার মা ভর্তি হয়েছিলেন। ইউট্রাসে টিউমার ধরা পড়ায় অপারেশন হয়েছিল তাঁর। সে আর রজত গিয়েছিল দেখতে। ওখানে অনেক গাইনির নাম বোর্ডে দেখেছিল। অহনা বলেছিল ডক্টর সন্ধ্যা দত্ত নাকি খুব ভাল। পেশেন্টকে যত্ন করেন। অপারেশনের হাতও চমৎকার। আচ্ছা, স্বাতীলেখাকে সন্ধ্যা দত্তের ঠিকানা দিলে কেমন হয়?

'মা মাগো। তোর অবোধ ছেলেটাকে এবার কোলে তুলে নে মা!'

আচমকা চিৎকার শুনে চমকে তাকাল জয়দীপ। পাশের খাটের ভদ্রলোক উঠে বসেছেন। দু' হাত জড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে কাউকে প্রণাম করলেন। তারপর গামছা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। রুমমেট হিসেবে নতুন কেউ এসেছে তা যেন লক্ষই করলেন না। এরকম লোকের সঙ্গে কথা না বলে থাকা ছাড়া কোনও উপায় নেই। ভদ্রলোক ফিরে এলেন। সম্ভবত গা ধুয়ে এসেছেন। তারপর ট্রাঙ্ক খুলে পাজামা পাঞ্জাবি বের করে পরলেন। চুল আঁচড়ালেন সময় নিয়ে। চিরুনিতে আঙুল ঘষে শব্দ করে ময়লা ফেলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। একবারও জয়দীপের দিকে

www.MurchOna.com

তাকালেন না।

বিকেল হয়ে গেলে বের হল জয়দীপ। কফি হাউসের দিকে যেতে যেতে তার কেবলই মনে হচ্ছিল ডক্টর সন্ধ্যা দত্তের কথা। টেলিফোন করে স্বাতীলেখার জন্যে একটা অ্যাপয়ন্টমেন্ট করলে কীরকম হয়? একটা টেলিফোন বুথে গিয়ে গাইড চেয়ে নাম্বার বের করে ডায়াল করল সে।

'বলুন।'

'আমি ডক্টর দত্তর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'বলছি!'

'আমি, মানে, আপনার একটা অ্যাপয়ন্টমেন্ট চাই।'

'আপনি চাইছেন?'

'না, মানে—!' নার্ভাস বোধ করল জয়দীপ।

'কী হয়েছে?'

'সম্ভবত কনসিভ করেছে। এসময় বাচ্চা কিছুতেই কাম্য নয়। বুঝতেই পারছেন—!'

'পারছি। একটা ভাল জায়গায় ইউরিন টেস্ট করে নিয়ে আসবেন। কাল সকাল আটটায় আমি সামান্য ফাঁকা আছি। অবশ্য কালকের মধ্যে রিপোর্ট পাবেন না। ঠিক আছে, আসুন তো!'

'আপনার বাড়িতে?'

'না নার্সিংহোমে। হ্যাঁ, পেশেন্টের সঙ্গে রেসপনসিব্‌ল কেউ যেন আসেন।'

টেলিফোনে ভদ্রমহিলাকে বেশ ভাল লাগল। দ্বিতীয়বার ডায়াল করল সে। ওপাশে রিং হচ্ছে। যেন অনন্তকাল ধরে মহাকালের ঘণ্টা বেজে চলেছে। শেষ পর্যন্ত ওটা থেকে স্বাতীলেখার নিচু গলা শোনা গেল, 'হ্যালো!'

'আমি জয়দীপ।'

সঙ্গে সঙ্গে গলা পালটে গেল, 'আমি তাই ভাবছিলাম। আপনি কোথায়?'

'এখন রাস্তায়। তবে এর মধ্যে আমার কপাল খুলেছে। একটি মেসে থাকার জায়গা পেয়েছি। সূর্য সেন স্ট্রিটে। কিছুদিন নিশ্চিন্ত। শুনুন, যে জন্যে ফোন করছি, ডক্টর সন্ধ্যা দত্তের নাম শুনেছেন?'

'না।'

'আমিও আগে শুনিনি, মানে শোনার মতো প্রয়োজন হয়নি কখনও। যাকগে, খুব ভাল নামী ডাক্তার। পার্কসার্কাসে ট্রামডিপোর কাছে আপনাকে কাল সকাল আটটায় যেতে হবে।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ। আমি অ্যাপয়ন্টমেন্ট করে রেখেছি। খুব ভাল ব্যবহার। উনি অবশ্য—।' থেমে গেল জয়দীপ।

'বলুন।'

'উনি, মানে, বলছিলেন ইউরিন রিপোর্ট নিয়ে যেতে। কিন্তু কাল সকালের মধ্যে সেটা পাওয়া যাবে না বলে এমনিই যেতে বলেছেন।'

'জামশেদপুরে যাওয়ার আগে আমি ইউরিন এগজামিন করিয়েছিলাম। দিদিই করাতে বলেছিল।'

'ও, তা হলে তো খুব ভাল হল। আর হ্যাঁ, উনি বলেছেন, রেসপনসিব্‌ল কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। ঠিক আছে ?'

'আমি কাকে নিয়ে যাব ?'

'কেউ নেই ?'

'যাকে বলব সে-ই তো জেনে যাবে।'

'ও। তা হলে ?'

'আমার যাওয়া হবে না। আপনি এতটা ভেবেছেন বলে ধন্যবাদ।' স্বাতীলেখা কথা শেষ করা মাত্র লাইন কেটে গেল। জয়দীপ বুথের মালিককে কথাটা বলতেই লোকটা হাসল, 'কিছু করার নেই, ওইভাবেই অ্যাডজাস্ট করা আছে। দরকার হলে আবার ফোন করুন।'

দ্বিতীয়বার ফোন করে নতুন কী কথা বলবে সে ? দাম মিটিয়ে দিয়ে হাঁটতে লাগল জয়দীপ। স্বাতীলেখার জন্যে খুব খারাপ লাগছিল তার। সত্যি তো, নিজের মাকেও কথাটা বলতে পারছে না ও। অথচ এইভাবে থাকলে বেশিদিন তো লুকিয়ে রাখা যাবে না।

কফিহাউসে যেতেই অহনারা হইহই করে উঠল। কিন্তু জামশেদপুরে কোনও চাকরির চিঠি হোস্টেল থেকে যায়নি শুনে রজত গম্ভীর হল, অহনা বলল, 'আশা করি তুই মুষড়ে পড়িসনি ?'

'না।'

'গুড। পৃথিবীতে কাজের অভাব নেই। ঠিক পেয়ে যাবি।'

'আপাতত একটা মেসে উঠেছি। সুনীলদাই ঠিক করে দিয়েছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া বদলে গেল। রজত খুশি হল। তার ওপর কাল বড় কাগজে তার ইন্টারভিউ আছে জানার পর সে কফির অর্ডার দিল। রজত দু-তিন দিনের মধ্যে চাকরিতে যোগ দিতে বাইরে চলে যাচ্ছে। এখন তার মনমেজাজ খুব ভাল। এইসময় স্বপ্নেন্দু এল। স্বপ্নেন্দু একটু নাক উঁচু, রুচিবাগীশ, রিসার্চ করছে। চেয়ারে বসে সে বলল, 'পাবলিক ইউরিনালে যেসব পোস্টার সাঁটা থাকে সেগুলো এখন কফিহাউসের দেওয়ালে পড়ছে অথচ কেউ প্রতিবাদ করছে না। আশ্চর্য।'

'দেখতে দেখতে মানুষের চোখ-সওয়া হয়ে গিয়েছে।' অহনা বলল।

রজত বলল, 'আমার চোখে পড়েনি তো ! কী ধরনের পোস্টার ?'

অহনা কাঁধ ঝাঁকাল, 'ওই যে, ঋতুবন্ধের বিজ্ঞাপন।'

স্বপ্নেন্দু বলল, 'তোর মুখে এটা শুনতে আমার ভাল লাগছে না অহনা।'

অহনা বলল, 'ব্যাপারটাকে মেয়েলি, গোপন ব্যাপার, ছেলেদের সামনে

www.MurchOna.com

উচ্চারণ করা পাপ এই সব বলে এতকাল মেয়েদের আরও অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে স্বপ্নেন্দু। অথচ এটা একটা শারীরিক সমস্যা ছাড়া কিছু নয়। সময় পালটাচ্ছে অথচ তোরা পালটাচ্ছিস না !'

জয়দীপ শুনছিল। হঠাৎ তার মনে হল স্বাতীলেখার প্রসঙ্গ টেনে আনলে কেমন হয়। সে বলল, 'এখন তো অ্যাবরশনের বিজ্ঞাপন খোলাখুলি দেওয়া হয়।'

রজত বলল, 'ওটা তো আইনসম্মত হয়ে গিয়েছে। এক ঘণ্টায় মুক্তি।'

অহনা চোখ পাকাল, 'যা জানো না তা নিয়ে কথা বলো না।'

'বাঃ, আমি পোস্টারে পড়েছি।' রজত প্রতিবাদ করল।

'আমার এক বউদির দুটো বাচ্চা হওয়ার পর দুর্ঘটনা ঘটে যায়। ওরকম বিজ্ঞাপন দেখে দাদা বউদিকে নিয়ে যান। যেভাবে কসাই ছাগল কাটে সেভাবে মেয়েদের একের পর এক বিছানায় শুইয়ে অ্যাবরশন করা হয় সেখানে। কোনওরকম পরীক্ষার বালাই নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অজ্ঞান করানো হয় না। পেশেন্ট চিৎকার করতে থাকে। বউদি বাড়ি ফিরে আসার পর এমন অসুস্থ হয়ে পড়ে যে আবার ওঁকে নার্সিংহোমে ভর্তি করতে হয়েছিল।' অহনা বলে, 'আইনসম্মত বলে মিনিমাম স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি নেওয়া হবে না ?'

রাত নটায় কফিহাউস থেকে বেরিয়ে স্বপ্নেন্দু চলে গেলে রজত বলল, 'তোকে একটা কথা বলার আছে জয়দীপ। এই অহনা, তুমি বলো।'

'বাঃ, তুমি নিজে বলতে পারছ না ?' অহনা মুখ ফেরাল।

রজত বলল, 'মানে, আমরা ঠিক করেছি বিয়ে করব।'

'কী ?' চমকে উঠল জয়দীপ।

'হ্যাঁ, চাকরিটা যখন পেয়ে গেলাম তখন, বুঝতেই পারছিস, কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হবে। তুই নিশ্চয়ই খুব খুশি হবি !'

'হ্যাঁ, শিওর, কনগ্রাচুলেশনস।' জয়দীপ তড়িঘড়ি বলল।

অহনা ওর হাত ধরল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

আজ বিপরীত দিকে হাঁটা। জয়দীপ একা হাঁটতে হাঁটতে মাথা নাড়ল। অহনা কখন প্রেম করল রজতের সঙ্গে ? এতগুলো বছর একসঙ্গে থেকেও সে কখনও টের পায়নি। নাকি রজত চাকরি পেয়েছে বলে অহনা এই সিদ্ধান্ত নিল ? একটা চাকরি সম্পর্ককে অন্য চেহারা দিল ?

জয়দীপের ক্রমশ মনে হল ঠিকই হয়েছে। ওদের বেশ মানাবে। অহনা সম্পর্কে তার মনে কোনও দুর্বলতা ছিল না যখন তখন সে কেন ওদের নিয়ে ভাবছে। সূর্য সেন স্ট্রিটে ঢুকেই পোস্টারটা দেখতে পেল। গর্ভপাত ! সঙ্গে সঙ্গে অহনার বউদির কথা মনে এল। স্বাতীলেখা যদি এইসব পোস্টার দেখে এদের কাছে চলে যায় ? লাইনে দাঁড়ানো ছাগলের মতো তার ওপর কসাই-এর আক্রমণ হবে। যদি তার কপাল খুব ভাল না হয় তা হলে বাড়ি ফেরার পর

www.MurchOna.com

নার্সিংহোমে নিয়ে যাবে কে ? জয়দীপের মনে হল এটুকু সাহায্য ওর করা উচিত। আর মনে হওয়ামাত্র টেলিফোন বুথে ঢুকে বোতাম টিপল সে। দুবার রিং হতেই ওপাশে কেউ রিসিভার তুলল, 'হ্যালো ?'

'স্বাতীলেখা আছে ?'

'কে বলছেন ?'

'আমি জয়দীপ।'

'জয়দীপ ? তুমি কী ওর সঙ্গে দিল্লি থেকে এসেছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'ও, ভাল আছো তো। আমি ওর মা। ধরো, ডেকে দিচ্ছি।' সহজ গলা মহিলার।

জয়দীপের খুব ভাল লাগল। বেশ স্বচ্ছ ব্যবহার ভদ্রমহিলার। স্বাতীলেখা রিসিভার তুলল, 'হ্যাঁ !'

'কাল সকালে বেরোনো যাবে ? আমি ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়ন্টমেন্ট করেছি। সকাল আটটায় যেতে হবে।'

'আমার কোনও অসুবিধে নেই।'

'ঠিক আছে। আমি পার্কসার্কাসের গোল মোড়ে থাকব।'

'তার চেয়ে বেকবাগানের মৌচাকের সামনে থাকলে ভাল হয়। ওটা আমি চিনি।'

'আচ্ছা !'

খুব হালকা লাগল রিসিভার নামিয়ে রাখার পর রাস্তায় হাঁটার সময়। যেন কোনও পবিত্র কাজ করছে সে এমন অনুভূতি হচ্ছিল।

মেসের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন শান্তিবাবু। দেখামাত্র বললেন, 'আরে মশাই, এত দেরি করতে হয় ? ডিনারের সময় তো প্রায় শেষ। আজ প্রথমদিন বলে, যাকগে, জামাপ্যান্ট পরে ছাড়বেন, খেতে বসে যান। টাইম পেরিয়ে গেলে এরা ডিউটি করবে না।'

অতএব খাওয়ার ঘরে ঢুকল সে। ধোওয়ামোছা হয়ে গিয়েছে। বিশ্রী এঁটো গন্ধ বাতাসে। ওকে দেখে একজন এগিয়ে এল, 'আপনি নতুনবাবু ?'

'হ্যাঁ।'

'এখন থেকে একটু তাড়াতাড়ি আসবেন বাবু। আপনি ঘরে যান। ঘরে খাবার দেওয়ার নিয়ম নেই, কিন্তু প্রথমদিন বলে দিচ্ছি। এখানে বসতে পারবেন না।'

ঘরের দরজার দিকে এগোতেই গান কানে এল। রবীন্দ্রসঙ্গীত। দরজায় পৌঁছে সে দৃশ্যটি দেখতে পেল। তক্তপোষের ওপর বাবু হয়ে বসে আছেন ভদ্রলোক সোজা হয়ে। চোখ বন্ধ। বেশ আবেগ নিয়ে গাইছেন, 'ওগো আমার প্রিয় তোমার রঙিন উত্তরীয়...।' গলাখানা আগেকার দিনের গায়কের মতো। সায়গলের গান শুনেছিল জয়দীপ, অনেকটা মিল আছে। কিন্তু সে

যে ঘরে ঢুকল ভদ্রলোক তা লক্ষই করলেন না। জামাপ্যান্ট পালটে হাতমুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে এসে জয়দীপ শুনল দ্বিতীয় গান শুরু হয়ে গেছে, 'এই কথাটি মনে রেখো।' ঠাকুর এসে জয়দীপের টেবিলে খাবারের থালা আর জলের গ্লাস রেখে গেল। গান শুনতে শুনতে খেয়ে নিল জয়দীপ। এবং তখনই খেয়াল হল অনেকক্ষণ অভুক্ত ছিল সে। আর তাই এই খাবার অমৃত লাগছে।

থালা গ্লাস নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই জয়দীপ শুনল, 'এক মিনিট !'

সে দেখল ভদ্রলোক আঙুল তুলে দাঁড়াতে বলছেন। ভদ্রলোক তক্তপোষ থেকে নেমে দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন, 'শান্তি, ও শান্তি ?'

শান্তিবাবুর গলা পাওয়া গেল, 'কী হল ?'

'শোওয়ার ঘরে খাবার সার্ভ করা হয়েছে। এটা বেআইনি। আমি জবাব চাই।'

'আরে, বিমলেশদা, উনি নতুন এসেছেন।'

'নতুনদের ক্ষেত্রে নিয়ম আলাদা ?'

'তা নয়। কনসিডার করো, অন্তত আজকের জন্যে।'

'নো। নেভার। আমি প্রতিবাদপত্র লিখব।'

'সেটা উনিও লিখতে পারেন। তুমি যে রাত দশটা পর্যন্ত ওকে ডিস্টার্ব করে গান গাইছ !'

'গান শুনে ডিস্টার্বড হচ্ছে ?'

'হ্যাঁ।' শান্তিবাবুকে দেখা যাচ্ছিল না। মেসের অন্য বোর্ডাররা বারান্দায় বেরিয়ে মজা দেখছিল। বিমলেশবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আপনি গান ভালবাসেন না ?'

'নিশ্চয়ই বাসি।' জয়দীপ জবাব দিল।

'তা হলে শান্তির ওই দুনম্বরি খাবার আর রবীন্দ্রনাথের গান কোনটে বড় আপনার কাছে ?'

'আমার খুব খিদে পেয়েছিল তাই খাবারটাই দরকার ছিল।'

চোখ পাকিয়ে একবার জয়দীপকে দেখে ভদ্রলোক ঘরের ভেতর চলে গেলেন। হাত মুখ ধুয়ে এসে জয়দীপ দেখল বিমলেশ তাঁর চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে যাচ্ছেন বসে বসে। ঠোঁট নাড়া দেখে বোঝা গেল উনি গান গাইছেন। গান গাইছেন শব্দ না করে। আরও একটু দেখার পর সে বলল, 'আলো আমার আলো ?'

'কারেক্ট ! ঘুমানোর আগে দশটা গান না গাইলে ঘুম আসবে না। কোটা শেষ করছি।'

'আপনি জোরেই গান।'

'না-না। কেউ কমপ্লেন করুক আমি চাই না।'

'কেউ করবে না। অন্তত আমি তো নয়।'

'আমার আবার একটু কমপ্লেন করার অভ্যেস আছে। এই শান্তির বিরুদ্ধে

আমি ভারতবর্ষের প্রেসিডেন্টের কাছে আটখানা চিঠি লিখেছি। এখন তো ম্যানেজ করার যুগ। শান্তি ঠিক প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারিকে ম্যানেজ করে রেখেছে। প্রিয় গান কী ?'

'সব গানই প্রিয়।'

'একটা শর্তে গাইতে পারি। আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবেন না। কেউ কথা বললেই মাথার ভেতরে ড্রাম বাজে আমার। মনে থাকবে ?'

জয়দীপ মাথা নাড়ল। 'ঠিক আছে। কিন্তু একটা কথা, আপনি কী করেন ?'

বিমলেশবাবু গম্ভীর মুখে জয়দীপের দিকে তাকালেন। তারপর শুয়ে পড়লেন দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে। জয়দীপ হেসে ফেলল। ভদ্রলোকের মাথায় কিঞ্চিৎ গোলমাল আছে। দীর্ঘকাল এই মেসে আছেন মানে অবিবাহিত হওয়াই স্বাভাবিক। দুপুরে ঘুমাচ্ছিলেন এবং বয়স আন্দাজ করলে মনে হয় যেখানে চাকরি করতেন সেখান থেকে অবসর নিতে হয়েছে। মনে হয় ভদ্রলোক খুব একলা। কলকাতায় এই ধরনের মেস না থাকলে এরা কোথায় যেতেন ?

স্নান সেরে সাতসকালে বেরিয়ে পড়তে হল জয়দীপকে। বিমলেশবাবু ঘরে নেই। বেরোবার সময় শান্তিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী, ঘুম হয়েছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'বিমলেশবাবু লোক মন্দ নন। মাথায় একটু—, বিয়েথা করেননি তো !'

বেকবাগানের দিকে যেতে যেতে জয়দীপের মনে কথাটা পাক খাচ্ছিল। বিয়েথা না করলে বেশি বয়সে ওরকম হয় নাকি ? তা হলে তো বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন থেকে শুরু করে অনেকেরই ওই অবস্থা হত। হয়তো প্রতিভা বা বিশেষ ক্ষমতা না থাকলে ওরকম হয় !'

আটটার অনেক আগেই মৌচাকের সামনে পৌঁছে গেল সে। এই এলাকাটা ঠিক বাঙালি পাড়া নয় বলে এখন একদম ফাঁকা। স্বাতীলেখাকে নার্সিংহোমে পৌঁছে দিয়ে দশটার মধ্যে প্রেসে পৌঁছাতে হবে তাকে। সুনীলদা অপেক্ষা করবেন।

ঠিক পাঁচ মিনিট আগে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। জয়দীপকে দেখে অল্প হাসল স্বাতীলেখা, 'আমি ভাবছিলাম যদি আপনি না আসেন !'

'আপনার সব অনুরোধই তো আমি রাখছি।' ট্যাক্সিওয়ালাকে ডিরেকশন দিল জয়দীপ। একবার এলেও স্মৃতি এখনও টাটকা রয়েছে।

'উনি কী জিজ্ঞাসা করবেন ?'

'আমাকে সেটা বলেননি। আর আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই।'

'আপনি কীরকম কাট-কাট কথা বলছেন। বুঝতে পারছি, আমার জন্যে আপনাকে খুব ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে। আসলে—।'

www.MurchOna.com

'এসব কথা শুনতে আমার ভাল লাগছে না। রিপোর্ট এনেছেন ?'

'হ্যাঁ।' ব্যাগ থেকে একটা খাম বের করে এগিয়ে দিল স্বাতীলেখা। নেহাতই কৌতূহলে খামটা নিয়ে কাগজ বের করল জয়দীপ। ইউরিন রিপোর্ট। প্রেগন্যান্সি টেস্ট বলছে পজিটিভ। খামটা ফিরিয়ে দিয়ে ওর মনে হল অনেক স্বামী-স্ত্রীর কাছে যে রিপোর্ট স্বপ্নের চেয়েও দামি তাই কারও কারও ক্ষেত্রে অভিশাপ হয়ে আসে।

নার্সিংহোমে ঢুকে ডক্টর সন্ধ্যা দত্তের চেম্বারের বাইরে পৌঁছে জয়দীপ বলল, 'আপনি ভেতরে যান, আমি এখানে অপেক্ষা করছি।'

'এখানেই বসুন না।'

অপেক্ষা গৃহটিতে কেউ নেই। একজন আয়া গোছের মহিলা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কী অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসেছেন ? না হলে দিদি দেখবেন না।'

জয়দীপ বলল, 'উনি আসতে বলেছিলেন।'

মহিলা স্বাতীলেখাকে বলল, 'ও, তা হলে আপনি আসুন।'

স্বাতীলেখা কেমন অসহায় চোখে জয়দীপের দিকে তাকিয়ে মহিলাকে অনুসরণ করল। শূন্য ঘরে বসে থাকতে থাকতে জয়দীপের মনে হল এখন যদি পায়ে পায়ে সে চলে যায় তা হলে কেউ টের পাবে না। স্বাতীলেখাকে একটা ভাল জায়গায় সে পৌঁছে দিয়েছে, এবার ও বুঝে নিক। এখানে বসে থাকা মানে আরও জড়িয়ে পড়া। আমার খুব অল্প চেনা এক মহিলা গর্ভবতী হয়েছেন এবং তার অ্যাবরশন করাতে আমি নার্সিংহোমে নিয়ে এসেছি, এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে ? এমন কী অহনাও ? অহনার নাম মনে আসতেই আজ খুব খারাপ লাগল। ও যে রজতকে ভালবাসছে, একটা ইঙ্গিতও দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি ?

'আপনাকে ভেতরে ডাকছেন।'

জয়দীপ দেখল আয়া সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এখন আর চলে যাওয়া যায় না। জয়দীপ কয়েকপা এগিয়ে পরদা সরিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখল স্বাতীলেখা টেবিলের ওপাশে মাথা নিচু করে বসে আছে। টেবিলের ওপাশে একজন প্রৌঢ়া মহিলা কিছু লিখছেন।

'বসুন।' ভদ্রমহিলা তাকালেন না। ইনিই ডক্টর সন্ধ্যা দত্ত।

জয়দীপ বসল।

'আপনি ওর কে হন ? আত্মীয় ?'

'না, মানে—!'

'বুঝতে পেরেছি। কাল আপনিই ফোন করেছিলেন ?'

'অ্যাঁ।'

'বিয়ে করতে দেরি করছেন কেন ? চাকরি করেন না ?'

'হ্যাঁ— ?'

'দেখুন ভাই, আপনাদের বয়স কম। আমার ব্যক্তিগত মত হল প্রথম ইস্যুকে রেখে দেওয়া উচিত। এর পর থেকে কসাস হবেন।' ডক্টর দত্ত বললেন।

'আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' নিচু গলায় বলল স্বাতীলেখা।

'সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু এখন এ নিয়ে কে মাথা ঘামায়! যাক্‌গে, আপনারা দু'জনেই যদি অ্যাবরশন চান তা হলে শুনুন, এমনিতেই বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে। ইন ফ্যাক্ট আর দিন পনেরো বাদে হলে আমি করতে চাইতাম না। যদি আজ করাতে পারেন তা হলে আজই করান।'

'আজ ?' জয়দীপ হতভম্ব।

'বললাম তো, বেশ দেরি হয়ে গেছে। একটার সময় আমার একটা সিজারিয়ান আছে। তার আগে, ধরুন বারোটা নাগাদ ওটা হতে পারে।'

'তারপর ? জয়দীপ সোজা হল।

'তারপর আর কী! অ্যানাসথেসিয়ার ঘোর কাটলে বিকেলে ওকে নিয়ে যাবেন।'

জয়দীপ বিব্রত চোখে স্বাতীলেখার দিকে তাকাল। ডক্টর সন্ধ্যা দত্ত বললেন, 'আজ অসুবিধে থাকলে দিন চারেক অপেক্ষা করতে হবে, যদি আমার জন্যে অপেক্ষা করতে চান। আমি কাল বাইরে যাচ্ছি।'

স্বাতীলেখা জয়দীপের মুখের দিকে তাকাল। তার ঠোঁটে দাঁত পড়ল। মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

জয়দীপ বলল, 'দেখুন, কোনও কমপ্লিকেশন হবে না তো ?'

ডক্টর হেসে ফেললেন, 'যাঁরা এ ব্যাপারে ফোরকাস্ট করেন তাঁরা নমস্য। আমি শুধু বলতে পারি পুরো ব্যাপারটা না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত প্রেডিক্ট করা উচিত নয়। আর এখনও যখন রাজি হয়েছি তখন ডাক্তারি শাস্ত্রের বাইরে আমি যাচ্ছি না।'

স্বাতীলেখা নিচু গলায় বলল, 'আমি আজই রাজি।'

'বেশ। তা হলে মিনিট দশেক বাদে অফিসে গিয়ে খোঁজ করে জেনে নেবেন কী কী করতে হবে। ওকে—!'

'এখন কত দিতে হবে ?' স্বাতীলেখা জানতে চাইল।

'নাথিং। আসুন আপনারা।'

বাইরে বেরিয়ে আসা মাত্র জয়দীপ বলল, 'এই ভদ্রমহিলার সুনাম আছে। অহনা বলেছিল।'

'কে অহনা ?'

'আমাদের বন্ধু। একসঙ্গে পড়তাম।'

'বিশেষ বন্ধু ?'

'অ্যাঁ। না, যা ভাবছেন তা নয়। ও রজতকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। যাকগে, ডক্টর দত্তর ওপর ভরসা রাখুন, কোনও প্রবলেম হবে না। সকালে চা

www.MurchOna.com

খেয়েছেন ?'

'না।'

'চলুন চা খেয়ে আসি।'

নার্সিংহোমের গায়েই ভাঁড়ের চায়ের দোকান পেয়ে গেল ওরা। দুটো বিস্কুট আর চা নিয়ে ওরা চুপচাপ খাচ্ছিল। ঘড়ি দেখল জয়দীপ।

'আপনার তাড়া আছে ?' স্বাতীলেখা জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, এখনও সময় আছে। আমহার্স্ট স্ট্রিটে যেতে হবে। একটা চাকরির ব্যাপারে—!'

'ও।'

জয়দীপের খুব খারাপ লাগছিল। একটা মেয়ে একা অপারেশন থিয়েটারে যাবে, যদি কিছু হয় ? অবশ্য যদি কিছু হয়ে যায় তা হলে কেউ কিছুই করতে পারবে না। তবু একজন সঙ্গে আছে জানা থাকলে মনের জোর বাড়ে। এটা এমন একটা ব্যাপার কাউকে সঙ্গে আনতে পারেনি স্বাতীলেখা। তার মনে হল হইচই করে ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক করে দেওয়াই ভাল। চায়ের দাম মিটিয়ে সে বলল, 'চলুন, দশ মিনিট হয়ে গিয়েছে। অফিসে যাওয়া যাক।'

দোতলার অফিসে এক বৃদ্ধ বসেছিলেন। নাম জিজ্ঞাসা করে বললেন, 'শুধু ইউরিন টেস্ট করিয়েছিলেন ? ব্লাড রিপোর্ট নেই ?'

'না।'

'মুশকিলে ফেললেন।' এই সময় ইন্টারকম আওয়াজ করতেই রিসিভার তুলে কথা বললেন তিনি। সেটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'ডক্টর দত্ত বলেছেন আপনাকে এখনই ভর্তি হয়ে যেতে। বারোটার সময় অ্যানাসথেসিস্টকে পাওয়া যাবে না। উনি এখন আসতে পারেন আর আসবেন একটার সময়। নিন, এই ফর্মটা ভর্তি করে দিন।'

বৃদ্ধ একটা ফর্ম এগিয়ে দিল জয়দীপের সামনে, সঙ্গে কলম। জয়দীপ ফর্মটা নিয়ে, একটু সরে এসে, পড়ল। নাম, বয়স, ঠিকানা ইত্যাদির পর লিখতে হবে সম্পর্ক কী এবং তলায় স্বামী বা গার্জেনের সই যিনি অপারেশনের অনুমতি দিচ্ছেন।

সে স্বাতীলেখার দিকে তাকাল। স্বাতীলেখা এর মধ্যে পড়েছে ফর্মটা। বলল, 'চলুন।'

'সে কী! করাবেন না ?'

'কী করে হবে ? আপনাকে আমি সই করতে বলতে পারি না।'

'তা তো ঠিকই।'

'আমার যা হয় হবে, চলুন।'

জয়দীপ দেখল বৃদ্ধ তাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ কিরকম বিশ্রী লাগল ওর। সে ফর্মটি ভরতে লাগল। জিজ্ঞাসা করল, 'বয়স কী লিখব ?'

'বাইশ।'

'ঠিকানাটা বলুন।'

স্বাতীলেখার বলা ঠিকানা লিখল জয়দীপ। সম্পর্কের জায়গাটিতে কলম না ছুঁইয়ে নীচে নাম সই করে দিল সে একটানে। ফর্ম নিয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'রিলেশন ?'

'বন্ধু লেখা যাবে ?' জয়দীপ জিজ্ঞাসা করল।

'আপনারা স্বামীস্ত্রী হননি এখনও ? মুশকিল। আরে মশাই, যা হোক একটা কিছু লিখে দিন না এখানে, কে দেখতে যাচ্ছে!'

'কেউ যখন দেখবে না তখন বন্ধুই লিখুন।'

'স্বামী, দাদা, বাবা, কাকা, মামা, এরকম কিছু লেখা নিয়ম। থাক, পরে গোলমাল যদি কিছু হয় তখন বসিয়ে দেব। মোটামুটি সাড়ে পাঁচ হাজার পড়বে। টাকা রেডি আছে ?'

জয়দীপ কিছু বলার আগেই স্বাতীলেখা বলল, 'হ্যাঁ।' ব্যাগ খুলল সে।

'হাজারখানেক জমা দিন।'

টাকা নিয়ে রসিদ দিয়ে ভদ্রলোক একজন নার্সকে ডাকলেন, 'ডক্টর দত্তর কেস। নিয়ে যান। নটার মধ্যে রেডি করতে বলেছেন।'

নটা বাজতে মিনিট দশেক দেরি। জয়দীপ একটু সরে দাঁড়িয়েছিল। স্বাতীলেখা কাছে এসে বলল, 'সই যখন করলেনই তখন স্মার্টলি মিথ্যে বলতে পারলেন না ? শুনুন, আমি যাচ্ছি। যদি কিছু হয়ে যায় তা হলে মাকে খবরটা দেবেন। আপনার কাছে আমার ঋণ বেড়েই যাচ্ছে।'

'ঠিক আছে।'

নার্স বলল, 'দিদি, ঘড়ি আংটি হার সব খুলে রেখে যান। ব্যাগটাও দিয়ে দিন।'

স্বাতীলেখা মাথা নেড়ে ওগুলো খুলে ব্যাগে ঢুকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কতক্ষণ লাগবে ?'

'কতক্ষণ আর ? মিনিট পনেরো!' নার্স হাসল।

স্বাতীলেখা ব্যাগ এগিয়ে ধরল জয়দীপের দিকে। 'আর কার কাছে রাখব! এতে সব রইল। দশ হাজার টাকা নিয়ে এসেছিলুম। যদি ঘুরে এসে দেখেন আমি নেই তা হলে এটা থেকে পেমেন্ট করে দেবেন।' ব্যাগটা জয়দীপের হাতে দিয়ে স্বাতীলেখা নার্সের সঙ্গে ভেতরে চলে গেল।

কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল ধাতস্থ হতে। এই ব্যাগের মধ্যে নয় হাজার টাকা আর সোনার গয়না রয়েছে। এগুলো নিয়ে সে কী করবে ? কোথায় যাবে ? মেয়েদের ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে ইন্টারভিউ দিতে যাওয়া যায় ? মহা ফাঁপরে পড়ল জয়দীপ। সে বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'পেমেন্ট করতে কখন আসতে হবে ?'

'যখন নিয়ে যাবেন! তবে ওটি থেকে বেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা

www.MurchOna.com

করুন। যদি হঠাৎ রক্ত বা বিশেষ ওষুধের দরকার হয়ে পড়ে—। ওয়েটিং রুমে বসতে পারেন।' বৃদ্ধ হাত বাড়িয়ে ঘর দেখিয়ে দিল।

'এই ব্যাগটা রেখে দেওয়া যেতে পারে ?'

'না ভাই। এখানে লকার নেই।'

জয়দীপ ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসল। এখান থেকে আমহার্স্ট স্ট্রিটে পৌঁছতে বড়জোর আধঘণ্টা লাগবে। কিন্তু যাবে কী করে সে ? যদি অপারেশন চলার সময় রক্ত আনতে ওকে খোঁজে, অন্য কোনও জায়গা থেকে ওষুধ আনতেও বলতে পারে। কী করবে বুঝতে পারছিল না। হাতের ব্যাগটার দিকে তাকাল। দামি ব্যাগ। কত দাম কে জানে। ব্যাগের ভেতর কী আছে ? মেয়েদের ব্যাগ খোলা উচিত নয় বলেছিল অহনা। অহনাটাও প্রেম করে ফেলল!

কিন্তু কোন ভরসায় স্বাতীলেখা তার কাছে নয় হাজার টাকা রেখে গেল ? সে যদি টাকাটা নিয়ে হাওয়া হয়ে যায় তা হলে কোনওদিন তাকে খুঁজে পাবে না স্বাতীলেখা। এই টাকাটায় তার অনেকদিন আরামে চলে যেতে পারে। ঘড়ি দেখল সে। তারপর উশখুশ করতে লাগল। এই সময় সেই নার্স দরজায় এল, 'আপনি তো জয়দীপবাবু ?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে ওটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। টেঁডভ্যাক ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়ে গেছে। একটু পরেই অপারেশন আরম্ভ হবে। উনি বলেছেন যেখানে আপনার যাওয়ার ছিল সেখান থেকে ঘুরে আসতে।' আয়া হাসল।

'কিন্তু কিছু যদি লাগে ?'

'সেটা আমরা ম্যানেজ করে নেব। দিদির সঙ্গে কথা বলে নিয়েছেন উনি।'

'অনেক ধন্যবাদ।' প্রায় লাফিয়ে রাস্তায় নামল সে।

ট্যাক্সি নিয়ে সোজা আমহার্স্ট স্ট্রিটে চলে এল জয়দীপ কাঁটায় কাঁটায় দশটায়। ট্যাক্সি ছাড়তেই সে সুনীলদার গাড়ি দেখতে পেল। সুনীলদা জানলায় মুখ এনে ডাকলেন, 'উঠে এসো।'

গাড়িতে উঠতেই সুনীলদা বললেন, 'একি ? মেয়েদের ব্যাগ হাতে কেন ?'

'এটা মানে—।' ঠোঁট চাটল জয়দীপ।

'কাউকে উপহার দেবে ? বিয়েথা নাকি ? শোনো, তুমি আজ বিকেলে মিস্টার সেনের সঙ্গে দেখা করবে। চারটে নাগাদ। তোমার সঙ্গে কথা বলার পর যদি তিনি ইমপ্রেসড হন তা হলে যা করতে হবে উনিই বলে দেবেন।'

'চারটের সময় ?'

'হ্যাঁ, তার আগে উনি ফ্রি নন। ওর সঙ্গে আজ কথা হয়েছে আমার।'

'ঠিক আছে। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ সুনীলদা।'

'দুর, দুর। এ সব কিছুই নয়। আর হ্যাঁ, প্রেসে প্রুফ দেখতে হবে না

তোমাকে।'

'দেখব না ?'

'না। কোথায় নামবে ?'

'আপনি কোনদিকে যাচ্ছেন ?'

'ল্যান্সডাউনে।'

'আমাকে বেকবাগানে নামিয়ে দেবেন ?'

'ঠিক আছে। ওখানে কী ব্যাপার ? না তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা বলতে চাই না আমি। দ্যাখো জয়দীপ, তোমাকে আমার ভাল লেগেছিল। যে টাকা তোমাকে দিয়েছি তা আমার সাধ্যের বাইরে। শুধু প্রুফ দেখাতে কেউ এত টাকা দেয় না। কী ভাবে বন্ধ করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ না বলেকয়ে উধাও হয়ে তুমি আমাকে সুযোগটা করে দিলে। কিন্তু যেহেতু তোমাকে পছন্দ করি তাই এই চাকরিটা হোক আমি চাই। আন্ডারস্ট্যান্ড ?'

জয়দীপ মাথা নাড়ল।

বেকবাগানে তাকে নামিয়ে চলে গেলেন সুনীলদা। আজ বিকেল চারটের সময় তার ভাগ্যপরীক্ষা হবে। চাকরি যদি না হয় তা হলে ওই সামান্য কটা টাকা নিয়ে এই এত বড় শহরে সে কদিন লড়াই করতে পারে ? সে ব্যাগটার দিকে তাকাল। নয় হাজার টাকা প্লাস সোনার গহনা। কিন্তু জয়দীপ নার্সিংহোমেই চলে এল।

বৃদ্ধ বসে আছেন শালগ্রামশিলার মতো। কী জিজ্ঞাসা করবে ওঁকে। হয়ে গেছে ?

কী হয়েছে ? মানুষের আদিম দুর্বলতার কারণে যে ভ্রূণ শরীরে এসে জুড়ে বসেছিল তাকে নির্মূল করা হয়ে গিয়েছে ? প্রশ্ন করতে খারাপ লাগল। ও ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল। নার্সিংহোমে এখন বেশ কর্মব্যস্ততা রয়েছে। ঘরে ঘরে ধোওয়াধুয়ির পাট চলছে। তাকে দেখে দুজন মহিলা অবাক চোখে তাকাল। একজন নার্স এগিয়ে এল, 'কী চাই ?'

'স্বাতীলেখার অপারেশন হয়ে গিয়েছে ?'

'কী অপারেশন ? সিজার ? না, একটায় হবে। আপনি নীচে গিয়ে অপেক্ষা করুন। এখন ভিজিটারদের ওপরে আসা নিষেধ।' কঠোর গলায় বলল মেয়েটি।

জয়দীপ মাথা নেড়ে নীচে নেমে যাচ্ছিল এই সময় সকালের দেখা নার্সটি ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল, 'পেশেন্টকে নীচের কেবিনে দেওয়া হয়েছে। চার নম্বর কেবিন। ওখানে যেতে পারেন।'

জয়দীপ নীচে নেমে এল। বাঁ দিকের প্যাসেজ ধরে এগোতে আর একজন নার্সকে দেখতে পেল সে। বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'চার নম্বর কেবিনে যেতে পারি ?'

নার্স বলল, 'একটু দাঁড়ান'— পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল সে।

www.MurchOna.com

জয়দীপের মনে হল অনন্তকাল সে অপেক্ষা করছে। নার্স বেরিয়ে এসে অর্থপূর্ণ হাসি ঠোঁটে রেখে বলল, 'যেতে পারেন।'

পর্দা সরিয়ে উঁকি মারল জয়দীপ। সাদা বিছানায় মড়ার মতো পড়ে আছে স্বাতীলেখা। তার শরীর বুক পর্যন্ত কাপড়ে ঢাকা। চোখ আধখোলা কিন্তু সে কিছুই দেখছে না।

বিছানার পাশে টুল টেনে নিয়ে বসল জয়দীপ। ব্যাগটাকে রেখে দিল ছোট টেবিলের ওপর। ওষুধের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে স্বাতীলেখা। পৃথিবীর কোনও কিছুই তাকে স্পর্শ করছে না। কিন্তু কতক্ষণে এই ঘোর কেটে স্বাভাবিক হবে ? যদি আজ ওর অবস্থা এই রকম থাকে তা হলে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সুযোগই নেই। সে ক্ষেত্রে ওর মা— ! জয়দীপ চোখ বন্ধ করা মাত্র কানে এল, 'হয়ে গেছে ? হয়ে গেছে ?' সে দেখল স্বাতীলেখার চোখ খোলা এবং কণ্ঠস্বর খুব মিহি। এই গলায় কথা বলে না স্বাতীলেখা। সে চাপা গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

'হয়ে গেছে ? হয়ে গেছে ?' আবার জিজ্ঞাসা করল স্বাতীলেখা।

'হ্যাঁ।'

সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ হয়ে গেল, ঘুমের গভীরে ডুবে গেল স্বাতীলেখা। যেন আলোর খবর নিয়ে আবার অন্ধকারে ফিরে গেল নিশ্চিত হয়ে। এখন চোখ আধবোজা, ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক। চিবুকে পৃথিবীর সমস্ত আদর একত্রিত। স্বাতীলেখাকে কী দারুণ সুন্দরী দেখাচ্ছে।

প্রায় মিনিট আটেক বাদে স্বাতীলেখা নড়ল। তার চোখ খুলল, 'ও, আপনি ?' ধীরে ধীরে মাথা তোলার চেষ্টা করল সে এবং সেই সরু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'হয়ে গেছে ? অ্যাঁ ? হয়ে গেছে ?' চোখ খুলে রাখার চেষ্টা করছে সে।

'হ্যাঁ। হয়ে গেছে।'

'আমি এখন কোথায় ?'

'কেবিনে বিছানায় শুয়ে আছেন।'

'অ।' আবার মাথা বালিশে নেমে গেল, চোখ বন্ধ হয়ে গেল। জয়দীপের মনে হল এতক্ষণ যে কথাগুলো উচ্চারণ করল স্বাতীলেখা সেগুলো ও বলছে না। ভেতরের কোনও আর্তি তাকে দিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করাচ্ছে কিন্তু কোনও মানে ফিরিয়ে দিচ্ছে না।

এই সময় পরদা সরিয়ে ডক্টর দত্ত এলেন। জয়দীপ উঠে সরে দাঁড়াতে তিনি স্বাতীলেখার পালস দেখলেন। গালে আস্তে আস্তে আঘাত করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ? অসুবিধে হচ্ছে ?'

'হয়ে গেছে ?' সেই গলায় স্বাতীলেখা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। ইউ আর অলরাইট।'

'এই এক প্রশ্ন বারংবার করছে ও।' জয়দীপ না জানিয়ে পারল না।

'ও কী বলছে তা নিজেই জানে না। কোনও প্রবলেম নেই। মনে হয় ঘণ্টা দুয়েক পর ও বাড়ি যেতে পারবে। কমপ্লিকেশন কিছু হবে না, হলে এখানে নিয়ে আসবেন। নইলে মাসখানেক বাদে এসে যেন চেকআপ করিয়ে নিয়ে যায়। প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছি। ওষুধ আজ থেকে চলবে।' ডক্টর দত্ত কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জয়দীপ। ভদ্রমহিলা কোনও ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেননি, এই রক্ষে।

মিনিট পাঁচেক বাদে আবার তন্দ্রাভাবটা সামান্য কাটল স্বাতীলেখার, 'হয়ে গেছে ? ও, শেষ হয়ে গেছে। অমিতাভদা, উঃ, মাগো।'

প্রথম কথাগুলোয় মজা লাগলেও চমকে উঠল জয়দীপ। এই অব... ঘোরের মধ্যে স্বাতীলেখা অমিতাভবাবুর নাম করছে কেন ?

জলের নীচে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে যেমন হয় ঠিক তেমন করছিল স্বাতীলেখা, 'অমিতাভদা, আমি যে আপনাকে ভালবাসি না, কী করব। মাগো !'

জয়দীপ উঠে দাঁড়াল। তার ভয় হচ্ছিল স্বাতীলেখা এমন কিছু বলে ফেলবে যা তার শোনা উচিত নয়। এই সময়ে নার্স তাকে ডাকল, 'শুনুন, আপনাকে অফিসে ডাকছে।'

মাথা নেড়ে জয়দীপ অনুসরণ করল। সেই বৃদ্ধ লোকটি বলল, 'পুরো জ্ঞান এখনই এসে যাবে। এই নিন বিল। পাঁচ হাজার তিনশো বাইশ টাকা। যতক্ষণ ইচ্ছে এখন কেবিনে থাকতে পারে। আর এই নিন ডক্টর দত্তর প্রেসক্রিপশন।'

বিলটা নিল জয়দীপ। কিন্তু তার মাথার ভেতর তিম্পেনির ঢাক বাজছিল। যেন সেই ঢাকের বোলে অনেক খবর মিশে ছিল।

'টাকা নিয়ে আসছি' বলে জয়দীপ কেবিনে ফিরে এসে দেখল স্বাতীলেখা উঠে বসার চেষ্টা করছে, 'আমি কোথায় ?'

'কেবিনে।'

'সব হয়ে গিয়েছে ?' চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল আবার।

'হাঁ। টাকা চাইছে।'

'ব্যা-ব্যাগে আছে।'

অতএব ব্যাগ খুলতে হল। সামনের চেন খুলতে গয়নাগুলোর পাশে কিছু লিপস্টিক আর রুমাল দেখতে পেল। দ্বিতীয় চেন টানতেই টাকার বান্ডিল চোখে পড়ল। সেটা একটা গার্টারে বাঁধা। বান্ডিলটা বের করতেই স্বাতীলেখা আবার শুয়ে পড়ল। ওর শরীরে ওষুধের সঙ্গে একটা লড়াই চলছে এবং ওষুধের প্রতিক্রিয়াই জয়ী হচ্ছে।

টাকাটা গুনতে গিয়ে একটা কাগজ দেখতে পেল সে। ভাঁজ করা, গার্টারের নীচে আটকানো। সেটা আলাদা সরিয়ে পাঁচ হাজার তিনশো তিরিশ টাকা বের করে নিয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দিয়ে এল সে। ভদ্রলোক আট টাকা ফেরত দিয়ে

www.MurchOna.com

রসিদ দিলেন। কেবিনে ফিরে এসে বাকি টাকা ব্যাগে ঢোকাতে গিয়ে ভাঁজ করা কাগজটার দিকে নজর গেল। স্বাতীলেখা এখন মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে। কিন্তু কিন্তু করেও শেষ পর্যন্ত ভাঁজটা খুলল জয়দীপ। সুন্দর হাতের লেখা ইংরেজিতে চিঠি। ওপরে লেখা, টু হুম ইট মে বি কনসার্নড ! তারপর শুরু এই ভাবে, 'তিনমাস আগে আমি একটি ভুল করেছিলাম। আমি যাকে ভালবেসেছিলাম তার সম্পর্কে কিছুই জানতাম না, জানার প্রয়োজনও মনে করিনি। ও বাঙালি নয় জেনেও আমার কোনও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু শুধু ভালবাসার জন্যে আমি ভুলটা করিনি।

এটা চিঠি নয়, আমার বিবৃতি। আজ আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। কাল সারারাত আমার চোখে ঘুম আসেনি। কীভাবে রাত ফুরিয়ে দিন আসে সেটা দেখলাম। কিন্তু আজকের দিনটা আমার জীবনের শেষ দিন হতে পারে। যদি হয় তা হলে আমার একটা কর্তব্য করে যাওয়া উচিত। শেষদিন হওয়ার সম্ভাবনা এই কারণে যে সময়সীমার মধ্যে অ্যাবরশন করানো উচিত, দিদি বলেছে আমি নাকি সেই সময়সীমা অতিক্রম করতে যাচ্ছি। বেঁচে থাকতে আমার খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু দু-দুটো পাপবোধ আমাকে ছিবড়ে করে ফেলেছে। অ্যাবরশন করাতে গিয়ে যদি আমি মারা যাই, অনেকেই তো যায় তা হলে আর কী করা যাবে। কিন্তু জয়দীপের যেন কোনও ক্ষতি না হয় তাই এই বিবৃতি।

জামশেদপুরে আমি যেতে চাইনি। দিদি যেতে বাধ্য করেছিল। সেখানে জয়দীপের সঙ্গে যখন পরিচয় হল তখন মনে হল আর একটা লোভী মুখ, মুখোশ পরে এসেছে। ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি কারণ আমি জানতাম যে উপকার ও করছে তার বিনিময়ে টাকা নিচ্ছে। বিজয় আমার স্বপ্নভঙ্গ করলেও খুব কষ্ট পাইনি। ওর সন্তান শরীরে নিয়েও বলছি, ব্যাপারটা ওই রকম হবে আমি আশঙ্কা করেছিলাম। ছয়মাসের পরিচয়ে তৃতীয় দিন থেকে যে আমাকে গেস্ট হাউসে নিয়ে যেতে চেয়েছে এবং আমি যাইনি তার ওই পরিবর্তন এবং রূপ আমাকে তেমন চমকে দেয়নি। আমি কষ্ট পেয়েছিলাম। তারপর ভয় হল। সেই ভয়ের জন্যে ট্রেনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এসেছে তাকে রেখে দেব। দিল্লিতে যাওয়ার পর একটু একটু করে বুঝলাম জয়দীপ জটিল নয়। দিদি আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল দিল্লির নার্সিংহোমে। কিন্তু জামশেদপুর থেকে যে দিন আচমকা ফিরে আসতে হল সে দিন ঝাড়গ্রাম স্টেশনে একা পেয়ে আমাকে হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল, তোর সঙ্গে অমিতাভর শেষ দেখা কবে হয়েছে ? এই প্রশ্নটা আমাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। যখন বিজয় অস্বীকার করল তখন দিদির কী সন্দেহ হয়েছে এই ব্যাপারটা অমিতাভদার দান ? সেই কারণেই দিদির সাহায্য না নিয়ে চলে এসেছিলাম কলকাতায়। এসেছিলাম জয়দীপের সাহায্য নিয়ে। এই যে ও ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্ট করে নিয়ে যেতে চেয়েছে এটা কেউ তো আমার জন্যে করবে না। তাই, যে

মানুষটা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তার জন্যে আমার একটা কর্তব্য আছে। আমার যদি অ্যাবরশন করাতে গিয়ে মৃত্যু হয় তা হলে যেন জয়দীপকে কোনওভাবেই দায়ী না করা হয়।

অমিতাভদা নিখোঁজ হয়েছিলেন তিনমাস আগে। দিদির সঙ্গে ওর সম্পর্ক যে খারাপ হয়েছিল সে কথা দিদি কোনওদিন বলেনি। কিন্তু সুযোগ পেলেই অমিতাভদা আমাকে বলত। তা এস টি ডি করেই হোক বা কলকাতায় এসে সামনা-সামনি হোক। এটা শুরু হয়েছিল মাস কয়েক আগে। তখন আমার সঙ্গে বিজয়ের আলাপ হয়েছে। হঠাৎ অনেক রাত্রে ফোন করে অমিতাভদা প্রায় প্রেম নিবেদন করে বসল। বলল, দিদি ওর জীবন ছারখার করে দিয়েছে। দিদির স্বভাব এবং চরিত্রের সঙ্গে ওর একটুও বনছে না। কিন্তু আমাকে ওর খুব ভাল লাগে। আমার টাইপ ওর খুব পছন্দ। আমি অনেক আপত্তি করেছি, রাগ করেছি, কিন্তু অমিতাভদা শুনতে চায়নি। শেষে ফোন ধরা বন্ধ করে দিলাম। হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে অমিতাভদা কলকাতায় চলে এল। ওর নিখোঁজ হওয়ার খবর দিদির টেলিফোনে জেনেছিলাম। কলকাতার হোটেলে উঠে টেলিফোনে আমাকে না পেয়ে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে দেখা করলেন। বললেন, আমাকে ছাড়া উনি বাঁচবেন না। আমাকে নিয়ে জীবন শুরু করতে বিদেশে চলে যেতে চান। আমি মানতে পারিনি। অমিতাভদাকে কোনওদিন ভালবাসিনি। তাকে প্রশ্রয় দেব কেন? অথচ দিদিকে বা মাকে এ সব জানাতে পারছিলাম না। ঠিক সেদিনই বিজয় আবার আবদার করল গেস্ট হাউসে যাওয়ার জন্যে। ভাবলাম সেটা করলে অমিতাভদাকে আরও দূরে সরিয়ে দেওয়া যাবে। সরিয়ে দিলাম বটে কিন্তু বিজয় আমার শরীরে ওর লোভের ফসল বুনে দিয়ে গেল। আমি জানি অমিতাভদা এই তিনমাস কলকাতায় ছিল। বিজয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আবিষ্কার নিশ্চয়ই করেছিল। আর তারপর থেকেই নিশ্চয়ই ভয়ে ভয়ে রয়েছে। আমি যদি দিদিকে ওর চরিত্রের কথা প্রকাশ করে দিই তা হলে পায়ের তলায় মাটি থাকবে না ওর।

কিন্তু তারপরে অমিতাভদা ফিরে যেতে পারত দিদির কাছে। কেন গেল না এটা আমার কাছে এখনও রহস্য। আবার এও ঠিক, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় দিদি অমিতাভদার মনের কথা জানে। দিদির কোনও বাচ্চা নেই। অমিতাভদা বলেছে বাচ্চা ওর কখনও হবে না। দিদির সঙ্গে দিল্লির নার্সিংহোমে গেলে সেখানকার ডাক্তার যদি চিরদিনের মতো আমাকেও নিষ্ফলা করে দেয়! এই ভয়ে আমি পালিয়ে এলাম। নিজের মায়ের পেটের বোনকেও আমি বিশ্বাস করতে পারিনি।

এই হল আমার কাহিনী। জয়দীপকে এত কথা বলার দরকার নেই। ওর সঙ্গে আমার কোনও মানসিক সম্পর্ক তৈরি হয়নি। একজন গর্ভবতী মহিলাকে কোনও বাঙালি যুবক কোন দুঃখে ভালবাসতে যাবে? কিন্তু আমি বুঝতে পারছি

www.MurchOna.com

না ও আমার জন্যে এত করছে কেন? শুধু ভালমানুষ বলে? তাই আমি চাই না ওর কোনও ক্ষতি হোক। আমার চারপাশে শুধু মুখোশপরা মুখের মিছিল, জয়দীপ ব্যতিক্রম। ভোর হয়ে গেছে। জানি না ডাক্তার আর কতদিন আমাকে যন্ত্রণার মধ্যে রাখবেন। কিন্তু একজন স্বার্থহীন মানুষকে তো এই ডামাডোলে দেখতে পেলাম। স্বাতীলেখা ব্যানার্জি।'

বিবৃতি পড়া শেষ করে স্বাতীলেখার দিকে তাকাল জয়দীপ। হঠাৎ অপূর্ব এক আলো সে দেখতে পেল স্বাতীলেখার ঘুমন্ত চোখ মুখে। চুপচাপ বসে রইল সে। কতক্ষণ সে বসেছিল জানে না। সেই নার্স যে সকালে কথা বলেছিল সে এসে বলল, 'দাদা, এ ভাবে কতক্ষণ বসে থাকবেন? খাওয়াদাওয়া করে আসুন।'

জয়দীপ বলল, 'ঠিক আছে।'

'দিদির জন্যে চিন্তা করার কিছু নেই। একটু বাদেই ঠিক হয়ে যাবেন।' নার্স হাসল, 'ওটিতে যাওয়ার পরও আপনার কথা বলছিল।'

'ও।'

'জিজ্ঞাসা করছিল আপনি আপনার কাজে গিয়েছেন কি না!'

জয়দীপ হাসল। নার্স চলে গেল।

মিনিট পাঁচেক বাদে চোখ খুলল স্বাতীলেখা। চারপাশে তাকাল। এবার ধীরে ধীরে উঠে বসল, 'আপনি যাননি?'

'গিয়েছিলাম। আবার চারটের সময় যেতে হবে।'

'ও। খাওয়াদাওয়া করেননি?'

'ঠিক আছে। শুনুন, বিল পে করে দিয়েছি আপনার টাকা থেকে। আর এই প্রেসক্রিপশন একমাস ফলো করতে হবে। ওষুধ এনে দেব?'

'না। সব হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। এ নিয়ে কতবার এক প্রশ্ন করলেন আপনি জানেন না।'

'তাই?'

'শরীর কেমন লাগছে? ব্যথা লাগছে?'

'নাঃ। ওরা কখন আমাকে ছাড়বে?'

'যখন আপনি যেতে পারবেন।'

'আমি এখনই পারব।'

'অসম্ভব। আপনার মুখচোখে এখনও ঘুমের আমেজ আছে।'

এই সময় আয়া খাবারে ট্রে নিয়ে কেবিনে ঢুকল। টেবিলে ট্রে রেখে সে বলল, 'খেয়ে নিন দিদি।'

আয়া চলে গেলে স্বাতীলেখা বলল, 'আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'এ সময় আপনার খাওয়া উচিত। নিন, শুরু করুন।' জয়দীপ সরে বসল।

'সত্যি বলছি, খাওয়ার কোনও ইচ্ছেই নেই।'

'কিছু পেটে যাওয়া উচিত।'

ইচ্ছের বিরুদ্ধে খাবার মুখে তুলল স্বাতীলেখা, 'আমার জন্যে আপনার খাওয়াও হল না!' দু-তিন টুকরো মুখে দিয়ে প্লেট সরিয়ে রাখল স্বাতীলেখা। জল খেয়ে বলল, 'আমরা কীভাবে যাব ?'

'যে ভাবে এসেছিলেন, ট্যাক্সিতে।'

'তা হলে—!'

জয়দীপ উঠল। স্বাতীলেখা আবার বালিশে মাথা রাখল। কেবিনের বাইরে এসে ঘড়ি দেখল জয়দীপ। চারটে বাজতে অনেক দেরি। স্বাতীলেখা কোনওমতে ট্যাক্সিতে উঠতে পারে কিন্তু ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়িতে ঢুকলেই সবাই বুঝবে ও অসুস্থ। তার চেয়ে আরও খানিকটা ঘুমিয়ে নিলে হয়তো অবস্থা ভাল হবে। কথাটা বলার জন্যে সে পরদা সরাতেই দেখল স্বাতীলেখা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। তা হলে এতক্ষণ যা করল তা জেদের বশেই। বাইরে বেরিয়ে এল সে। একটা ছোট রেস্টুরেন্টে ঢুকে সেঁকা রুটি আর আলুর দমের অর্ডার দিয়ে প্রায় ছিঁড়ে যাওয়া খবরের কাগজটা টেনে নিল। কিন্তু খবর পড়ার আগ্রহ হল না। স্বাতীলেখা অমিতাভবাবুকে ঠেকাতে না পেরে ইচ্ছে করে অজয় ভার্মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল ? অজয় ভার্মা যে বিজয় গুপ্তা নাম নিয়ে ওর সঙ্গে ভাব জমিয়েছিল তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ওকে উপভোগ করা। সেটা হয়ে যেতেই অজয় সরে গিয়েছিল। কিন্তু শুধু শ্যালিকার প্রেমে উন্মাদ হয়ে অমিতাভবাবু গৃহত্যাগ করে এভাবে আত্মগোপন করেছিলেন ? নাকি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার লজ্জা তাঁকে নিজের জায়গায় ফিরে যেতে বাধা দিয়েছিল ? পত্রলেখা কী সব জানতেন ? জেনে বোনকে তার প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে দিতে জামশেদপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন ? সেটা সম্ভব না হওয়ায় দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে অ্যাবরসনের সুযোগ নিয়ে স্বাতীলেখাকে চিরকালের জন্যে নিষ্ফলা করে দিতেন ? স্বাতীলেখা তো সেই সন্দেহ করে পালিয়ে এল। মানুষের মনে সবসময় কারণ ছাড়া সন্দেহ আসে না। অমিতাভ কী আবার তাঁর স্ত্রীর কাছে ফিরে গেছেন ?

খাবার খেতে খেতে স্বাতীলেখার বিবৃতিটা মনে এল। সে যাতে বিপদে না পড়ে তাই ওই লেখাটা লিখেছে স্বাতীলেখা। ও যদি মারা যেত তা হলে পুলিশ ওই বিবৃতি অনুযায়ী তাকে ছেড়ে দিত কী না সেটা আলাদা কথা কিন্তু সত্যিকথা বলার সাহস মেয়েটা যে দেখিয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। হঠাৎ এক নতুন ধরনের ভাললাগা তৈরি হয়ে গেল জয়দীপের মনে।

দুটো নাগাদ সে নার্সিংহোমে ফিরে এসে দেখল স্বাতীলেখা তৈরি হয়ে বসে আছে। এর মধ্যে সে চুল আঁচড়ে নিয়েছে। শরীর অনেকটাই সুস্থ দেখাচ্ছে। কেবিনে ঢুকতেই সে জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি কথা শুনতে চাই, আপনার চাকরি হয়েছে ?'

জয়দীপ হাসল, 'না। বিকেল চারটের সময় খবরের কাগজের অফিসে

www.MurchOna.com

যেতে হবে। চলুন।'

'চলুন। খবরের কাগজের চাকরি, তা হলে আপনার হয়ে যাবে।'

বেরোবার আগে অফিসে জানিয়ে দিয়ে একটু অপেক্ষা করতে বলল জয়দীপ স্বাতীলেখাকে। রাস্তায় বেরুতেই ট্যাক্সি পেয়ে গেল সে। ওটাকে দাঁড় করিয়ে ফিরে এসে দেখল ডক্টর সন্ধ্যা দত্ত স্বাতীলেখার সঙ্গে কথা বলছেন, 'দুদিন রেস্ট নেবেন ভাই। ঘরের বাইরে না যাওয়াই ভাল। যে ওষুধ দিয়েছি তা ফলো করবেন। আর হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলুন। এ রকম ভুল ভবিষ্যতে যেন আর না হয়। সত্যি বলছি, এ সব করতে আমার একটুও ভাল লাগে না। আচ্ছা...!'

ট্যাক্সিতে উঠে স্বাতীলেখা পেছনের সিটে শরীর এলিয়ে দিল। সে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল এর মধ্যে। তারপর বলল, 'আর আপনাকে অভিনয় করতে হবে না।'

'অভিনয় ?'

'ওই যে, আমার উপকার করতে আপনাকে যে ভূমিকায় ওরা ভেবে নিল—! আমি আপনার কাছে সারাজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। এর বেশি আর কী বলতে পারি।'

'কিছুই বলতে হবে না আপনাকে।'

'আপনার কাগজের অফিসটা কোনদিকে ?'

'কেন ?'

'আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'পাগল! আপনি অসুস্থ। এখনই বাড়ি ফিরে রেস্ট নেবেন।'

'তা হলে একটা অনুরোধ করব ? খবরটা দেবেন ?'

'কী খবর ?'

'চাকরির।'

'দূর। আমার যা কপাল।'

'কিন্তু আমার মন বলছে হবেই। আমি প্রার্থনা করছি।'

'মন বলছে ? মন বললেই যদি হত—!'

'কখনও কখনও হয়! দেখবেন, এবার হবেই। আমার টেলিফোন নাম্বারটা মনে আছে ?'

'না থাকার কোনও কারণ নেই। ওহো, ওষুধ কিনলেন না ?'

'বাড়ি গিয়ে আনিয়ে নেব।'

'ভুল করছেন। হয়তো ওই সব ওষুধ দেখে পাড়ার দোকানদার বুঝতে পারবে আপনার কী হয়েছে ?'

'ওহ, সত্যি আপনি এত ভাবতে পারেন!'

একটা ওষুধের দোকানের সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে প্রেসক্রিপশন চাইল জয়দীপ। স্বাতীলেখা সেটার সঙ্গে বাকি টাকাটাও দিয়ে দিল। জয়দীপ কিছু

না বলে ওষুধ কিনে নিয়ে এল। একমাসের ওষুধের দাম সাতশো তিরিশ টাকা। এই টাকাটা সে একমাসেও রোজগার করতে পারেনি।

কাছাকাছি জায়গায় নেমে পড়ল জয়দীপ, 'আচ্ছা— !'

স্বাতীলেখা কিছু বলতে গিয়ে সামলে নিল। তারপর বলল, 'খবরটা দেবেন তো ?'

জয়দীপ হাসল। ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল।

খবরের কাগজের অফিসের দিকে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হল, যাক, সব কিছু ভালয় ভালয় শেষ হয়ে গেল। কদিন একটা আবর্তে থাকার পর সে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এল। তফাত শুধু এখন আর প্রুফ দেখার চাকরিটা নেই। তারপরেই মনে হল, নার্সিংহোমে তার নাম সই করা ফর্মটা রয়ে গেছে। সবকিছুর সাক্ষী। থাক। সে আর ওটাকে কেয়ার করে না। জীবনে প্রথমবার কোনও মেয়ে তার জন্যে প্রার্থনা করছে, প্রথমবার কারও মন তার জন্যে ভাল চাইছে !

ঠিক চারটের সময় খবরের কাগজের অফিসে পৌঁছে গেল জয়দীপ। রিসেপশনে সে বিশেষ ব্যক্তির নাম বলল যার সঙ্গে সুনীলদা দেখা করতে বলেছেন। সাহিত্য এবং সংবাদের পাঠক হিসেবে বেশিরভাগ বাঙালি এর নামের সঙ্গে পরিচিত। রিসেপশনিস্ট জানাল ভদ্রলোক ঘরে নেই। অতএব অপেক্ষা করতে লাগল সে। পাঁচ দশ করে পনেরো মিনিট কাটল। জয়দীপ আবার রিসেপশনিস্টকে অনুরোধ করল। ভদ্রলোক একটা কার্ড বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'যান, দোতলায় ওঁর ঘরে গিয়ে দেখে আসুন, উনি আছেন কী না।'

'উনি আমাকে আসতে বলেছিলেন !' জয়দীপ প্রতিবাদ করতে চাইল।

'তাই ? তা হলে তো আরও যাওয়া উচিত।'

জয়দীপের রাগ হয়ে গেল। কার্ড নিয়ে গেটকিপারকে দেখিয়ে সে ওপরে উঠল। দোতলাটি সাজানো। প্যাসেজের দু পাশে ঘর। একজন কর্মচারীকে সে জিজ্ঞাসা করতেই লোকটা মাথা নাড়ল, 'ওঁকে আজ পাবেন না। রাত আটটার পর ফিরে সম্পাদকীয় লিখবেন। তখন কারও সঙ্গে কথা বলবেন না।'

'উনি তা হলে কেন আমাকে আসতে বলেছিলেন ?'

'তাই নাকি ?' বলেই লোকটি পালটে গেল হঠাৎ, 'উনি এসেছেন।'

জয়দীপ দেখল ধুতি পাঞ্জাবি পাম্পশু পরা এক প্রবীণ সুদর্শন মানুষ হনহন করে লিফট থেকে নেমে এগিয়ে আসছেন, 'ওহে হলধর, এক ছোকরার আসার কথা আছে। কিন্তু আজ আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। যদি সে আসে তা হলে বলে দিও আগামিকাল দুপুর দুটোয় আসতে।'

'উনি এসে গেছেন বাবু। এই তো।' লোকটি দেখিয়ে দিল।

'ও ! তুমি ? কে দিল আবার আঘাত গানটা শুনেছ ? গুড। প্রথমবার কে দিয়েছিল ?'

www.MurchOna.com

জয়দীপের খুব মজা লাগল। এ রকম অদ্ভুত ইন্টারভিউ কেউ কখনও করে ! সে গম্ভীর গলায় বলল, 'ভালবাসা।'

'অ্যাঁ ! সুনীলের লোক তুমি ?'

'ওঁকে আমি দাদা বলি।'

'রবীন্দ্রনাথের কোনও গানের লাইন বললে গানটির প্রথম চারটে শব্দ বলতে পারবে ?'

'স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও পারতেন না।'

'কিন্তু আমি পারি। তোমার সঙ্গে কথা বলা যায়। আজ আমি ব্যস্ত। এমনও বলা যেতে পারে ব্যস্ততা সরাতে আমি ব্যস্ত। কাল দুটোয় এসো।' ভদ্রলোক চলে গেলেন।

লোকটি দূরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল। এবার এগিয়ে এসে বলল, 'কাল আসুন বাবু। আপনাকে ওঁর ভাল লেগেছে। নইলে দু-দুটো প্রশ্ন করতেন না।'

মন খারাপ হয়ে গেল জয়দীপের। হল না। চাকরিটা হল না। এ রকম খামখেয়ালি মানুষকে খুশি করার ক্ষমতা তার নেই। এক জীবনেও সে গীতবিতান মুখস্থ করতে পারবে না। আর সাংবাদিকতার চাকরির সঙ্গে গীতবিতানের সম্পর্ক কী ?

বাইরে বেরিয়ে এসে সে প্রথমে সুনীলদাকে ফোন করল। সব শুনে তিনি বললেন, 'আজ যাঁরা প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক তাঁদের অনেককেই উনি ডেকে কাগজে চাকরি দিয়েছেন। আমি যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছি, যদি তোমার না হয় তা হলে জেনো ভাগ্য তোমার সহায় নেই।'

ভাগ্য আমার সহায় নেই। এই সরল সত্য জানার জন্যে কারও উপদেশ শোনার দরকার নেই। বিড় বিড় করল জয়দীপ রিসিভার রেখে দিয়ে। এই চাকরি তার হবে না। এমন মহম্মদ বিন তুঘলককে খুশি করেছেন যে সব সাহিত্যিক তাঁদের প্রতিভা আছে, তার নেই। আগামিকাল এখানে আসার কোনও মানে হয় না।

অদ্ভুত হতাশা ক্রমশ আচ্ছন্ন করল জয়দীপকে। পুরোটা পথ সে হেঁটে ফিরে এল মেসে। হাতে যা টাকা আছে তাতে কয়েকমাস থাকা যাবে এখানে। তারপর ?

বিকেল পেরিয়ে ঘরে ঢুকতেই সে দেখল বিমলেশবাবু তক্তপোষে বসে গান গাইছেন। গান শেষ হতে জয়দীপ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি শুধু রবীন্দ্রনাথের গান করেন ?'

'হ্যাঁ। রবীন্দ্রনাথের গান যেগুলো সায়গল আর পঙ্কজ মল্লিক রেকর্ড করেছেন সেগুলো আমি গাই। আপনার আপত্তি আছে ?'

'না।'

'যদি থাকে তা হলে কমপ্লেন না করে বলুন, আমি গঙ্গার ধারে গিয়ে গেয়ে

আসি ? এটা আমার পূজা, বুঝলেন ?'

'না। কোথাও যেতে হবে না। আপনি যত ইচ্ছে গেয়ে যান।'

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল জয়দীপের। ভাঙতেই মনে হল আজ ভদ্রলোক তাকে যেতে বলেছেন। অথচ সে নিশ্চিত গিয়ে কোনও লাভ হবে না। জয়দীপের খুব খারাপ লাগছিল। সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে ভাবল সুনীলদার সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু সুনীলদার নিস্পৃহ কথাবার্তায় সেই উৎসাহে বাধা বাড়ল। এবং তখন মনে হল গতকাল সে স্বাতীলেখাকে ফোন করলে মহাভারত অশুদ্ধ হত না। স্বাতীলেখা অনেক করে বলেছিল তার টেলিফোনের জন্যে অপেক্ষা করবে। কাউকে অপেক্ষায় রাখা ঠিক নয়। সে মেস থেকে বেরিয়ে একটা টেলিফোন বুথে ঢুকল।

'হ্যালো।' স্বাতীলেখার গলা।

'আমি জয়দীপ।'

'কী হল ? কাল টেলিফোন করলেন না কেন ?'

'ইচ্ছে করছিল না।'

'ও।'

'আমার চাকরি হয়নি। আপনি প্রার্থনা করা সত্ত্বেও হয়নি।'

'কেন ?'

'কেন আবার। আমার কপালে নেই তাই।'

'আপনি কোত্থেকে বলছেন ?'

'মির্জাপুর স্ট্রিটের একটা বুথ থেকে।'

'আপনি দয়া করে মেট্রো সিনেমার সামনে আসবেন ? প্লিজ। এখনই। আমি রওনা হচ্ছি।' টেলিফোন নামিয়ে রাখল স্বাতীলেখা।

একটু অবাক হল জয়দীপ। কী জন্যে এত তাড়া স্বাতীলেখার ? তা ছাড়া ও এখন মনে এবং শরীরে অসুস্থ। মেট্রোর সামনে না যাওয়াটা আরও খারাপ হবে।

জয়দীপ মেট্রোর সামনে পৌঁছে দেখল স্বাতীলেখা একটা ট্যাক্সিতে বসে আছে। সে কাছে যেতেই দরজা খুলে দিল, 'উঠুন।'

ট্যাক্সিতে উঠে জয়দীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছেন এখন ?'

'আছি। কাল ওরা বলে দিল চাকরি হবে না ?'

'রবীন্দ্রনাথের গান 'কে দিল আঘাত'-এ প্রথমবার কে আঘাত দিয়েছিল ? যে কোনও লাইন বললে গানের মুখটা বলতে পারব কী না ? সাংবাদিকতার চাকরির সঙ্গে এ সব প্রশ্নের কোনও সম্পর্ক আছে ? তবু জবাব দিয়েছি, উনি আজ দুটোর সময় যেতে বলেছেন। অকারণ যাওয়া।'

'কে জানে ! আমি বিশ্বাস করেছিলাম আপনার চাকরি হবেই।'

'কেন ?'

www.MurchOna.com

'জানি না।'

ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবেন দিদি ?'

'আপনি ঘুরুন। যতক্ষণ পারেন ঘুরতে থাকুন। শুধু দুটো বাজার আগে এখানে চলে আসবেন।' স্বাতীলেখা অদ্ভুত গলায় বলল।

'আপনি পাগল হয়ে গেছেন নাকি ?'

'মাঝে মাঝে পাগলামিটাকেই ঠিক মনে হয়। কাল রাত্রে দিদির ফোন এসেছিল। অমিতাভদা ফিরে গিয়েছে ওর কাছে। ভাগ্যবানরা চিরকালই ভাগ্যবান হয়।'

ট্যাক্সিটা ছুটছিল। উত্তর থেকে দক্ষিণে। আবার দক্ষিণ থেকে উত্তরে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবার পশ্চিম থেকে উত্তরে। এই বিস্তৃত শহরের অনেক জায়গা যে ওদের দেখা নেই তা এখন ওরা বুঝতেই পারছিল না। মনে হচ্ছিল রাস্তাঘাট এক, মানুষজন এক আর পুলিশ তো একই।

স্বাতীলেখা হঠাৎ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা এত যে মানুষ রাস্তায় তাদের তো মাঝরাতে দেখা যায় না। এদের প্রত্যেকের একটা করে বিছানা আছে ? একটা করে বালিশ ?'

'হয়তো আছে, হয়তো নেই।'

'এদের প্রত্যেকের একটা করে মন আছে ?'

'নিশ্চয়ই।'

'সেই মন দুঃখ পায়, সুখও পায়, তাই না ?'

'তা হলে আমি আপনি শুধু দুঃখই পাব না, তাই না ?'

এই সময় ট্যাক্সিওয়ালা বলল, 'দিদি দুটো বাজতে দেরি নেই।'

স্বাতীলেখা বলল, 'আর একটু এগিয়ে চলুন ভাই।' তারপর একসময় গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল, 'দুটোর সময় যেতে বলেছিল না ? আমি অপেক্ষায় আছি, আপনি ঘুরে আসুন।'

জয়দীপ বলল, 'আপনি অপেক্ষা করবেন মানে ?'

'অপেক্ষা করার অধিকার আমাকে দেবেন না ?'

জয়দীপ অজান্তেই স্বাতীলেখার আঙুল স্পর্শ করল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল কাগজের অফিসের দিকে। এখন তাকে প্রবল আত্মবিশ্বাসী বলে মনে হচ্ছিল।